

সূরাআল আন'আম-৬ (হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময় ও প্রসংগ

এ সূরাটি মক্কী সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশ বর্ণনাকারীর মতে সূরাটির সম্পূর্ণ অংশ এক সাথে অবতীর্ণ হয়েছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে সূরাটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় প্রায় ৭০,০০০ ফিরিশ্তা প্রহরারত ছিল। এতে সূরাটির বিষয়বস্তু যে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে সংরক্ষিত হয়েছে সে দিকেই ইঙ্গিত করে। সূরাটির শিরোনাম সম্ভবত এর ১৩৭-৩৯ আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে যেখানে গবাদি পশুকে শিরকের অন্যতম কারণ বলে নিন্দা করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু

এ সূরাতে বিষয়বস্তু বর্ণনার দিক থেকে পূর্ববর্তী সূরাসমূহের সাথে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন, অ-ইসরাইলী ধর্মগুলোর ভাস্তি খণ্ডন প্রসঙ্গ এতে বর্ণিত হয়েছে এবং প্রথমেই যরথুন্নীয় ধর্মের দৈতবাদী বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে— অর্থাৎ, শুভ ও অশুভের খোদা যে আলাদা অস্তিত্ব নয়, বরং শুভ ও অশুভ একই আল্লাহর সৃষ্টি এ সত্য ঘোষিত হয়েছে। কুরআন এ দৈতবাদী বিশ্বাসকে খণ্ডনের লক্ষ্যে এ যুক্তি পেশ করেছে যে তাল এবং মন্দ করার ক্ষমতা বস্তুত একই শিকলের দু'টি কড়াপ্রসরণ। এদের একটি অপরটি ছাড়া অসম্পূর্ণ। এজন্য এ দু'টি আলাদা খোদা কর্তৃক সৃষ্টি হতে পারে না। আলো ও অন্ধকার সেই একই আল্লাহর সৃষ্টি, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এ তো আসলে আল্লাহর দৈত্যতার পরিবর্তে তাঁর একত্বকেই সাব্যস্ত করে এবং বিশেষভাবে মানুষ সৃষ্টির জন্য আল্লাহ তাআলার ঐশ্বী অনুগ্রহ ও মানুষের সহজাত শক্তি এবং ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করে। অতঃপর সূরাটিতে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে, ঐশ্বী-প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহারজনিত কারণেই মন্দের উৎপত্তি হয় এবং যখন মানুষ একপ খোদা-প্রদত্ত সৎ প্রবৃত্তির সুষ্ঠু ব্যবহার স্থগিত রাখে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানে তৎপর হয় তখনই আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে তাদের মাঝে রসূল প্রেরণ করেন, যিনি তাদেরকে প্রবৃত্তির সঠিক ব্যবহার শিক্ষা দেন। এরপর বর্ণিত হয়েছে, ঐশ্বী-শাস্তি প্রদানে বিলম্ব দেখে কাফির অনেক সময় পাপ কাজে আরো বেশি সাহসী হয়ে উঠে, যদিও শাস্তি প্রদানে এ বিলম্ব আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহের জন্যই হয়ে থাকে। কাফিররা সমাগত নবী ও তাঁর অনুসারীদের দুঃখ-কষ্ট দিয়ে একটা অলীক আশা পোষণ করে, এভাবে তারা নবীর মিশন ও ধর্ম-বিশ্বাসকে দুর্বল করে ফেলবে। কিন্তু চরম নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্টের মোকাবিলায় মু'মিনরা অবিচল ও দৃঢ় থাকে। অন্য দিকে কাফিররা যদি কোন দৈব দুর্বিপাক-জনিত কারণে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয় তাহলে তারা তৎক্ষণাত তাদের অংশীবাদী বিশ্বাস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। অতঃপর ধর্মহীনতা যে পরকালে অবিশ্বাস এবং অবিশ্বাসী কর্তৃক আল্লাহ তাআলার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক স্থাপনের অক্ষমতা থেকে সৃষ্টি হয় সেই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এ ধরনের দৈত মিথ্যা আচরণের ফলে তারা সত্য প্রত্যাখ্যানে সাহসী হয় এবং তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে পড়ে। বস্তুত কাফির কর্তৃক নবীর মিশনের বিরোধিতা খুব একটা প্রকৃতি বিরোধী কাজ নয়। কেননা তারাই শুধু আল্লাহ তাআলার খোঁজ করে যারা আধ্যাত্মিক বিষয়াবলীর সাথে একটা আত্মিক সম্পর্ক রাখে আর যারা আধ্যাত্মিকভাবে বধির তারাতো আল্লাহর ডাক শুনতে পায় না। তাদেরকে নির্দর্শনের পর নির্দর্শন দেখানো হলেও তোতা পাথীর শেখানো বলির মত বলতে থাকে যে কোন নির্দর্শনই তারা দেখতে পায়নি। হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিরুদ্ধবাদীরা অনেক নির্দর্শন দেখা সত্ত্বেও সেগুলোকে মিথ্যা বলেছে এবং সেগুলো থেকে উপকৃত হয়নি। তাদেরকে তাই সর্কর করা হয়েছে যে এ বার তারা শুধু শাস্তির নির্দর্শন দেখবে। কিন্তু আল্লাহ শাস্তি প্রদানে ধীর। কেবল তখনই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাস্তি দেন যখন তারা ইচ্ছাকৃতভাবে বারবার ঐশ্বী-নির্দেশাবলীকে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করে এবং বিনীতভাবে তাঁর নিকট তওবা করে না। অতঃপর বলা হয়েছে, যাদের হৃদয়ে খোদা-তীতি আছে শুধু তারাই সত্যকে গ্রহণ করে এবং যারা খোদা-ভীরুৎ হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাদের নিকটই কেবলমাত্র তাঁর বাণী প্রচার করেন। অন্যান্যদের জন্য প্রথমে তাদের হৃদয়ে খোদা-তীতি সৃষ্টি করতে হবে, তারপরেই কেবল ধর্ম সম্পর্কীয় যুক্তি-তর্ক তাদের কাজে আসতে পারে। অতঃপর ইসলামের উন্নতির এক অপরিহার্য কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, বিশ্বাসীদের অবশ্যই আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা নবীও মরণশীল মানুষ এবং তিনি নিশ্চয় মারা যাবেন। তাঁর মৃত্যুর পর যে বিশ্বাসীর দল বেঁচে থাকবে তাদেরই দায়িত্ব হবে ঐশ্বী-বাণীর বিষ্঵ব্যাপী প্রচার করা। অতঃপর অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, শুধু এ কারণে তাদের পক্ষে হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি দোষারোপ করা সঙ্গত হতে পারে না যে ঐশ্বী-কোপ এখনো তাদের উপর নেমে আসেনি। এটা তাদের এক ধরনের মূর্খতা। কেননা সত্যের অঙ্গীকারকারী দাঙ্গিক লোকদের শাস্তি প্রদান তো একমাত্র আল্লাহ তাআলারই অধিকারে এবং তিনি যখন প্রয়োজন মনে করেন তখনই তাদের শাস্তি দিয়ে থাকেন। আজ যে লোক সত্যের বিরুদ্ধবাদী এবং ঐশ্বী-শাস্তির যোগ্য, আগামীকালই হয়ত সে তার ভিতরে সত্যিকারের পরিবর্তন সাধিত করবে এবং

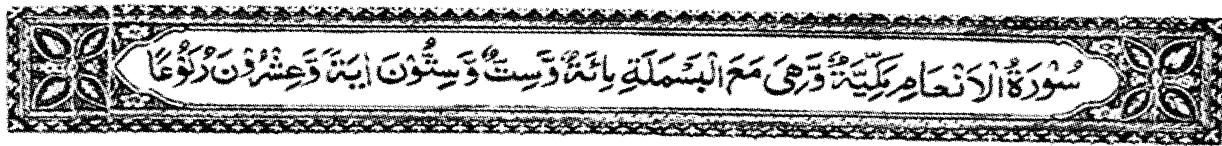
সে ঐশ্বী-অনুগ্রহের অধিকারী হবে। সুতরাং কারো প্রতি শান্তির দণ্ড প্রদান অথবা তা স্থগিতকরণ একান্তভাবেই আল্লাহ্ তাআলার নিজস্ব কাজ। অতঃপর সূরাটিতে বহ-ঈশ্বর-পূজার ভ্রান্ত ধারণা নিরসনে হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের এ পৃথিবীতে সত্য প্রতিষ্ঠার কঠোর প্রচেষ্টার জন্য আল্লাহ্ তাআলা যে অনুগ্রহ ও মর্যাদা দান করেছিলেন এও উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলার নবীগণের মিশন কখনো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় না। বৃষ্টির পানি যেমন বিবর্ণ ও প্রাণহীন মাটির বুকে উর্বরতা ও প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি করে নবীগণের আগমনেও তেমনি আধ্যাত্মিক ভুবনে সজীবতা ফিরে আসে। আর যেহেতু আল্লাহ্ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা মানুষের পক্ষে ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভবপর হয় না যতক্ষণ না স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা মানুষের নিকট প্রকাশিত হন। তাই যুগে যুগে নবীগণের আবির্ভাব হওয়ার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। কেননা নবীগণের মাধ্যমেই আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবীতে নিজেকে প্রকাশিত করেন। অতঃপর বর্ণিত হয়েছে, সত্যিকার বিশ্বাস অর্জনের জন্য হৃদয়ের পরিপূর্ণ পরিবর্তন একটি অপরিহার্য শর্ত। এ ধরনের পরিবর্তন ছাড়া বিভিন্ন নিদর্শন বা মুঁজিয়াও অধিকাংশ সময় কোন কাজে আসে না। অতঃপর ইসলাম ও শিব্রক তথা অংশীবাদী চিন্তাধারার মাঝে যে বিপরীতধর্মী শিক্ষা নিহিত রয়েছে এর প্রতি ইঙ্গিতপূর্বক বলা হয়েছে, ইসলাম যুক্তি ও বিবেকের যথাযথ চাহিদা পূরণে সক্ষম। কিন্তু অংশীবাদী শিক্ষা, রীতি-পদ্ধতি জ্ঞান ও যুক্তি বহির্ভূত। সূরাটির শেষের দিকে বলা হয়েছে, সেসব জাতি, যারা এখনো কোন ঐশ্বী-বাণী লাভ করেনি, তাদের সম্মান ও আত্মিক উন্নয়নের জন্যেও কুরআনের শিক্ষা অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে আহলে কিতাবগণের সম্মুখে তারা কোন হীনমন্যতায় না ভোগে। কুরআনের শিক্ষা পূর্ববর্তী ঐশ্বী-গ্রন্থসমূহের সীমিত শিক্ষা হ'তে স্বতন্ত্র। কেননা কুরআন সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য প্রেরিত হয়েছে এবং মানব জাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সত্যিকার ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই মানুষ ও তার সৃষ্টিকর্তার মাঝে এক সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম।

★ [এর পূর্বের সূরার শেষ আয়াতে এ কথা বলা হয়েছে, সমগ্র বিশ্বজগৎ এবং যা কিছুই এর মাঝে রয়েছে এ সবের অধিপতি হলেন আল্লাহ্ এবং এ সূরার শুরুতে এ কথাটাই আরো বিস্তারিত ও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সব প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর রহস্য জ্ঞানের পথে কয়েক ধরনের অন্ধকার থাকা সত্ত্বেও তিনি সেই প্রজ্ঞা বা নূর (আলো) দান করেছেন যার মাধ্যমে এ অন্ধকার বিদ্যুরিত হতে থাকবে। অতএব আজকের জ্যোতির্বিজ্ঞান পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টির অন্ধকারের দ্বার এভাবে উন্নোচন করে দিয়েছে যে এগুলোর রহস্য এবং এগুলোর মাঝে যা রয়েছে এ সম্পর্কে অধিক থেকে অধিকতর জ্ঞান মানুষ অর্জন করে চলেছে এবং সব অন্ধকার আলোতে পরিবর্তিত হচ্ছে। যেভাবে সূচনাতে আকাশের অন্ধকার দূর করার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় সেভাবেই স্থলভাগ ও সমুদ্রের অন্ধকারকে আলোতে পরিবর্তন করার উল্লেখও এতে দেখতে পাওয়া যায়। এভাবেই আকাশ থেকে মানুষের উপর আয়াবও অবতীর্ণ হয়ে থাকে। মানুষের অভ্যন্তরীণ অন্ধকার এ আয়াবকেও টেনে নিয়ে আসে। এই সূরার ৬৬ আয়াতে এই বিষয়টির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

একদিকে রয়েছে বিজ্ঞানীরা। তাদের গবেষণার ফলে তাদের কাছে পৃথিবী ও আকাশের অন্ধকারের বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দেয়া হচ্ছে। অন্যদিকে রয়েছেন হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) এর ন্যায় আল্লাহ্ তাআলার সেসব মহান বান্দা, যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবী ও আকাশের আধিপত্য দেখিয়ে দিয়ে থাকেন এবং আকাশ থেকে তাঁদের প্রতি নূর বর্ণণ করেন। এ বিষয়টি ৭৬ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সূরায় ধারাবাহিকভাবে নবীগণের এবং তাদের প্রতি ঐশ্বীগ্রস্ত অবতীর্ণ হওয়ার ও হেদায়াতের নূর অবতীর্ণ হওয়ার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এ সূরায় আবদ্ধ বীজ ও আঁচি ফেড়ে এগুলো থেকে কিভাবে অন্ধকার থেকে জীবনের স্পন্দন নিয়ে চারা বের হয় এবং উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এভাবেই এ সূরায় নক্ষত্রপুঞ্জের উল্লেখ রয়েছে, কিভাবে এরা জল ও স্থলের অন্ধকার দূর করে ভ্রমণকারীদের পথ নির্দেশনার কারণ হয়ে থাকে।

৯৬ আয়াত থেকে শুরু হওয়া রূক্তুতে মহান একটি আয়াত এ বিষয়টির বর্ণনা দিছে, উক্তি থেকে স্তরে স্তরে সব ধরনের বীজ নির্গত হয়, এরপর সব ধরনের ফল ধরে। এ সব ফলের পাকার প্রক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য কর। আল্লাহ্ তাআলার আয়াতের প্রতি যেসব লোক স্টমান রাখে তাদের জন্য এতে অগণিত নির্দেশন রয়েছে।

উক্তি ক্লোরোফিল থেকে সৃষ্টি হয়, যা নিজ স্তরায় এক মহান নির্দেশন। বিজ্ঞানীরা এতে কোন বিবর্তন দেখতেই পায় না। এটি এক অনেক জটিল রাসায়নিক উপাদান, যা অন্যান্য রাসায়নিক উপাদান থেকে বেশি জটিল। জীবনের শুরুতেই ক্লোরোফিলের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যা দিয়ে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। সে সময় ক্লোরোফিল কোন্ কোন্ বিবর্তন প্রক্রিয়া অতিক্রম করে সৃষ্টি হয়েছিল, এ প্রশ্নের উত্তর আজো পাওয়া যায়নি। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ক্লোরোফিল নূর দিয়ে জীবন সৃষ্টি করে, আগুন দিয়ে নয়। এ সূরার শেষের দিকে এই নূরের বিষয়টিই চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে যে তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ) এই নূরের মাধ্যমে পৃথিবী ও আকাশে কতই বিপুর সাধিত করেছেন। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রহেঃ) কর্তৃক অনুদিত কুরআন করামের উর্দ্দ অনুবাদে সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]



সূরা আল আন'আম-৬

মঙ্গল সূরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ১৬৬ আয়াত এবং ২০ রুক্ত

১। ^كআল্লাহর নামে, যিনি পরম করণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী ।

২। সব প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী
সৃষ্টি^{৮১৭} করেছেন এবং অন্ধকার ও আলো বানিয়েছেন।
^كঅস্ত্রীকারকারীরা এরপরও তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সমকক্ষ
দাঁড় করায় ।

৩। ^هতিনিই কাদামাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন।
এরপর তিনি (আয়ুক্ষালের জন্য) এক মেয়াদ^{৮১৮} নির্ধারণ
করেছেন। আর এ নির্দিষ্ট ^سমেয়াদের (জ্ঞান) তাঁর কাছে^{৮১৯}
রয়েছে। এরপরও তোমরা সন্দেহ করে থাক ।

৪। আর আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে আল্লাহ^{৮২০} ^هতিনিই,
যিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন। আর
তোমরা যা অর্জন কর তিনি তাও জানেন ।

৫। আর ^تতাদের কাছে তাদের প্রভু-প্রতিপালকের
নির্দর্শনাবলীর কোন নির্দর্শন^{৮২১} এলেই তারা এ থেকে মুখ
ফিরিয়ে নেয় ।

দেখুন : ক. ১১; খ. ৬৪১৫১; ২৭৪৬১; গ. ১৫৪২৭; ২৩৪১৩; ৩২৪৮; ৩৭৪১২; ৩৮৪৭২; ঘ. ৭১৪৫; ঙ. ৪৩৪৮৫; চ. ২১৪৩, ২৬৪৬; ৩৬৪৪৭ ।

৮১৭। 'জা'আলা' শব্দ কোন কোন সময় 'খালাকা' শব্দের সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হয় যার অর্থ তিনি সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় শব্দটি
যখন কোন বস্তুকে পরিমিতভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্টি করার ভাব প্রকাশ করে তখন প্রথমোক্ত শব্দ কোন জিনিষের বিশেষ অবস্থা বা
পরিবশে, অথবা তা গঠিত করা বা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা বুঝায় (লেইন)। পৌত্রলিকতার ভিত্তি মনে হয় দু'টি মতবাদের ওপর
প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুরা এ মতবাদের প্রধান সমর্থক। তাদের মতে ঈশ্বর তাঁর ক্ষমতা অন্য কতগুলো সত্তাতে অর্পণ করেছেন। যেরুষ্লায়রা দু'
খোদায় বিশ্বাস করেঃ অহরিমুজদ—আলোর খোদা এবং আহরিমন—অন্ধকারের খোদা। আলোচ্য আয়াত উক্ত উভয় মতবাদই খণ্ডন করে
এবং ঘোষণ করে, আল্লাহ তাআলা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই আলো এবং অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন। আর যেহেতু সকল
শক্তি এবং সকল প্রশংসা তাঁরই সেহেতু তাঁর কী প্রয়োজন তিনি অন্যের উপর ক্ষমতা অর্পণ এবং কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব প্রদান করবেন?

৮১৮। মেয়াদ শব্দের অর্থঃ ব্যক্তি-জীবনের পরিসর ।

৮১৯। মানুষের সৃষ্টি এবং তার মৃত্যু (নির্ধারিত সময়ে) আল্লাহ তাআলার করণার কর্ম বলে উল্লেখিত হয়েছে।

৮২০। আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্বে-সন্তা আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে, আয়াতটির অর্থ এমন নয়। এর মর্মার্থ হলো সমগ্র
বিশ্বচরাচর তাঁর জ্ঞানের আওতাভুক্ত ।

৮২১ টাকা পরবর্তী পঞ্চায় দ্রষ্টব্য

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ
الْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلْمُمِتْ وَالثُّورَةَ
شَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْلَمُونَ ②

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى
أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمَّىٌ عِنْدَهُ ثُمَّ آتَنَّمْ
تَمَتَّرُونَ ③

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ
يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهَرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا
تَكْسِبُونَ ④
وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ أَيَّةٍ وَمَنْ أَيْتَ رَبِّهِمْ لَا
كَانُوا عَنْهَا مُغْرِضِينَ ⑤

৬। অতএব পূর্ণ সত্য তাদের কাছে খথন এল তারা তা প্রত্যাখ্যান করলো। সুতরাং যেসব বিষয় নিয়ে তারা ঠাট্টাবিন্দুপ করতো সেগুলোর (সংঘটিত হওয়ার) সংবাদ^{১২২} তাদের কাছে অবশ্যই পৌছে যাবে।

★ ৭। তারা কি লক্ষ্য করেনি, তাদের পূর্বে আমরা কত^{১২৩} প্রজন্ম ধর্ম করেছি? ‘আমরা পৃথিবীতে তাদের এমন প্রতিষ্ঠা দান করেছিলাম যেমনটি আমরা তোমাদের দান করিনি^{১২৪}। আর তাদের ওপর আমরা মুষলধারে ‘বর্ণরত মেঘ পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের পাদদেশ দিয়ে নদনদী বইয়ে দিয়েছিলাম। এরপর তাদের পাপের দরুণ আমরা তাদের ধর্ম করে দিয়েছিলাম এবং তাদের পরে অন্য এক প্রজন্মের উত্থান ঘটিয়েছিলাম।

৮। আর আমরা যদি তোমার প্রতি কাগজে লেখা একটি কিতাব অবতীর্ণ করতাম এবং তারা তা^{১২৫} নিজেদের হাত দিয়ে স্পর্শ করেও দেখে নিত তবুও অস্বীকারকারীরা অবশ্যই বলতো, ‘এয়ে স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়’।

৯। আর তারা বলে, ‘কেন তার প্রতি কোন ফিরিশ্তা অবতীর্ণ করা হয়নি?’ আর আমরা যদি কোন ফিরিশ্তা অবতীর্ণ করতাম^{১২৬} তাহলে বিষয়টি অবশ্যই চুকিয়ে দেয়া হতো। এরপর তাদের কোন অবকাশ দেয়া হতো না।

দেখুন : ক. ২৬৪৭; খ. ৪৬৪২৭; গ. ১১৪৫৩; ৭১৪১২; ঘ. ২৪২১১; ২৫৪৮।

৮২১। আল্লাহত্তা আলার জ্ঞান ও শক্তির অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হচ্ছে, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ তিনি তাঁর নবী-রসূলগণের নিকট প্রকাশ করে থাকেন এবং এর মাধ্যমে প্রবল বাধা-বিপত্তির মোকাবিলাতে তাদের প্রতি তাঁর অপ্রতিরোধ্য ও অসাধারণ সাহায্য এবং সমর্থন দিয়ে থাকেন। এ সকল বিষয়কেই বলা হয় মু'জিয়া ও নিদর্শন।

৮২২। ‘নাবা’ বলুচনে ‘আস্বাউ’ কুরআনে সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়েছে, যা কোন বৃহৎ ঘটনার সাথে সম্পর্কযুক্ত (কুল্লিয়াত)।

৮২৩। ‘কার্গ’ অর্থ মানুষের বংশধর ও প্রজন্ম, পূর্ববর্তী বা পরবর্তী প্রজন্মের সন্নিহিত প্রজন্ম, এক কালের সকল মানুষ (লেইন)।

৮২৪। ‘যেমনটি আমরা তোমাদের দান করিনি’ কথাটি দ্বারা পৃথিবীর পিছিয়ে যাওয়া বুঝায় না। কোন সন্দেহ নেই, এটা সামগ্রিকভাবে অগ্রগতির দিকেই চলেছে। কিন্তু কোন কোন প্রাচীন জাতি যারা অতীতে সভ্যতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল, তারা শিল্প এবং বিজ্ঞানের বিশেষ শাখায় এত উন্নত ছিল যে তাদের পরবর্তী বংশধররা তাদের সমকক্ষ হতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বর্তমানে বিজ্ঞানের রাজ্যে বিস্ময়কর অগ্রগতি সত্ত্বেও আধুনিক যুগ প্রাচীন মিশ্রীয় সভ্যতার কোন কোন নিদর্শনের প্রতি এখনো অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

৮২৫। তারা নিশ্চিত করে ধরে নিয়েছিল এটা একটা স্বর্গীয় বস্তু, পার্থিব নয়।

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ
يَأْتِيهِمْ أَنْبُوًا مَا كَانُوا بِهِ
يَشْتَهِزُونَ ⑦

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ
قَرْنَيْنِ مَكْنُثُهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ
وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ قَدْرًا رَأَاهُ ۚ وَجَعَلْنَا
إِلَّا نَهَرَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ
فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَآنْشَأْنَا مِنْ
بَعْدِهِمْ قَرْنَيْنَا أَخْرِيْنَ ⑧

وَلَوْ نَرَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَائِ
فَلَمْسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ⑨

وَقَالُوا لَوْلَآ أُنْزَلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ هَوَلَّ
أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضَى الْأَمْرُ ثُمَّ لَا
يُنَظَّرُونَ ⑩

১০। আর আমরা যদি এ (রসূলকে) ফিরিশ্তা বানাতাম তবুও আমরা তাকে মানুষরূপেই বানাতাম। এরপরও তারা যে সন্দেহে পড়ে আছে আমরা সেই সন্দেহেই তাদেরকে রেখে দিতাম^{৮২৭}।

১১। আর তোমার পূর্বেও রসূলদের ঠাট্টাবিদ্রূপ করা হয়েছে।
১। (পরিণামে) তাদের মাঝে যারা এ (রসূলদের) সাথে ঠাট্টাবিদ্রূপ
১। করেছিল তাদেরকে তা-ই ঘিরে ফেললো যা নিয়ে তারা
৭। ঠাট্টাবিদ্রূপ করতো।

১২। তুমি বল, ‘‘তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ,
প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম কী হয়েছিল?’’

★ ১৩। তুমি বল ‘আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা আছে তা কার?’
বলে দাও, ‘আল্লাহরই’। তিনি ‘কৃপা করাকে’^{৮২৮} নিজের জন্য
অবধারিত করে নিয়েছেন। নিশ্চয় কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তিনি
যে তোমাদের একত্র করতে থাকবেন এতে কোন সন্দেহ নেই।
যারা নিজেদেরকে বিনাশ করেছে তারা স্মান আনবে না।

১৪। রাতে ও দিনে যা স্থিতি লাভ করে রয়েছে সব তাঁরই। আর
তিনি সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

১৫। তুমি বল, ‘আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আদিস্থষ্টা’^{৮২৯}
আল্লাহকে ছাড়া আমি কি অন্য কোন অভিভাবক গ্রহণ করতে
পারি?’ অথচ তিনি (সবার) ‘আহার যোগান এবং তাঁকে আহার
যোগানো হয় না। তুমি বল, ‘নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন
আমি সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী হই’। আর (আমাকে
আরো আদেশ দেয়া হয়েছে) তুমি কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত
হয়ো না।

দেখুন : ক. ২১:৪২; খ. ৩:১৩৮; ২২:৪৭; ২৭:৭০; গ. ৬:৫৫; ৭:১৫৭; ঘ. ৩:১০; ৮:৮৮; ৮:৮২৭; ঙ. ১২:১০২; ১৪:১১; ৩৫:২; ৩৯:৪৭
; চ. ২০:১৩৩; ৫:৪৪৮; ছ. ৬:১৬৮; ৩৯:১৩।

৮২৬। ‘ফিরিশ্তা অবতীর্ণ করতাম’ বাক্যটি অত্যাসন্ন ঐশ্বী-শাস্তির প্রতি নির্দেশ করে।

৮২৭। কাফিরদের পথ প্রদর্শনের জন্য ফিরিশ্তার আগমন হওয়া উচিত ছিল, এ আয়াতে এ দাবীর অন্তঃসারশূন্যতা তুলে ধরা হয়েছে।

৮২৮। আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তাআলার মালিকনাধীন। ঈমানের শক্তি ও তাঁরই মালিকনাধীন। আল্লাহর
পক্ষে তো দূরের কথা, কোন মানুষও তার নিজের শিল্পকর্ম ধ্বংস করা পছন্দ করে না। আল্লাহ কর্তৃণাময় এবং তিনি অবিশ্বাসীদেরকে
অবকাশ দিয়ে থাকেন যেন তারা অনুশোচনা করে এবং তাদের প্রতি করণা প্রদর্শন করা যায়।

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَ
لَلْبَشَنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلِبِّسُونَ ⑩

وَلَقَدْ اسْتَهْزَئَ بِرُسْلِيْ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ
بِالْذِيْنَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ
يَشْتَهِزُونَ ⑪

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ اتَّظْرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ⑫

قُلْ لَمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
قُلْ تَلِهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ
لَيَخْمَعَنُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ
فِيهِ وَالَّذِيْنَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا
يُؤْمِنُونَ ⑬

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْأَيْلِيلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑭

قُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَتَيْخُذُ وَلِيًّا فَإِنْ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا
يُطْعَمُ، قُلْ إِنِّي أَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوْلَى
مَنْ أَشْلَمَ وَلَا تَحْوَنَّ مِنْ
الْمُشْرِكِينَ ⑮

★ ১৬। তুমি বল, 'আমি আমার প্রভু-প্রতিপালকের অবাধ্যতা^{৮০} করলে নিশ্চয় 'আমি এক ভয়াবহ দিনের আয়াবের ভয় করি।'

১৭। যার কাছ থেকে এ (আয়াব) সেদিন সরিয়ে নেয়া হবে তার প্রতি নিশ্চয় তিনি দয়া করে থাকবেন। আর এটাই^{৮১} সুস্পষ্ট সফলতা।

★ ১৮। আর 'আল্লাহ' তোমাকে দুঃখকষ্টে ফেল্লে তিনি ছাড়া তা দূর করার আর কেউ নেই। আর তিনি তোমাকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করলে (সেক্ষেত্রে) তিনি প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

★ ১৯। আর 'তিনি তাঁর সৃষ্টির (অর্থাৎ মানবজাতির) ওপর প্রবল শক্তিধর^{৮২}'। আর তিনি পরম প্রজ্ঞাময় (ও) সর্বজ্ঞ।

★ ২০। তুমি বল, 'সাক্ষ্যরূপে কোন বিষয়টি সবচেয়ে বড়?' বল, 'আল্লাহই আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী'^{৮৩}। আর আমার প্রতি এ কুরআন ওহী করা হয়েছে যেন আমি এর মাধ্যমে তোমাদের এবং যার কাছে এ বাণী পৌছায় (তাকে) সতর্ক করি। তোমরা কি নিশ্চিতভাবে সাক্ষ্য দিছ, আল্লাহ ছাড়া আরো কোন উপাস্যও আছে? তুমি বল, 'আমি (এ) সাক্ষ্য দেই না।' বল, 'কেবল তিনিই হলেন এক-অদ্বিতীয় উপাস্য এবং তোমরা (তাঁর সাথে) যা শরীক কর নিশ্চয় আমি এ থেকে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত।'

২১। 'আমরা যাদেরকে এ কিতাব দিয়েছি তারা একে সেভাবেই চিনে যেভাবে তারা নিজ পুত্রদের চিনে'^{৮৪}। যারা [১৮] নিজেরাই নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তারাতো ঈমান আনবে না।

দেখুন : ক. ১০৪১৬; ৩৯১৪; খ. ১০৪১০৮; গ. ৬৪৬২; ঘ. ৪৪১৬৭; ১৩৪৪; ২৯৪৫৩; ঙ. ২৪১৪৭।

৮২৯। 'ফাতির' শব্দ যখন আল্লাহ তাআলার সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ হয় আদি-স্মষ্টা, উদ্গাতা অথবা নির্মাতা।

৮৩০। এ আয়াত আল্লাহ তাআলার প্রতি অবাধ্যতার বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক থাকার উদ্দেশ্যে জোরালোভাবে পরামর্শ দান করছে। নবী করীম (সা) কথনে আল্লাহর অবাধ্য হয়েছিলেন, এ আয়াতে তা কথনে বুঝায় না।

৮৩১। 'যালিক' শাস্তি সরিয়ে দেয়া অথবা 'রেহাই' করা এই দুই এর যে কোন একটির প্রতি ইঙ্গিত হতে পারে।

৮৩২। আল্লাহর 'আল কাহির' গুণবাচক নামটি এই তত্ত্বকে খ্বন করে, পদাৰ্থ ও আত্মা আল্লাহর সাথে সহ অবস্থান করে এবং এগুলো তাঁর দ্বারা সৃষ্টি হয়নি। এগুলোকে যদি আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি না করতেন তাহলে এগুলোকে দমন করা বা বশীভূত রাখার ক্ষমতা বা অধিকার তাঁর থাকতো না।

৮৩৩। আল্লাহ তাআলা তিনভাবে সাক্ষ্য বা প্রমাণ পেশ করেছেন—কুরআন মজীদ অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে প্রথম প্রমাণ, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রমাণ পরবর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখিত হয়েছে।

৮৩৪ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

قُلْ إِنَّمَا أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيمٍ^{১৪}

مَنْ يُضْرِفَ عَنْهُ يَوْمَ مَيْدَنٍ فَقَدَ رَحْمَةً
وَذَلِكَ الْفُورُ الْمُمِينُ^{১৫}

وَإِنْ يَمْسِكَ اللَّهُ بِصُرْرَفَ لَا كَاشِفَ
لَهُ لَا لَهُ وَإِنْ يَمْسِكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^{১৬}

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادَةِ وَهُوَ
الْحَكِيمُ الْغَيْرِ^{১৭}

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، قُلْ إِنَّمَا
شَهِيدٌ بَيْنَنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوْحِيَ لِيَ
هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَ كُمْ بِهِ وَمَنْ
بَلَغَ، أَئْتَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ
إِلَهٌ أُخْرَى، قُلْ لَا أَشْهُدُ، قُلْ إِنَّمَا
هُوَ إِلَهٌ وَّاَحِدٌ وَّلَا تَنْبِي بِرِيَّةٍ قَمَّا
تُشْرِكُونَ^{১৮}

أَلَّذِينَ أَتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ
كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَأَلَّذِينَ
خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ^{১৯}

২২। আর যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর নির্দেশনাবলী প্রত্যাখ্যান করে তাঁর চেয়ে বড় যালেম আর কে? নিশ্চয় যালেমরা কখনো সফল হয় না^{৮৩৫}।

وَمَنْ أَظْلَمُ مَمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
أَدْ كَذَبَ بِاِيْتِهِ دِرَانَهُ لَا يُفْلِحُ
الظَّالِمُونَ^(১)

২৩। আর ^শ (শ্বরণ কর) যেদিন আমরা তাদের সবাইকে একত্র করবো, এরপর যারা (আল্লাহর) শরীক করেছে আমরা তাদের বলবো, ‘তোমরা যাদেরকে (আমার শরীক বলে) দাবী করতে তোমাদের সেইসব শরীক কোথায় ^{৮৩৬}?’

وَيَوْمَ تَخْشُرُهُمْ جَمِيعًا شَمَّ نَقُولُ
لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِيْنَ شُرَكَاءُ كُمُ الْذِينَ
كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ^(২)

২৪। তখন এ কথা বলা ছাড়া তাদের আর কোন অজুহাত থাকবে না, ‘আমাদের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহর কসম! আমরা অংশীবাদী ছিলাম না^{৮৩৭}।’

شَمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ لَا لَآنَ قَالُوا
وَاللَّهُ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ^(৩)

★ ২৫। দেখ! কিভাবে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে। আর তারা ^শ যে মিথ্যা বানিয়ে বলতো তা তাদের কোন কাজে এল না।

أُنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى آنفُسِهِمْ وَ ضَلَّ
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ^(৪)

২৬। আর তাদের মাঝে এমন লোকও আছে ^শ যারা তোমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে বলে মনে হয়, অথচ ^শ আমরা তাদের হৃদয়ে এক (ধরনের) আবরণ এবং তাদের কানে বধিরতা (সৃষ্টি করেছি) যেন তারা তা বুঝতে না পারে। আর তারা সব ধরনের নির্দেশন দেখলেও তা বিশ্বাস করবে না। তারা এতটা (দু:সাহসী) যে তোমার কাছে এলে তারা তোমার সাথে বিতভো করে। যারা অঙ্গীকার করেছে তারা বলে, ‘এ (কুরআন) পূর্ববর্তীদের কেছাকাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।’

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَعِمُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَيْ
قُلُوبِهِمْ أَعْنَةً أَنْ يَقْفَهُهُ وَ فِي
أَذْانِهِمْ وَ قُرَاءَدِرَانِ يَرَوْا كُلَّ أَيَّةً لَا
يُؤْمِنُوا بِهَا هَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ
يُجَاهِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ
هَذَا لَا يَأْتِيُ الْأَوَّلِينَ^(৫)

দেখুন : ক. ৬৪৯৪; ৭৪৩৮; ১০৪১৮; ১১৪১৯; ৬১৪৮; খ. ১০৪৩৯; গ. ৭৪৫৪; ১১৪২২; ঘ. ১০৪৪৩; ১৭৪৪৮; ঙ. ১৭৪৪৭; ৪১৪৬।

৮৩৪। পূর্ববর্তী শ্রেণী গ্রস্তাবলী মহানবী (সা:) এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। তাই আহলে কিতাবের কাছে মহানবী (সা:) এর সত্ত্বাত অনঙ্গীকার্য (ইংরেজী বৃহৎ তফসীর দ্রষ্টব্য)। আল্লাহ তাআলার কোন নবী তাঁর দাবীর শুরুতেই পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করেন না। তাঁর প্রতি বিশ্বাস আনা বা তাঁর স্বীকৃতি দেয়া হয় তেমনিভাবে যেমন এক পিতা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে তার পুত্রের পুত্রভূত্বের স্বীকৃতি দেয়। অদৃশ্য অবস্থার উপরেই সৃষ্টি হয় বিশ্বাসের ভিত্তি।

৮৩৫। তৃতীয় প্রকারের প্রমাণ বা সাক্ষ্য মানবীয় যুক্তি-ভিত্তিক। প্রত্যেক সাধু বা সৎ ব্যক্তি স্বীকার করবেন যে কোন মানুষ যদি আল্লাহ তাআলার সাথে কথা বলার দাবী করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, সে কেবল তার জীবনকে অকৃতকার্যতার মাঝেই বিলাশ ধর্মের প্রতিবন্ধকতা বা গতি রোধ করার জন্য তাদের সকল প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যায়।

৮৩৬। তোমরা নিশ্চয়তার সাথে বলেছিলে, দাবী করেছিলে অথবা ঘোষণা দিয়েছিলে।

৮৩৭। পৌত্রলিকদের এ অঙ্গীকৃতি প্রকৃতই তাদের অসহায়ত্বের মাঝে অপরাধ স্বীকারের এক কাতরোক্তি এবং এটা আল্লাহ তাআলার অনুকম্পা আকর্ষণের এক ধরনের আবেদন।

২৭। আর তারা এ থেকে (অন্যদের) বারণ করে এবং (নিজেরাও) এ থেকে দূরে থাকে^{৩৮}। আর তারা কেবল নিজেদেরকেই ধৰ্ষণ করছে। কিন্তু তারা (তা) উপলব্ধি করে না।

২৮। আর তুমি যদি দেখতে পেতে আগন্তের সামনে যখন তাদের দাঁড় করানো হবে তখন 'তারা বলবে, 'হায়! আমাদেরকে যদি ফেরৎ পাঠানো হতো তবে আমরা আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের নির্দশনাবলী প্রত্যাখ্যান করতাম না এবং আমরা মুমিনদের অস্তর্ভুক্ত হতাম!'

২৯। প্রকৃতপক্ষে তারা পূর্বে যা গোপন করতো তা (এখন) তাদের কাছে প্রকাশিত হয়ে গেছে^{৩৯}। আর তাদের যদি ফেরত পাঠিয়েও দেয়া হতো তবু তারা তা-ই করে বেঢ়াতো যা করতে তাদের বারণ করা হয়েছিল। আর নিশ্চয় তারা মিথ্যবাদী।

৩০। আর তারা বলে, 'আমাদের এ পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন (জীবন) নেই। আর আমরা কখনো পুনরুত্থিত হব না'।

৩১। আর তুমি যদি দেখতে পেতে তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সামনে যখন তাদের দাঁড় করানো হবে এবং 'তিনি (তাদের) জিজেস করবেন, 'এ (পরকাল) কি সত্য নয়?' তারা বলবে, 'কেন নয়! আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কসম (এটা সত্য)'। তিনি বলবেন, 'অতএব তোমাদের (ক্রমাগত) অস্থীকারের দরুন তোমরা আয়াব ভোগ কর।'

৩২। 'যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের (বিষয়টি) প্রত্যাখ্যান করেছে তারা পরিশেষে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অকস্মাত তাদের ওপর যখন প্রতিশ্রূত মুহূর্ত আসবে তখন তারা বলবে, 'হায়! আমরা এ (মুহূর্ত) সম্বন্ধে যে অবহেলা করেছিলাম এর জন্য আক্ষেপ।' আর (তখন) তারা নিজেদের বোঝা নিজেদের পিঠে বহন করবে^{৪০}। শুন! তারা যা বহন করবে তা অতি মন্দ।

দেখন : ক. ৪৬:৩৫; খ. ২:১৬৮; ২৩:১০০-১০১; ২৬:১০৩; ২৯:৫৯; গ. ২৩:৩৮; ৪৪:৩৬; ৪৫:২৫; ঘ. ৪৬:৩৫; ঙ. ১০:৪৬; চ. ২:১৬২।

৮৩৮। এ আয়াত পবিত্র কুরআনের প্রভাবশালী শক্তির এক জোরালো প্রমাণ।

৮৩৯। 'তা (এখন) তাদের কাছে প্রকাশিত হয়ে গেছে' আয়াতের এ কথাগুলো এটাই ব্যক্ত করে, আল্লাহ তাআলার নবীগণের শক্রদের অস্তরেও ঐশী-প্রেরিতগণের সত্যতা সম্বন্ধে এক প্রকার সচেতনতা বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তাদের গৌড়ামী এবং একগুরেয়ে দ্বারা তারা এই মনোভাব চেপে রাখে। শেষ বিচার দিবসে তাদের মনের অস্তরিত অবস্থা, যা তারা ইহজীবনে লুকায়িত রাখার চেষ্টা করেছিল স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবে এবং আল্লাহ তাআলার নবীর সত্যতা সম্বন্ধে তাদের হৃদয়ে যে সুপ্ত চেতনা ছিল তা তখন স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হবে।

وَهُمْ يَنْهَا نَعْنَهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَ
إِنْ يُمْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا
يَشْرُوْنَ ④

وَلَوْ تَرَى إِذْ دُقْفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا
يَلَيْسَتَنَا نَبْرَدُ وَلَا نَكْبَبُ إِلَيْتَ رَتْنَاهُ
تَكْبُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ⑤

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفِونَ مِنْ
قَبْلِهِ وَلَوْرُدُوا لَعَادُوا لِمَا نَهَمُوا عَنْهُ
وَلَا نَهَمُ لَكُذْبُونَ ⑥

وَقَالُوا إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَا ثَنَانًا لَذَّنِيَا وَمَا
نَحْنُ بِمَبْعُوشِينَ ⑦

وَلَوْ تَرَى إِذْ دُقْفُوا عَلَى رَتْبَهُمْ قَالَ
أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَتَنَاهُ
قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ
تَكْفُرُونَ ⑧

قَدْ خَسِرَ الْجِئْنَ كَذْبُوا بِلِقَاءَ اللَّهِ
حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا
يَحْسِرُونَا عَلَى مَا فَرَّطُوا فِيهَا لَوْهُمْ
يَخْمِلُونَ أَوْزَارُهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ لَا
سَاءَ مَا يَزِدُونَ ⑨

৩৩। আর ^কপার্থিব জীবন শুধুই এক খেলাতামাশা ও আমোদসূর্তি বিশেষ। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য নিশ্চয় ^শপরকালের আবাস উত্তম। অতএব তোমরা কি বিবেকবুদ্ধি খাটাবে না?

৩৪। আমরা অবশ্যই জানি, তারা "যা বলে তা নিশ্চয় তোমাকে পীড়া দেয়। কেননা তারা শুধু তোমাকেই প্রত্যাখ্যান করে না, বরং যালিমরা আল্লাহর নির্দশনাবলীই অঙ্গীকার করে^{৮১}।

৩৫। আর নিশ্চয় তোমার পূর্বে^{৮২} রসূলদেরকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করা এবং কষ্ট দেয়া সত্ত্বেও তারা ধৈর্য ধরেছিল। পরিশেষে তাদের কাছে ^শআমাদের সাহায্য এসে গেল। আর ^শআল্লাহর কথার^{৮৩} পরিবর্তনকারী কেউ নেই। আর নিশ্চয় তোমার কাছে রসূলদের সংবাদ এসে গেছে।

৩৬। আর তাদের উপেক্ষা যদি তোমার কাছে অসহনীয় হয়ে থাকে তাহলে তোমার সাধ্য থাকলে তুমি পৃথিবীতে কোন সুড়ঙ্গ^{৮৪} অথবা আকাশে কোন সিঁড়ি অনুসন্ধান করে নাও এবং (এর মাধ্যমে) তাদের কাছে কোন নির্দশন এনে দিতে পারলে (এমনটি করে দেখে নাও)। আর ^শআল্লাহ চাইলে তিনি ক্ষেত্রে অবশ্যই তাদের সঠিক পথে একত্র করতেন। অতএব তুমি কখনো অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

দেখুন : ক. ২৯৫৬৫; ৪৭৫৩৭; ৫৭৫২১; খ. ৭৫১৭০; ১২৪১১০; গ. ১৫৫৯৮; ঘ. ২৪২১৫; ৪০৫২; ঙ. ৬৪১১৬; চ. ৫৪৪৯; ৬৪১৫০; ১১৪১১৯; ১৩৪৩২; ১৬৪১০।

৮৪০। এ আয়াতের মর্ম হচ্ছে, তাদের বোৱা অত্যন্ত ভারী হবে।

৮৪১। হ্যরত রসূলে করীম (সাঃ) মানবীয় দয়া-মায়ায় ভরপুর ছিলেন। কাফিররা তাঁর সম্পর্কে কি বলতো সে বিষয়ে তিনি মোটেই বিচলিত হতেন না। অবিশ্বাসীরা তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করতো। সেজন্যও তিনি ব্যথিত হতেন না, বরং আল্লাহ তাআলার নির্দশনকে প্রত্যাখ্যান করে তারা নিজেদের প্রতি ঐশী-করণের দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছিল, এ কারণে তিনি বেদনাহত ছিলেন।

৮৪২। আল্লাহ তাআলা নবী করীম (সাঃ) কে সান্ত্বনা এবং প্রবেশ দেয়ার জন্য এ কথাগুলো দ্বারা ভালবাসাপূর্ণ সম্মোধন করেছেন। তাঁকে বলা হয়েছে, তাঁর পূর্বে আগত নবী-রসূলগণকেও প্রত্যাখ্যান, অবজ্ঞা এবং ঠাট্টা-বিন্দুপ করা হয়েছিল।

৮৪৩। আল্লাহর নবীগণের জন্য আল্লাহর সাহায্য এসে থাকে এবং তাঁদের শক্তিদের জন্য আসে দুঃখ-দুর্দশা। এ ঐশী-নিয়ম অপরিবর্তনীয়।

৮৪৪। পৃথিবীতে কোন সুড়ঙ্গ অব্যবেশন করার মর্ম হচ্ছে পার্থিব উপকরণ ব্যবহার করা, অর্থাৎ সত্যের প্রচার ও প্রসার করা এবং আকাশে কোন সিঁড়ি অনুসন্ধান করার তাৎপর্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক উপায় ব্যবহার, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা যাতে তিনি অবিশ্বাসীদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, ইত্যাদি। আল্লাহর নিকট দোয়াই প্রকৃত পক্ষে ঐশী-নেকট্য লাভের মাধ্যম বা সিঁড়ি। মহানবী (সাঃ)কে উভয় উপকরণ ব্যবহারের কথাই বলা হয়েছে। ২৪২৭৪ আয়াতের 'জাহিল' শব্দ দ্বারা 'যে জানে না' বা 'যে অপরিচিত' তাকে বুঝায়। নবী

وَمَا الْجِيَوَةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَّ كَهْوَةٌ
وَكَذَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلّذِينَ يَتَّقُونَ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ^(১)

قَدْ نَعْلَمْ رَأْئَةً لَّيَحْرُثُكَ الَّذِي يَقُولُونَ
فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلِكَنَ الظَّلِيمِينَ
يُأْيِتُ اللَّهُ يَجْعَلُهُمْ^(২)

وَلَقَدْ كُذِّبَ شُرُّسْلُ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا
عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَ أُوذُوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ
نَصْرٌ نَّاجَ وَ لَا مُبَيْلٌ لِّكَلِمَتِ اللَّهِ وَ
لَقَدْ جَاءَكَ مِنْ تَبَّائِ الْمُرْسَلِينَ^(৩)

وَإِنَّ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِغْرَاصُهُمْ فَإِنَّ
إِشْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ
سَلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيهِمْ بِأَيْتَهُ وَ لَكُونَ
شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا
يَكُونُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ^(৪)

★ ৩৭। যারা মনযোগ দিয়ে কথা শুনে কেবল তারাই (প্রশ্নী আহ্বানে) নিষ্ঠার সাথে সাড়া দেয়। আর আল্লাহ মৃতদের^{৮৪৪-ক} পুনরুত্থিত^{৮৪৫} করবেন। এরপর তারাই দিকে তাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।

৩৮। আর তারা বলে, ‘তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার প্রতি কোন বড় নির্দশন কেন অবর্তীর্ণ করা হয়নি?’ তুমি বল, ‘নিশ্চয় আল্লাহ বড় নির্দশন অবর্তীর্ণ করতে সক্ষম। কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না’।

৩৯। আর ^ষপৃথিবীতে যত বিচরণশীল প্রাণী আছে এবং নিজেদের দুই ডানা মেলে উড়ে বেড়ানো যত পাখি আছে তারাও তোমাদেরই মত প্রজাতি^{৮৪৬}। ^ষআমরা এ কিভাবে কোন বিষয়ই বাদ দেইনি। এরপর তাদের প্রভু-প্রতিপালকের দিকে তাদের একত্র করা হবে।

★ ৪০। আর ^ষযারা আমাদের নির্দশনাবলী প্রত্যাখ্যান করেছে তারা ঘোর অঙ্গকারে নিমজ্জিত বধির ও বোবা। আল্লাহ যাকে চান তাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন এবং যাকে চান তাকে সরলসুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেন।

★ ৪১। তুমি বল, ‘তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমাদের ওপর যদি ^ষআল্লাহর আয়ার নেমে আসে অথবা প্রতিশ্রুত মুহূর্ত^{৮৪৭} এসে পড়ে তখন আল্লাহ ছাড়া তোমরা কি আর কাউকে ডাকবে?’ (জবাব দাও,) তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাক।

দেখুন : ক. ১০৪২১; ২৯৪৫১; খ. ১১৪৭, ৫৭; গ. ১৬৪৯০; ঘ. ২৪১৯, ১৭২; ২৭৪৮১-৮২; ৩০৪৫৩-৫৪; ঙ. ৬; ৪৮; ১২৪১০৮, ৪৩; ৬৭,

করীম (সাঃ)কে এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলার বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ না থাকার জন্য উপদেশ দেয়া হয়েছে। এ আয়াত রসূলে আকরম (সাঃ) এর উম্মতের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য তাঁর গভীর উদ্দেগ এবং উৎকর্ষার ব্যাপারেও আলোকপাত করেছে। তিনি তাদেরকে নির্দশন দেখাবার জন্য যে কোন অবস্থার মোকাবেলা করতে প্রস্তুত ছিলেন, এমন কি পৃথিবীতে সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে সিঁড়ি অবৈষণ করতে হলেও তা-ই করতেন।

৮৪৪-ক। কুরআনে ‘মাউতা’ শব্দ সত্য- বংশিতদের জন্যেও ব্যবহৃত হয়েছে।

৮৪৫। এ আয়াতে ‘দু’ প্রকার লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে : (ক) যারা অস্তরে সৎ, মনযোগ সহকারে শুনে এবং শুনা মাত্রাই সত্যকে গ্রহণ করে এবং (খ) যারা গ্রচন্ন শক্তি থাকা সত্ত্বেও মৃতবৎ, কিন্তু আধ্যাত্মিক পুনর্জীবনের যোগ্যতাসম্পন্ন, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নির্দশন দ্বারা প্রাণবন্ত করে তুলবেন। এরপর তারাও শ্রবণ করবে এবং ইসলাম গ্রহণ করবে।

৮৪৬। এমনকি পাখিরা এবং পিংপড়ার মত প্রাণীরাও আবহাওয়ার পরিবর্তনে বুঝতে পারে যে বড় আসন্ন এবং কুকুরের মত পশুরাও তাদের মনিবের আদেশ বুঝতে পারে, এ আয়াত তা নির্দেশ করছে। কিন্তু নির্বোধ অবিশ্বাসীরা ‘দেয়ালের লিখন’ দেখতে পায় না এবং তারা বুঝতে পারে না, নবী আকরম (সাঃ)কে প্রত্যাখ্যান করে তারা আল্লাহ তাআলার অস্ত্রুষ্টি ডেকে আনছে। তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে, তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং অবশ্যই তাদেরকে জবাব দিতে হবে। এ আয়াত আরো দু’প্রকার মানুষের প্রতি ইংগিত করছে : (ক) যারা পশুর ন্যায় কেবল দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট এবং জীবন-ভর তারা দৈহিক কামনা-বাসনাকে পরিত্বষ্ট করতে মগ্ন, (ক) পাখির ন্যায় যারা আধ্যাত্মিক মার্গে উড়তে থাকে। উচ্চ পদমর্যাদার আধ্যাত্মিক ব্যক্তিগণকে কুরআনে (৩৪৫০) পাখির সাথে তুলনা করা হয়েছে।

৮৪৭। ‘প্রতিশ্রুত মুহূর্ত’ কথাটি ইসলামে চূড়ান্ত বিজয়, অথবা (ইসলামবিরোধী শক্তির) পতনের সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করছে।

رَأَتِمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ
الْمَوْتَيْ بِيَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ
يُرْجِحُونَ ﴿٢﴾

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْنَا آيَةً مِّنْ رَّبِّنَا
قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَ
لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٌ
يَطِيرُ بِعَنَّا حَيْثِيْ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْتَكَلُوكُمْ
مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ إِلَى
رَبِّهِمْ يُعْشِرُونَ ﴿٣﴾

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِمَا يَتَبَّعُنَا صَمَدٌ وَّبَخْمٌ فِي
الظُّلْمِمِتِ مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَنْ
يَشَاءُ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿٤﴾

فُلَّأَرَءَ يَتَكَمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابٌ مِّنْ اللَّهِ أَوْ
أَتَكُمْ السَّاعَةُ أَعْيَرَا لَهُ تَذَعُونَ إِنْ
كُنْتُمْ ضَرِيقِينَ ﴿٥﴾

- ৪২। (না,) বরং তোমরা কেবল তাঁকেই ডাকবে। তিনি যদি
চান তবে যে (বিপদ দূর করে দেয়ার) জন্য তোমরা (তাঁকে)
[১১] ডাক তিনি তা দূর করে দিবেন এবং তোমরা (তাঁর সাথে)
১০ যাকে শরীক করতে তাকে তোমরা ভুলে যাবে^{৪৪}।

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ
إِلَيْهِ رَأْنَ شَاءَ وَتَنْسُونَ مَا تُشْرِكُونَ ۝

৪৩। আর নিচয় আমরা তোমার পূর্ববর্তী জাতিদের কাছে
(রসূল) পাঠিয়েছিলাম। *পরবর্তীতে আমরা (কখনো)
অভাবঅন্টন এবং (কখনো) বিপদআপদে^{৪৫} তাদের (অর্থাৎ
অঙ্গীকারকারীদের) জর্জরিত করেছিলাম যেন তারা বিনয়
অবলম্বন করে।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَّهٖ مِنْ قَبْلِكَ
فَاخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ
يَتَضَرَّعُونَ ۝

৪৪। অতএব তাদের ওপর যখন আমাদের শাস্তি নেমে এল
তখন কেন^{৪০} তারা সকাতরে বিনত হলো না? বরং *তাদের
হৃদয় কঠিন হয়ে গিয়েছিল এবং তারা যা করতো *শয়তান
তাদেরকে তা সুন্দর করে দেখিয়েছিল।

فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بِآسْنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ
فَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَرَبِّيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

৪৫। অতএব *যে জোরালো উপদেশ তাদের দেয়া হয়েছিল
তারা যখন তা ভুলে গেল তখন আমরা তাদের জন্য সব কিছুর
দুয়ার খুলে দিলাম। অবশেষে যা তাদের দেয়া হয়েছিল তাতে
তারা যখন অহংকারী হয়ে গেল তখন আমরা *অকস্মাত তাদের
ধরে ফেললাম। তখন দেখ! তারা একেবারে নিরাশ হয়ে
পড়লো।

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكْرُوا يِهِ فَتَخَنَّا
عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا
فِرَحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا
هُمْ مُمْبَلِسُونَ ۝

দেখুন : ক. ৭১১৫; খ. ২১৭৫; ৫৭১৭; গ. ৬১১২৩; ৮১৪৯; ১৬১৬৪; ২৯১৩৯; ঘ. ৫১১৪; ৭১১৬৬; ঙ. ৭১৯৬; ৩১১৫৬।

৪৪৮। 'তোমরা (তাঁর সাথে) যাকে শরীক করতে তাকে তোমরা ভুলে যাবে' এ কথা মক্কা-বিজয়ের দিনে আক্ষরিকভাবে পূর্ণ হয়েছিল।
সে দিন মক্কাবাসী তাদের দেবতা বা মূর্তিগুলোর প্রতি সকল বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল যেমন আবু সুফিয়ান, তার স্ত্রী হিন্দা এবং অন্যান্যরা
অকপটে নবী করীম (সাঃ) এর উপস্থিতিতে তা স্বীকার করেছিল। শেষ পর্যন্ত আরব দেশ থেকে পৌত্রিকতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে
গিয়েছিল।

৪৪৯। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে সাধারণভাবে ঐশ্বী-শাস্তি সহস্রে বলা হয়েছে। এ আয়াতেই দু' ধরনের শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে।

৪৫০। 'লাওলা' (এমনটি কেন হলো না) শব্দদ্বয় শুধু প্রশ়্নবোধক রূপেই এখানে ব্যবহার করা হয়নি, বরং সহানুভূতি প্রকাশার্থে ব্যবহৃত
হয়েছে। অতএব এ আয়াতের মর্ম হলো, আল্লাহ তাআলার নিকট তাদের অবশ্যই বিনয়াবন্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দৃঃখের বিষয়,
তারা তা হয়নি।

★ ৪৬। *অতএব অত্যাচারী জাতির মূলোচ্ছেদ করে দেয়া^(১) হলো। আর সব প্রশংসা বিশ্বগজতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহরই।

৪৭। তুমি বল, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, *আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের অস্তরে মোহর মেরে দেন তাহলে আল্লাহ ছাড়া কোন সে উপাস্য রয়েছে, যে তোমাদের এ (হারানো শক্তি) তোমাদের (ফিরিয়ে) দিতে পারে?' দেখ, আমরা কিরণে আয়াতসমূহকে বার বার বিভিন্ন আঙিকে বর্ণনা করি। তবুও তারা মুখ ফিরিয়ে রাখে।

৪৮। তুমি বল, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ, *তোমাদের ওপর যদি আল্লাহর আযাব অকস্মাত বা প্রকাশ্যভাবে নেমে আসে তাহলে যালেম লোক ছাড়া আর কাউকে কি ধ্রংস করা হবে?'

৪৯। আর *আমরা রসূলদেরকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সর্তর্কারী রূপেই পাঠিয়ে থাকি। *সুতরাং যারা ঈমান আনে এবং (নিজেদেরকে) শুধরে নেয় তাদের কোন ভয় নেই। আর তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।

★ ৫০। আর *যারা আমাদের নির্দশনাবলী প্রত্যাখ্যান করে তাদের অবাধ্যতার দরং তাদের ওপর আযাব অবশ্যই নেমে আসবে।

৫১। তুমি বলে দাও, "আমি তোমাদের একথা বলি না, *আমার কাছে আল্লাহর ধনভান্তর রয়েছে" এবং একথাও (বলি) না, 'আমি অদৃশ্যের জ্ঞান রাখি'। আর *আমি তোমাদের এ কথাও বলি না, 'আমি একজন ফিরিশ্তা'। আমার প্রতি যা ওহী করা হয় আমি কেবল এরই অনুসরণ করি। তুমি বল, 'অক্ষ ও চক্ষুস্থান কি সমান হতে পারে?' তবুও কি তোমরা ভেবে দেখ না?"

فَقُطْعَةً دَأِبُّ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمَعَكُمْ وَ
آبَصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنِ إِنَّهُ
غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِي شُكُمْ بِهِ مَا أُنْظَرَ كَيْفَ
نُصَرِّفُ الْأَلْيَتِ شَمَّ هُمْ يَضْرِفُونَ

قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ آتَنَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ
بَعْثَةً أَوْ جَهَرًا هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ
الظَّلَمُونَ

وَمَا نُرِسِّلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَ
مُنذِرِينَ فَمَنْ أَمَنَ وَآصْلَحَ فَلَا حَوْفَ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِإِيمَانِنَا يَمْسِهُمُ الْعَذَابُ
بِمَا كَانُوا يَفْسُدُونَ

قُلْ لَا أَقُولُ كُمْ عِنْدِي خَرَائِنَ اللَّهِ وَلَا
أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلِكٌ
إِنْ أَتَيْتُمْ لِلَّهِ مَا يُؤْخَذُ إِلَيَّ وَقُلْ هَلْ
يَشْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ مَا فَلَّ
تَتَفَكَّرُونَ

দেখুন : ক. ৭৪৭৩; ১৫৪৬৭; খ. ২৪৮; ১৬৪১০৯; ৪৫৪২৪; গ. ৬৪৪১; ১০৪৫১; ১২৪১০৮; ৪৩৪৬৭; ঘ. ৪৪১৬৬; ৫৪২০; ১৮৪৫৭; ঙ. ৫৪৭০;
৭৪৩৬; চ. ৩৪১২; ৫৪১১; ৭৪৩৭, ৭৩; ১০৪৭৪; ২২৪৫৮; ছ. ১১৪৩২; জ. ১০৪১৬; ৪৬৪১০।

৮৫১। 'দাবেরুন' অর্থ কোন জাতির সর্বশেষ ধ্রংসাবশেষ বা চিহ্ন, মূল, বংশ, গোত্র বা জাতি ইত্যাদি। 'কুতিয়া দাবিরুল্ল কাওম' এর অর্থ : (১) জাতির শেষ লোকটিকেও শেষ করে দেয়া হলো, (২) জাতির নেতৃবৃন্দকে শেষ করে দেয়া হলো যেমন, বৃক্ষকে তার মূল থেকে কেটে ফেলা হয় এবং (৩) নেতাদের অনুসারীদেরকে কর্তন বা বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হলো অর্থাৎ নেতারা তাদের রাজনৈতিক শক্তি থেকে বিপ্রিত হলো, কারণ অনুসারী বা সমর্থকদের শক্তির ওপরেই নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক শক্তি নির্ভর করে।

৫২। আর তুমি এ (কুরআন) দিয়ে তাদের সতর্ক কর, যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের দিকে তাদের একত্র করা হবে বলে ভয় করে। এ (কুরআন) ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না। (তুমি এজন্যে সতর্ক কর) যেন তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

৫৩। আর যারা নিজেদের প্রভু-প্রতিপালককে ক্ষত্র সন্তুষ্টি^{৮২} অর্জনের জন্য সকাল-সন্ধ্যায় তাকে তাদের খুঁতুমি তাড়িয়ে দিও না। তোমার ওপর তাদের হিসাবের কোন দায়দায়িত্ব নেই এবং তাদের ওপরও তোমার হিসাবের কোন দায়দায়িত্ব নেই। কাজেই তুমি তাদের তাড়িয়ে দিলে তুমি যালিমদের একজন হয়ে যাবে।

৫৪। আর আমরা তাদের এক দলকে অন্য দল দিয়ে এভাবে পরীক্ষা করি যাতে (পরীক্ষায় ফেলে দেয়া লোকেরা) বলে, আল্লাহ কি আমাদের মাঝে থেকে এসব (নিকৃষ্ট) লোকের^{৮৩} প্রতিই অনুগ্রহ করেছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞ বান্দাদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত নন?

৫৫। আর যারা আমাদের আয়াতসমূহে ঈমান আনে তারা যখন তোমার কাছে আসে তখন (তাদের) বল, 'তোমাদের ওপর শান্তি (বর্ষিত) হোক! তোমাদের খুঁতুমি-প্রভু-প্রতিপালক (তোমাদের প্রতি) কৃপা করাকে নিজের জন্য কর্তব্য বলে স্থির করে নিয়েছেন। এর ফলে তোমাদের যে-ই অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে, এরপর তওবা করে এবং (নিজেকে) শুধরে নেয় (সে যেন মনে রাখে) নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।'

৫৬। আর এভাবেই আমরা আয়াতসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা দেই (যাতে সত্য প্রকাশিত হয়) এবং যাতে অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

৮৫২। 'ওয়াবল্হন' অর্থ সন্তুষ্টি, চেহারা, সত্তা (২:১১৩)।

৮৫৩। সাধারণত মুমিনদের মাঝে গরীব বেশি হওয়ায় সমাজের সম্পদশালী লোকদের জন্য নৃতন ঐশ্বী-বাণী গ্রহণ করার পথে একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُعْشَرُوا
إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا
شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ^①

وَكَلَّا تَطْرُدُ الَّذِينَ يَذْعُونَ رَبَّهُمْ
بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُهُ مَا
عَلَيْكَ مِنْ حِسَابٍ هُمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ
حِسَابٍ كَعَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدُ هُمْ
فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ^②

وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِتَقُولُوا
آهُؤُلَاءِ مَنْ أَنْتُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنَنَا أَلَيْسَ
اللَّهُ بِأَعْلَمُ بِالشَّكِيرِينَ^③

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا يَتَنَزَّلُ
سَلْمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ
الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِثْكُمْ سُوءً
يُجَاهَ الْأَيَّلَةَ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ
عَفُوهٌ رَّحِيمٌ^④

وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ وَلِتَسْتَبِّنَ سَيِّنُ
الْمُجْرِمِينَ^⑤

★ ৫৭। তুমি বল, 'আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ডাক, তাদের ইবাদত করতে নিশ্চয় আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।' তুমি বল, 'আমি তোমাদের হীন বাসনার অনুসরণ করবো না। (তা করলে) আমি তৎক্ষণাত্বে বিপথগামী হয়ে যাব এবং আমি হেদায়াতপ্রাপ্তদের একজন বলে গণ্য হব না।'

৫৮। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমি আমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট যুক্তিপ্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত, অথচ তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করে বসেছ। তোমরা যে বিষয়ে তাড়াহুড়ো করছ তা (ঘটানোর) ক্ষমতা আমার নেই।' সব সিদ্ধান্ত কেবল আল্লাহরই হাতে। তিনি সত্য বর্ণনা করেন। আর তিনি সর্বোত্তম মীমাংসাকারী।'

৫৯। তুমি বল, 'যে বিষয়ে তোমরা তাড়াহুড়ো করছ তা (ঘটানোর) ক্ষমতা আমার হাতে থাকলে আমার ও তোমাদের মাঝে (কবেই) মীমাংসা হয়ে যেত। আর আল্লাহ যালেমদের সবচেয়ে বেশি জানেন।

৬০। আর অদৃশ্যের বিষয়াবলীর চাবি তাঁরই হাতে। তিনি ছাড়া কেউ তা জানে না। আর জলেস্থলে যা আছে তিনি তা জানেন। আর তাঁর অঙ্গাতে একটি পাতাও পড়ে না। আর মাটির গভীর আঁধারে লুকানো প্রতিটি শস্য বীজ, প্রতিটি সজীব ও শুক্র বস্তুর (বর্ণনা) একটি সুস্পষ্ট কিতাবে^{৪8} (সংরক্ষিত) রয়েছে।

قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الْجِنَّةَ تَذَعُونَ
مِنْ دُونِ إِلَهٍ قُلْ لَا أَتَبِعُ أَهْوَاءَ كُمْهٌ
فَذَلِكُلُّتُ رَادًا وَمَا آتَانِي مِنَ الْمُهَمَّةِينَ^{৪৮}

قُلْ إِنِّي عَلَى بَيْسَنَةٍ مِنْ رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ
مَا عَنِّي مَا تَشْتَعِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمَ لِأَنَّ
رِبِّي شَهِدٌ يَقْصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ^{৪৯}

قُلْ لَوْاْنَ عِنْدِي مَا تَشْتَعِلُونَ بِهِ لَقْنِي
الْأَمْرُ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ
بِالظَّالِمِيْنَ^{৫০}

وَعِنْدَهَا مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَشْقُطُ
مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي
ضُلُّمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَأْسِ
إِلَّا فِي كِتْبٍ مُّبِيْنِ^{৫১}

দেখুন : ক. ৫৫৫০; ৪২৪১৬; খ. ১১৪৬৪; ১২৪১০৯; গ. ১২৪৪১, ৬৮; ঘ. ৬৪৯; ১০৪১২।

৮৫৪। বর্তমান এবং পরবর্তী আয়াত নীতি নির্ধারণ করছে যে কাফিরদের আহ্বান অনুযায়ী তাদেরকে শাস্তি দেয়ার বিষয়টি নবী করীম (সাঃ) এর হাতে ছেড়ে দেয়া হয়নি। তা-ই যদি হতো তবে বহু পূর্বেই তারা তাদের প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করতো এবং তখন সম্ভবত হয়েরত উমর ও খালেদ (রাঃ) যাঁরা তখনো ইসলামের শক্তি ছিলেন এবং যাঁরা পরবর্তীকালে ইসলামের শক্তিকে সংঘবদ্ধ ও সম্প্রসারিত করার জন্য নেতৃত্ব দেয়ার পূর্বনির্ধারিত সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন— তারা ঈমান আনার পূর্বেই মৃত্যবরণ করতেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান বলে শাস্তি প্রদানে ধীর এবং তিনি মানব-হৃদয়ের অন্তস্তলের ক্রিয়া সম্পর্কে সর্বজ্ঞ হওয়ায় তিনিই ভাল জানেন কাকে কখন শাস্তি দিবেন। কি পরিমাণ ক্ষেত্র অথবা স্বাচ্ছন্দ্য মানুষের কর্মকে প্রভাবিত করে থাকে একমাত্র তিনিই জ্ঞাত। মানবকৃত সৎকর্মসমূহ অন্যান্য কার্যের দ্বারা নিষ্ফল বা রদ করে দেয়া হয় কিনা তা কেবল আল্লাহই জানেন। মানুষের অন্তরে নিহিত সদগুণাবলীর বীজ সম্পর্কে জ্ঞান একমাত্র তাঁরই আছে এবং এ বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বৃদ্ধি পাবে কিনা এবং শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ফুল-ফলে সুশোভিত হবে কিনা তা শুধু তাঁরই জানা আছে। তিনিই কেবল বলতে পারেন, বাহ্য দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি 'শুক্র এবং আধ্যাত্মিক জীবনশূন্য,' ঐশী-বারিধারা বা রহমত বর্ষিত হলে সে 'সবুজ' তথা জীবন্ত হয়ে উঠে বে কিনা, অথবা যে 'মৃত' সে পুনর্জীবন লাভে সফল হবে কিনা। সংক্ষেপে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সকল বস্তু এবং সকল অবস্থা এবং সকল সম্ভাব্য ও অব্যক্তভাব বা সুষ্ঠু বৃত্তি বা শক্তি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। সুতরাং একমাত্র তিনিই বলতে পারেন, কে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য এবং কে নয়।

[৫]
১৩

৬১। আর ‘তিনিই’ রাতের বেলা (ঘুম রূপে) তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিনের বেলায়^{৮০০} তোমরা যা করেছ তা তিনি জানেন। এরপর তিনিই এতে (অর্থাৎ দিনের বেলায়) তোমাদের পুনরুত্থিত করে থাকেন যেন (তোমাদের) নির্ধারিত মেয়াদ^{৮০১} পূর্ণ হয়। এরপর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তিনি সে বিষয়ে তোমাদের জানাবেন।

৬২। আর ‘তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর প্রবল শক্তিধর^{৮০২}। আর ‘তিনি তোমাদের জন্য সুরক্ষাকারী (পর্যবেক্ষক) পাঠান। অবশ্যে তোমাদের কারো মৃত্যু ঘনিয়ে এলে আমাদের প্রেরিত (ফিরিশ্তারা) তার মৃত্যু ঘটায়। আর তারা আদেশ পালনে কোন ত্রুটি করে না।

৬৩। এরপর তাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহর দিকে তাদের ফিরিয়ে নেয়া হয়। শুন! সর্বময় ক্ষমতা কেবল তাঁরই এবং হিসাব গ্রহণকারীদের মাঝে তিনি সবচেয়ে দ্রুত।

৬৪। তুমি বল, ‘জল ও স্থলের ঘোর অঙ্ককার^{৮০৩} থেকে কে তোমাদের উদ্ধার করে থাকেন যখন তোমরা তাঁকে সকাতরে ও নিভৃতে (এই বলে) ডাকতে থাক, ‘তিনি যদি এ (বিপদ) থেকে আমাদের উদ্ধার করেন তাহলে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব?’

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ شَمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضِي أَجَلَ مُسَمًّى شَمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ شَمَّ يُنَيِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦﴾

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادَةِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ تَوْفِّهُ رُسْلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٧﴾

شَمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، أَلَا هُوَ الْحُكْمُ شَوْهُدٌ وَهُوَ أَشَرَّ الْحَاسِبِينَ

قُلْ مَنْ يُنَجِّيْكُمْ مِنْ ظُلْمِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَنَا مِنْ هَذِهِ لَنْكُونَنَّ مِنَ الشَّكِّرِينَ ﴿٨﴾

দেখুন : ক. ৩৯:৪৩; খ. ৬৪১; ১৩:১৭; গ. ১৩:১২; ৮২:১১; ঘ. ১০:২৩; ১৭:৬৮; ২৯:৬৬; ৩১:৩৩।

৮৫৫। রাত্রিকালে মানুষের অবস্থা এবং দিনের বেলায় তার ক্রিয়া-কর্ম একমাত্র আল্লাহই জানেন এবং সময় তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। অতএব শুধু তিনিই জানেন সৎ এবং অসৎ এর প্রকৃত চরিত্র। সুতরাং তিনি শান্তি দিতে সক্ষম।

৮৫৬। মানুষের জন্য সময় থেকে তাকে যে সকল প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং যার সম্বৰহার বা অপব্যবহার দ্বারা আয় বৰ্দ্ধিত বা সঙ্কুচিত হয় এখানে নির্ধারিত মেয়াদ বলতে সেই নির্ধারিত কালকেই বুঝানো হয়েছে। এখানে আল্লাহ তাআলার চিরস্তন জ্ঞান সম্পর্কে কিছু বলা হয়েন।

৮৫৭। আল্লাহ তাআলাই কেন শান্তি প্রদানের অধিকারী, এ আয়াতে এর আরো যুক্তি দেয়া হয়েছে। তিনি ‘কাহ্হার’ অর্থাৎ সকলের উপর শক্তিধর ও প্রবল। অতএব তিনি তাঁর যে কোন সৃষ্টি জীবকে তাঁর অভাস্ত জ্ঞানে যখনই প্রয়োজন মনে করেন শান্তি দিতে পারেন। যারা ক্ষমতার অধিকারী তারা কখনো শান্তি প্রদানে তাড়াহড়ো করেন না।

৮৫৮। ‘যুলুমাত’ এর শান্তিক অর্থ ‘অঙ্ককাররাশি’। এখানে এর অর্থ, নির্যাতন, দৈব দুর্বিপাক এবং দুর্ভাগ্য। আরবদের ধারণামতে অঙ্ককার দুর্ভাগ্যের প্রতীক।

৬৫। তুমি বল, ‘আল্লাহই তা থেকে এবং প্রত্যেক অস্ত্রিতা থেকেও তোমাদের উদ্ধার করে থাকেন। তবুও তোমরা শির্ক করছ।’

★ ৬৬। তুমি বল, ‘তিনি তোমাদের ওপর থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নিচ থেকে তোমাদের প্রতি আয়ার প্রেরণে অথবা তোমাদেরকে (পরম্পর শক্ররূপে) বিভিন্ন দলে বিভক্ত^{*} করে একের ওপর অন্যের সহিংসতার স্বাদ ভোগ করাতে সক্ষম^{**}। দেখ, আমরা কিরণে নির্দশনাবলী বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করি যাতে তারা বুঝতে পারে।

৬৭। আর ^ك তোমার জাতি একে^{৩৬০} প্রত্যাখ্যান করেছে, অথচ এ হলো প্রকৃত সত্য। তুমি বল, ^ك ‘আমি আদৌ তোমাদের অভিভাবক নই।’

৬৮। প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণীর (পূর্ণতার) জন্য একটা স্থান কাল^{৩৬১} নির্ধারিত রয়েছে। আর অচিরেই তোমরা (তা) জানতে পারবে।

★ ৬৯। আর তুমি ^ك যখন তাদেরকে আমাদের আয়াতসমূহ নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে দেখ তখন তারা তা বাদ দিয়ে অন্য কথায় রত হলেও তুমি তাদের কাছ থেকে সরে থেকো। আর শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দিলে স্বরণ হওয়ার পর তুমি কখনো সীমালজ্বনকারী লোকদের সাথে বসবে না।

৭০। আর তাকওয়া ^ك অবলম্বনকারীদের ওপর তাদের হিসাবের কোন দায়দায়িত্ব বর্তায় না। তবে এ হলো এক বড় উপদেশবাণী যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন করে।

দেখুন : ক. ৬৩৬ ; খ. ৩৯:৪২; ৪২:৭ ; গ. ৪:১৪১ ; ঘ. ৬:৪৫০।

★ [‘ইয়ালবিসাকুম’ শব্দটি বিভক্তির এমন একটি চির অক্ষন করেছে যা স্থায়ীত্ব লাভ করবে। আর ‘ইয়ালবিসাকুম’ (লিবাস বা পোষাক একই ধাতু থেকে নির্গত) বলতে যেমন কোন ছাপ কাপড়ে স্থায়ী রূপ লাভ করে তেমনি দলে উপদলে বিভক্তির অভিশাপটি স্থায়ী রূপ ধারণ করবে বলে বুঝানো হয়েছে। [(মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যারত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৮৫৯। ‘ওপর থেকে আয়ার’ এর মর্ম দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, বন্যা, ঝড়-ঝঞ্চা, দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার, মানসিক যন্ত্রণা ইত্যাদি অথবা ‘পায়ের নিচ থেকে আয়ার’ এর মর্ম, রোগ-ব্যাধি, মহামারী, অধীনস্থ প্রজাকুলের বিদ্রোহ ইত্যাদি। এছাড়া বিরোধ, মতানৈক্য, বিত্তে এবং বিচ্ছেদ প্রভৃতির শাস্তি, যেগুলো কোন কোন সময়ে গৃহ্যদেশে পর্যন্ত পরিণত হয়। এটাই ইঙ্গিত করা হয়েছে, ‘তোমাদেরকে (পরম্পর শক্ররূপে) বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে একের ওপর অন্যের সহিংসতার স্বাদ ভোগ করাতে সক্ষম’ শব্দগুলোর মধ্যে।

৮৬০। ‘একে’ সর্বনাম দ্বারা বুঝাচ্ছে (১) আলোচ্য বিষয়বস্তু, (২) পবিত্র-কুরআন, (৩) ঐশ্বী-শাস্তি। শেষ অর্থ গ্রহণ করলে, ‘এ হলো প্রকৃত সত্য’ এর মর্ম দাঁড়ায়, প্রতিশ্রূত-শাস্তি নিষ্পত্য আসবে।

৮৬১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

فَلِإِنَّهُ يُنَجِّيْكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كُرْبَاب
ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ⑯

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ
عَذَابًا مِنْ فُوْقَكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ
أَرْجُلِكُمْ أَوْ يُلِيسِكُمْ شَيْعًا وَ يُذَبِّقَ
بَغْضَكُمْ بِاَسَّبَعْضِ طَائْزَرَكَيْفَ نُصَرِّفُ
الْأَلَيْتَ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ⑯

وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمَكَ وَهُوَ الْحَقُّ فُلْ لَسْتُ
عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ⑯

لِكُلِّ نَبَلٍ مُشَتَّرٍ وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ⑯

وَإِذَا رَأَيْتَ الْجِئْنَ يَخْوُصُونَ فِي أَيْتَنَا
فَآغْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخْوُصُوا فِي
حَدِيْثِ غَيْرِهِ وَإِنَّمَا يُنْسِيْنَكَ الشَّيْطَنُ
فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الرِّكْزِيِّ مَعَ الْقَوْمِ
الظَّلِيمِينَ ⑯

وَمَا عَلَى الْجِئْنَ يَتَقْوُنَ مِنْ حِسَابِهِمْ
مِنْ شَيْءٍ ۚ وَ لِكِنْ ذَكْرِي لَعَلَّهُمْ
يَتَّقْنُونَ ⑯

[১০]
১৪

৭১। আর ক্ষয়ারা নিজেদের ধর্মকে খেলাতামাশ ও আমোদফূর্তি বানিয়ে নিয়েছে এবং পার্থিব জীবন যাদের প্রতারিত করেছে তুমি তাদের পরিত্যাগ কর। আর তুমি এ (কুরআন) দিয়ে উপদেশ দিতে থাক যাতে কেউ তার কৃতকর্মের জন্য ধৰ্ষণ না হয়ে যায়। (অথচ) আল্লাহ ছাড়া তার কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী হবে না। আর সে প্রত্যেক ধরনের বিনিময় দিতে চাইলেও তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। এদেরকেই এদের কৃতকর্মের দরুন ধৰ্ষণ করা হয়েছে। আর এদের (ক্রমাগত) অস্তীকার করতে থাকার কারণে এদের জন্য থাকবে পানীয় হিসাবে গরম পানি ও যন্ত্রণাদায়ক আয়াব।

وَذَرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِعِبَادًا
وَلَهُوَ أَوَّلَ عَرَثَتُهُمُ الْحَيَاةُ الْدُّنْيَا وَذَرْ
إِنَّهُمْ أَنْ تُبْسِلَ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ إِلَيْهِ
لَهُمْ مِنْ دُونِ إِنْ شَوَّلَ وَلَكَ شَفَيْعَهُ وَإِنْ
تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ أَوْ لَكَ
الَّذِينَ أُبَيْسُلُوا بِمَا كَسَبُوا وَلَهُمْ شَرَابٌ
مِنْ حَوْيَمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا
يَكْفُرُونَ^(৪)

৭২। তুমি বল, “আমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুকে ডাকবো যা আমাদের কোন উপকার করতে পারে না এবং আমাদের কোন অপকারও করতে পারে না? আর আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পরও কি আমরা সেই ব্যক্তির ন্যায় উল্টো পথে ফিরে যাব, যাকে শয়তানরা লোভ দেখিয়ে পৃথিবীতে দিশেহারা করে ফেলেছে^{৮৬২} এবং যার এমন সঙ্গী-সাথী আছে, যারা তাকে হেদায়াতের দিকে এই বলে ডাকে, ‘আমাদের কাছে আস?’ তুমি বল, ‘নিশ্চয় আল্লাহর হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত। আর বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করতে আমাদের আদেশ দেয়া হয়েছে।’

৭৩। আর এ (আদেশও দেয়া হয়েছে), “তোমরা নামায কায়েম কর এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন কর। আর তিনিই সেই সত্তা, যাঁর সমীপে তোমাদের একত্র করা হবে।

★ ৭৪। আর তিনিই সেই সত্তা, “যিনি আকাশসমূহকে ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। আর যেদিন তিনি বলেন, ‘হয়ে যাও’[★], তখন তা হতে শুরু করে এবং হয়েই যায়। তাঁর কথা অটল।

দেখুন ৪ ক. ৫৪৫৮; ৭৪৫২; ৫৭৪২১; খ. ১০৪৫; গ. ২১৪৬৭; ২২৪৭৪; ঘ. ৪৪৭৮; ২২৪৭৯; ২৪৪ ৫৭; ঙ. ১৪৪২০; ১৬৪৪; ২৯৪৪৫।

৮৬১। এ আয়াতের মর্ম হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর অভ্রাত জান দ্বারা প্রত্যেক ভবিষ্যত্বাণী পূর্ণ হওয়ার এক সময়সীমা নির্ধারণ করে রেখেছেন। তাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতি যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা যথা সময়ে এসে উপস্থিত হবে।

৮৬২। এই আয়াতে একজন পৌত্রলিকের তুলনা করা হয়েছে এক বিক্ষিঞ্চিত মানুষের অবস্থার সংগে, যার নির্দিষ্ট কোন পথ নেই। কিন্তু একজন মুম্মিনের জীবনের উদ্দেশ্য রয়েছে, নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল রয়েছে। সে সর্বদা গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে এক এবং অন্তিমীয় আল্লাহর সমীপে প্রার্থনা করে এবং সে কোথাও কিংকর্তব্যবিমৃচ্য মৃত্যুজারীর ন্যায় বিপথগামী হয় না।

★ [‘কুন ফাইয়াকুন’ এর ব্যাখ্যার জন্য ২:১১৮ আয়াতের টীকা ১৪০ দ্রষ্টব্য। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হয়রত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

قُلْ أَنَّدْعُوْا مِنْ دُونِ إِنْ شَوَّلَ مَا لَا يَنْفَعُنَا
وَلَا يَضْرِبُنَا وَنُرَدُّ عَلَى آغْقَارِنَا بَعْدَ رَادْ
هَذِنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَثُهُ
الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ مَّا
أَصْحَبَ يَدْعُونَهُ لَى الْهُدَى اِثْنَانَ
قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، وَأُمْرَنَا
لِنُشْلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ^(৫)

وَأَنَّ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا هُوَ
الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ^(৬)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ^(৭)
قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْشَأُ فِي

আর ক্ষেত্রে সিঙ্গার্স^{১৩০} ফুঁ দেয়া হবে সেদিনও হবে তাঁরই আধিপত্য। তিনিই অদৃশ্য ও দৃশ্য সব বিষয়ে জ্ঞাত। আর তিনি পরম প্রজাময় (ও) সদা অবহিত।

৭৫। আর (স্মরণ কর) "ইব্রাহীম যখন তার পিতা আয়রকে^{১৩৪} বলেছিল, 'তুমি কি মৃত্যুগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করছ? নিশ্চয় আমি তোমাকে ও তোমার জাতিকে সুস্পষ্ট বিপথগামিতায় দেখতে পাচ্ছি।'

الصُّورَةُ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةُ وَهُوَ
الْحَكِيمُ الْغَيْرُ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرْزَرَ أَتَتَّخِيدُ
آصْنَامًا مِّنَ الْهَمَةِ إِنِّي آذِنَكَ وَقَوْمَكَ فِي
ضَلَالٍ مُّبِينٍ

দেখুন : ক. ২৭৪৮; ৩৯৪৯; খ. ৯৪৯৪; ১৩৪১০; ২৩৪৯৩; ৩৯৪৪৭; ৫৯৪২৩ ; গ. ১৯৪৪৩।

৮৬৩। আল্লাহ তাআলার প্রেরিত প্রত্যেক নবী অবশ্যই শিঙ্গাস্বরূপ, যার মাধ্যমে আল্লাহর আহ্বান শোনা যায়। 'শিঙ্গা'-এ শব্দ নবীর শিক্ষা প্রচারের প্রতীক এবং তাঁর জাতির জীবনের মহান বিপ্লব আনয়নকারী। এ আয়াতের মর্ম হলো, আঁ হযরত (সাঃ) এর পবিত্র শিক্ষা পৃথিবীতে বহুলভাবে প্রচারিত ও গৃহীত হবে এবং যখন ইসলাম সাফল্য ও প্রাধান্য লাভ করবে তখন সন্দেহাতীতভাবে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেদিন মুশরিকদের মৃত্যুগুলো ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

৮৬৪। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে হযরত ইব্রাহীমের পিতার নাম দেয়া হয়েছে তেরহ (আদিপুস্তক-১১৪২৬) এবং নৃতন নিয়মেও 'তেরহ' লিখিত আছে (লুক-৩:৩৪)। তালমূদ লুকের সাথে একমত। গির্জা বা যাজক সংক্রান্ত ইতিহাসের প্রবর্তক ইউসিবিয়াস (Eusebius) ইব্রাহীমের পিতার নাম 'আথার' (Athar) বলে উল্লেখ করেছেন (Sale)। এতে প্রতীয়মান হয়, ইহুদীদের মাঝেও ইব্রাহীমের পিতার নাম সম্বন্ধে মতভেদ ছিল। আদি-পুস্তক এবং লুক এর সাথে ভিন্ন মত পোষণ করার জোরালো কোন কারণ ইউসিবিয়াসের অবশ্যই ছিল। আথার (Athar) ই সঠিক বলে মনে হয় যা পরবর্তীকালে তেরহ বা 'থারা'তে রূপান্বিত হয়ে যায়। 'আথার' কুরআনে উল্লেখিত নামের (আব্র) প্রায় সমরূপ, উচ্চারণে সামান্য তারতম্য ছাড়া শব্দ দুটির আকার প্রায় একই। অতএব খৃষ্টান লেখকদের কুরআন করীমের সঙ্গে বিতঙ্গ করার কোন কারণ থাকতে পারে না, যার কারণেই কুরআনে ইব্রাহীমের পিতাকে 'আব্র' নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাছাড়া তালমূদ কিতাবে ইব্রাহীমের পিতার নাম যারাহ রাখা হয়েছে (Sale) এবং 'যারাহ' শব্দটি 'আব্র' এর কাছাকাছি। এতে প্রতিপন্থ হয়, কুরআনের বিবরণ অধিক নির্ভরযোগ্য। তদুপরি আয়রকে কুরআনে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর আব (২৬:৪৭) বলা হয়েছে। 'আব' শব্দ পিতা, চাচা বা পিতামহ প্রভৃতির জন্য প্রয়োগ হয়ে থাকে। ২:১৩৩ আয়াতে হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর চাচা হযরত ইসমাইল (আঃ) কে তাঁর 'আব' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যাহোক কুরআন থেকে প্রতীয়মান হয়, আয়রকে ইব্রাহীমের আব বলা হলেও সম্ভবত তিনি তাঁর পিতা ছিলেন না। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর 'আব' আয়র এর নিকট ওয়াদা করেছিলেন, তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। কিন্তু যখন তিনি আল্লাহ তাআলার নিকট জানতে পারলেন, 'আয়র' আল্লাহ তাআলার শক্র তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর জন্য দোয়া করা থেকে বিরত রইলেন। এমনকি প্রকৃতপক্ষে দোয়া করতে তাঁকে বারণ করা হয়েছিলো (৯:১১৪)। কিন্তু ১৪:৪২ আয়াত থেকে জানা যায় ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর ওয়ালিদ এর জন্য দোয়া করেছিলেন। 'ওয়ালিদ' শব্দ পিতার জন্যই প্রয়োগ হয়। এতে প্রমাণিত হয়, 'আয়র', যাকে ইব্রাহীমের 'আব' বলা হয়েছে তিনি তাঁর 'ওয়ালিদ' অর্থাৎ পিতা হতে ভিন্ন ব্যক্তি। খুব সম্ভবত তিনি তাঁর চাচা ছিলেন। বাইবেলের কোন কোন অংশেও এ অনুমান সমর্থন করে। তেরহ এর কন্যা 'সারাহ'কে ইব্রাহীম বিয়ে করেছিলেন (আদি পুস্তক-২০:১২)। এতে প্রতিপন্থ হয় যে তেরহ তাঁর পিতা ছিলেন না। কারণ তিনি তাঁর ভন্নীকে বিয়ে করতে পারেন না। বোধ হয় তাঁর পিতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁর চাচা আব্র বা আথার তাঁকে লালন-পালন করেছিলেন এবং তাঁর পিতৃতুল্য ছিলেন, সেই কারণে তাঁকে পুত্র বলতেন এবং এ জন্য আব্র বা আথারকে ইব্রাহীমের প্রকৃত পিতা বলে ভাস্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। তালমূদ কিতাব থেকে এও প্রতিপন্থ হয়, আয়র প্রতিমাণুলো ভাস্তার অপরাধে ইব্রাহীমকে অভিযুক্ত করেছিল এবং বিচারের জন্য রাজার নিকট নিয়েছিল। যদি আব্র ইব্রাহীমের পিতা হতেন তাহলে নিজ পুত্রের বিরুদ্ধে হয়ত এমন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন না।

৭৬। আর এভাবেই আমরা ইব্রাহীমকে আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্যের (স্বরূপ)^{৮৩০} দেখাতে থাকি যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

৭৭। অতএব রাতের (আঁধার) যখন তাকে ছেয়ে ফেললো সে একটি তারা দেখলো। সে বললো, ‘এ-ই (কি) আমার প্রভু!’ এরপর তা যখন অন্ত গেল সে বললো, ‘আমি অন্তগামীদের পছন্দ করি না।’

৭৮। এরপর সে যখন চাঁদকে আলোকোজ্জ্বল দেখলো সে বললো, ‘এ-ই (কি) আমার প্রভু!’ এরপর তা(ও) যখন অন্ত গেল সে বললো, ‘আমার প্রভু-প্রতিপালক যদি আমাকে হেদায়াত না দিয়ে থাকতেন নিশ্চয় আমি পথভ্রষ্ট লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম’।

৭৯। আবার সে যখন সূর্যকে আলোকোজ্জ্বল দেখলো সে বললো, ‘এ-ই (কি) আমার প্রভু! এ যে সবচেয়ে বড়। এরপর তা(ও) যখন অন্ত গেল সে বললো, ‘হে আমার জাতি! তোমরা যেসব শিরুক করে থাক নিশ্চয় আমি তা থেকে দায়মুক্ত’^{৮৩১}।

وَكَذِلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلْكُوتَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ⑤

فَلَمَّا جَاءَ عَلَيْهِ الْيَلْ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ
هَذَا رَبِّي ۝ فَلَمَّا أَقْلَ قَالَ لَمْ أُحِبُّ
الْأَرْفَلِينَ ⑥

فَلَمَّا رَأَ الْقَمَرَ بَارِزَعًا قَالَ هَذَا رَبِّي ۝
فَلَمَّا أَقْلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي
لَا كُوَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ⑦

فَلَمَّا رَأَ الشَّمْسَ بَازْغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي ۝
هَذَا أَكْبَرُ ۝ فَلَمَّا أَفْلَتَ نَارٌ يَقُولُ رَبِّي
بَرِّي عَصَمًا تُشْرِكُونَ ⑧

৮৬৫। এ আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা ইব্রাহীম (আঃ)কে বিশ্ব প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে এবং সবকিছুকে পরিব্যাঙ্গকারী ঐশ্বী-ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টি দান করেছিলেন।

৮৬৬। ৭৭-৭৯ আয়াত প্রকাশ করে যে হ্যারত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর (প্রতিমা-পূজারী) জাতিকে তাদের অস্তুত হাস্যকর বিশ্বাস সম্পর্কে ভালভাবে উপলক্ষ্য করাবার জন্য এক যুক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। তাহলো তাদেরতো চন্দ, সূর্য এবং গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি অনেক খোদা আছে, যাদের উপাসনা তারা করে (যিউ এনসাই)। এ আয়াতগুলো থেকে অনুমান করা ভুল হবে যে হ্যারত ইব্রাহীম (আঃ) নিজেই অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছিলেন এবং তিনি জানতেন না, কে তাঁর প্রভু, এবং একের পর এক সন্ধ্যায় নক্ষত্র, চন্দ এবং এরপর সূর্যকে আপন প্রভু মনে করলেন এবং একে একে যখন সব অন্তমিত হয়ে গেল তখন তিনি এদের দ্বিতীয়ত্বে বিশ্বাস ত্যাগ করলেন এবং এক আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন। প্রকৃতপক্ষে বহু যুক্তি-সম্বলিত এ ঘটনা প্রমাণ করে, হ্যারত ইব্রাহীম (আঃ) আকাশের এ সকল বস্তুকে প্রভুরূপে গ্রহণ করাতো দূরের কথা, বরং তিনি তাঁর জাতির লোকদের বিশ্বাসের অসারতাই ধাপে ধাপে তাদেরকে দেখিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। ৭৫-৭৬ আয়াত প্রকাশ করে যে হ্যারত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ তাআলার একত্বে অটল বিশ্বাসী ছিলেন। কাজেই তিনি অন্ধকারে ঘুর্পাঁক খাওয়ার মত এবং এক দেবতা থেকে অন্য দেবতার দিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে চলার মত বিবেচিত হতে পারেন না। ‘এ-ই (কি) আমার প্রভু’ এ শব্দগুচ্ছ নক্ষত্র পূজার বিরচনে যুক্তি প্রদর্শন করে। এ কথাগুলো দ্বারা তিনি তাঁর জাতির লোকদের বিশ্বাস মতে নক্ষত্র যে তাদের প্রভু ছিল তৎপৰতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তদুপরি তিনি তো পূর্বেই জানতেন, সূর্য অন্ত যাবেই। এমতাবস্থায় তাঁর যুক্তির মাঝে, ‘আমি অন্তগামীদেরকে পছন্দ করি না’ কথাগুলো তো পূর্বাহ্নেই তাঁর অন্তরে ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি অত্যন্ত কার্যকরূপে তাঁর যুক্তির অবতারণা করতে চেয়েছিলেন। এরূপে প্রথমে নক্ষত্রকে তাঁর প্রভু বলে সাময়িকভাবে বাহানা করেছিলেন এবং যখন তা অদৃশ্য হয়ে গেল, তাদেরকে সঠিক বিষয় উপলক্ষ্য করাবার জন্য তৎক্ষণাত্মে ঘোষণা করলেন, ‘আমি অন্তগামীদের পছন্দ করি না’। একই ব্যাপার ঘটেছিল চন্দ এবং সূর্য অদৃশ্য হওয়াতে। সূর্য সম্পর্কে তিনি ‘সবচেয়ে বড়’ শব্দ ব্যবহার করেছিলেন বিদ্রুপাত্মক

৮০। নিশ্চয়^۱ ‘আমি আমার পূর্ণ মনোযোগ একনিষ্ঠভাবে তাঁরই দিকে নিবন্ধ করেছি, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।’

৮১। আর তার জাতি তার সাথে বিতর্ক করতে থাকে। সে বললো, ‘তোমরা কি আমার সাথে আল্লাহ সম্বন্ধে তর্ক করছ, অথচ তিনিই আমাকে হেদায়াত দিয়েছেন? আর তোমরা যাকে (আল্লাহর) শরীক করছ তাকে আমি মোটেও ভয় করি না। তবে আমার প্রভু-প্রতিপালক (অন্য কিছু) ইচ্ছা করলে সে কথা ভিন্ন।’^۲ আমার প্রভু-প্রতিপালক সব কিছুকে জ্ঞান দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?

৮২। আর আমি কি করে সেই বস্তুকে ভয় পাব যাকে তোমরা (আল্লাহর সাথে) শরীক করছ, অথচ তোমরা আল্লাহর সাথে সেই বস্তুকে শরীক করতে ভয় পাওনা^۳ যার স্বপক্ষে তিনি তোমাদের কাছে কোন যুক্তিপ্রমাণ অবতীর্ণ করেননি? অতএব তোমাদের কোন জ্ঞান থেকে থাকলে বল, (আমাদের) দু'দলের (মাঝে) কোন পক্ষ নিরাপদে^৪ থাকার বেশি অধিকার রাখে?

৮৩। যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের^۵ ঈমানকে অন্যায় করে সংশয়যুক্ত করেনি, এদেরই জন্যে রয়েছে নিরাপত্তা। আর এরাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।

৮৪। এ ছিল আমাদের সেই অকাট্যযুক্তি যা আমরা ইব্রাহীমকে তার জাতির বিরুদ্ধে^৬ দান করেছিলাম।^৭ আমরা যাকে চাই মর্যাদায় উন্নীত করি। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক পরম প্রজ্ঞাময় (ও) সর্বজ্ঞ।

দেখুন : ক. ৩৮:১; খ. ৭৪:০; গ. ৭৪:৪; ২২:৭২; ঘ. ৩১:১৪; ঙ. ১২:৭৭।

সুরে- তাঁর জাতিকে তাদের বোকাখীর জন্য উপহাস করার উদ্দেশ্য। এতে স্পষ্টই বুঝা যায়, যুক্তির যে ধারা তিনি গ্রহণ করেছিলেন এর দ্বারা ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর জাতিকে ক্রমশ আল্লাহ তাআলার দিকে আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। ৮০-৮২ আয়াতের ওপরে ভাসা-ভাসাভাবে দেখলেও স্ফটিকের মত সুস্পষ্ট হয়ে যায়, হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ তাআলার উপর কেবল অটল ঈমানই রাখতেন না, এবং ঐশ্ব-সিফত (ঐশ্বী গুণবলী) সম্বন্ধেও গভীর জ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন।

৮৬৭। বর্তমান এবং পূর্ববর্তী আয়াত নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন করে যে ৭৭-৭৯ আয়াতে বর্ণিত ঘটনা হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) স্বেচ্ছাকৃতভাবে যুক্তিরপেই উপস্থাপন করেছিলেন। কেননা তিনি নিজে একনিষ্ঠ একেশ্বরবাদী ছিলেন এবং ঐশ্বী-প্রেমে ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলেন।

৮৬৮। হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) আকাশে ক্রমান্বয়ে দৃশ্যমান বস্তুর একটির পর একটিকে নিজ প্রভুরপে মনে করে অবশেষে আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান এনেছিলেন অথবা এ সকল যুক্তির অবতারণা করে তিনি তাঁর জাতিকে আকাশের চন্দ, সূর্য ও নক্ষত্রকে খোদাইরপে টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ^۸

وَحَاجَةً قَوْمَهُ، قَالَ آتِحَا جُوْنِي فِي
اللَّهِ وَقَدْ هَذِنِ، وَلَا أَخَافُ مَا
تُشَرِّكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْءًا
وَسَعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا دَأْفَلَ
تَتَذَكَّرُونَ^۹

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ لَا تَخَافُونَ
أَتَكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ
عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ
بِالآمِنِ، إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ^{۱۰}

أَلَّذِينَ أَمْنُوا وَلَمْ يَلِسُوا رَيْمَانَهُمْ
بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمْ أَلَّا مُنْ وَهُمْ وَ
مُهْتَدُونَ^{۱۱}

وَتِلْكَ حُجَّتَنَا أَتَيْنَاهَا بِرَهِيمَةَ عَلَى
قَوْمِهِ تَرْفَعُ دَرَجَتُ مَنْ نَشَاءُ مِنْ إِنَّ
رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلَيْهِ^{۱۲}

৮৫। আর [‘]আমরা তাকে ইসহাক্ ও ইয়াকুব দান করেছিলাম। (তাদের) সবাইকে আমরা হেদায়াত দিয়েছিলাম। আর আমরা এর পূর্বে নৃহকে এবং তার (অর্থাৎ ইব্রাহীমের) বংশধর থেকে দাউদ, সুলায়মান, আইউব^{৮৬}, ইউসুফ, মূসা এবং হারুনকেও হেদায়াত দিয়েছিলাম। এভাবেই আমরা সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

৮৬। আর যাকারিয়া, ইয়াহুয়া, ঈসা এবং ইল্লায়াসকেও (আমরা হেদায়াত দিয়েছিলাম)। এরা সবাই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৮৭। আর ইসমাইল, আল-ইয়াসাআ, ইউনুস এবং লৃতকেও (আমরা হেদায়াত দিয়েছিলাম)। [‘]আর এদের প্রত্যেককেই আমরা (সমসাময়িক) বিশ্বজগতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম^{৮৭০}।

দেখুন : ক. ২৯৪২৮ ; খ. ২৪৪৮; ৩৪৩৪-৩৫; ৪৫১৭।

পৃজা করার বিপথগামিতা প্রদর্শন করবার জন্য কৌশল অবলম্বন করেছিলেন কিনা সে প্রশ্নের নিশ্চিত সমাধান বর্তমান আয়াত করে দিয়েছে। এ আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে, ইব্রাহীম (আঃ) প্রথম থেকে স্পষ্টকর্পে এবং অটলভাবে আল্লাহ্ তাআলার একত্রে বা তোহীদে বিশ্বাস করতেন এবং যা তিনি চন্দ, সূর্য ইত্যাদি সম্পর্কে বলেছিলেন সে সব তাঁর যুক্তি-তর্কের অংশ মাত্র, যা আল্লাহই তাঁকে শিখিয়েছিলেন।

৮৬৯। আইউব (আঃ) বাইবেলের ‘যোব’ (Job) কিতাবের প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁকে উৎ অঞ্চলের বাসিন্দা বলে বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞের মতে এটা ইন্দুমেয়া বা আরবিয়া ডেজাট অর্থাৎ আরব মরুভূমি এবং অন্যেরা তাঁর জন্মস্থান মেসোপটেমিয়া বলে নির্দেশ করেছে। এথেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, আরবের উত্তরাঞ্চলের কোন স্থানে উৎ অবস্থিত ছিল। কথিত আছে, ইহুনী জাতির মিশর পরিত্যাগের পূর্বে আইউব (আঃ) সেখানে বাস করতেন। অতএব তিনি হযরত মূসা (আঃ) এর পূর্বেই সেখানে ছিলেন, অথবা কারো কারো মতে তিনি মূসা (আঃ) এর স্বদেশবাসী ছিলেন এবং তাঁর কুড়ি (২০) বছর পূর্বে নবুওয়তের মিশন প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি ইসরাইলী ছিলেন না, তবে ইসরাইল এর বড় ভাই এসাউ (Esau) এর বংশজাত ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক বিভিন্নভাবে পরীক্ষিত বহু বৈচিত্রময় জীবন ছিল তাঁর। কিন্তু চরম দুঃখ ও বিপর্যয়ের মুখেও ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু, সৎ এবং পরম বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়েছিলেন তিনি। মানুষের স্মৃতিপটে আজ পর্যন্ত তিনি ধৈর্যশীলতার পরমোৎকর্ষের আদর্শরূপে জীবন্ত আছেন (যিউ এনসাইকো ও এনসাইক অব ইসলাম)।

৮৭০। বর্তমান এবং পূর্ববর্তী দুটি আয়াতে হযরত নৃহ (আঃ) থেকে উত্তুত নবীগণকে ভিন্ন ভিন্ন তিনি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বিভাগের জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিশেষণের ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীভুক্ত নবীগণ হলেন হযরত দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা এবং হারুন (আঃ) যাদেরকে ক্ষমতা ও উন্নতি দেয়া হয়েছিল এবং ফলস্বরূপ তাঁরা সমসাময়িক মানব গোষ্ঠীর মঙ্গল সাধনে সক্ষম ছিলেন। এ জন্য এ শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের সদস্যগণকে সৎকর্মশীল নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ এ জাগতিক শক্তি ও সৌভাগ্য বলে তাঁরা স্বজাতির বাস্তব উপকার করতে সক্ষম ছিলেন। হযরত দাউদ (আঃ) এবং হযরত সুলায়মান (আঃ) বাদ্শাহ ছিলেন। হযরত ইউসুফ, মূসা ও হারুন (আঃ) তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকদের উপর সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন হযরত যাকারিয়া, ইয়াহুয়া, ঈসা এবং ইলিয়াস (আঃ)। এ নবীগণের মাঝে কেউ পার্থিব ক্ষমতা অথবা ইহ-জাগতিক সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন না। প্রত্যেকে খুবই বিনয় ও বিনীত এবং অজ্ঞাত জীবন যাপন করতেন। এমনকি হযরত ইলিয়াস (আঃ) সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে তিনি কদাচিত দৃষ্টিগোচর হতেন এবং সাধরণত বন-বাদাঙ্গেই থাকতেন। এ বিভাগের বা শ্রেণীভুক্ত নবীগণকে ধার্মিক বা খোদাভুক্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণীতে রয়েছেন হযরত ইসমাইল, আল-ইয়াসায়া, ইউনুস এবং লৃত (আঃ)। তাঁদের পার্থিব ক্ষমতা ছিল না। আল্লাহ্ তাআলা তাঁদেরকে সমান এবং মর্যাদায় ভূষিত করেছিলেন। ক্ষমতা এবং ধনলিঙ্ঘার দুর্নামও রটনা করা হতো তাঁদের সম্পর্কে। হযরত ইসমাইল

টাকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَهَبَنَا لَهُ إِشْحَقَ وَيَعْقُوبَ مُلْكًا
هَدَيْنَاهُ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَ
مِنْ ذُرْيَتِهِ دَاؤَدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ
وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهُرُونَ وَكَذِيلَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ^{৮৮}

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ مُلْكًا
مِنَ الصَّالِحِينَ^{৮৯}

وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَرَ وَيُونَسَ وَلُوطًا وَ
كُلًا فَصَلَّيْنَا عَلَى الْعَلَمِينَ^{৯০}

৮৮। আর (একইভাবে) এদের পূর্বপুরুষদের, এদের বংশধরদের এবং এদের ভাইদের মাঝ থেকে কিছুসংখ্যককেও (আমরা শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম)। আর আমরা এদের বেছে নিয়েছিলাম এবং এদেরকে সরলসুদৃঢ় পথের নির্দেশনা দিয়েছিলাম।

৮৯। এই হলো আল্লাহর পথনির্দেশনা। এর মাধ্যমে তিনি নিজ বান্দাদের যাকে চান হেদায়াত দান করেন। আর ^۴তারা যদি শির্ক করতো তাদের কৃতকর্ম অবশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেত।

★ ৯০। ^۵এদেরকেই আমরা কিতাব^{৭১}, সূক্ষ্ম বিচারশক্তি ও ন্বুওয়ত দান করেছিলাম। অতএব এরা এ (ন্বুওয়তকে) অঙ্গীকার করলে আমরা তা এরপ এক জাতির হাতে ন্যস্ত করবো যারা কখনো এর অঙ্গীকারকারী হবে না।

১০ [৮]
১৬

৯১। এদেরকেই আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন। সুতরাং তুমি এদের (সেই) হেদায়াতের অনুসরণ কর (যা আল্লাহ তাদের দিয়েছেন)^{৭২}। তুমি বল, ‘আমি তোমাদের কাছ থেকে এর কোন পুরস্কার চাই না। এ হলো বিশ্বজগতের জন্য কেবল এক উপদেশ মাত্র।’

দেখুন : ক. ৩৯৫৬; খ. ৪৫৪১।

(আঃ) সম্বন্ধে বাইবেলে আমরা দেখি: “তিনি বন্য মানব হইবেন, তাঁহার হাত প্রত্যেক মানুষের বিরুদ্ধে উদ্যত হইবে এবং প্রত্যেক মানুষের হাত তাঁহার বিরুদ্ধে” (আদিপুস্তক-১৬:১২)। হয়রত আল্লাহসায়া সম্পর্কে কথিত আছে যে তিনি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করবার মতলবে এক রাজাকে তাঁর বশ্যতা স্থাপন করার জন্য হত্যা করিয়েছিলেন। ইউনুস (আঃ) সম্পর্কে ধারণা করা হয়, তিনি আল্লাহ তাআলার প্রতি অসম্মত ছিলেন। কারণ তিনি ভেবেছিলেন, তাঁর ভবিষ্যত্বাণী পূর্ণ না হওয়ায় তিনি অপদৃষ্ট হয়েছিলেন। সেই ভবিষ্যত্বাণীর দ্বারা তিনি নাকি ক্ষমতার অভিলাষ করেছিলেন। হয়রত লৃত (আঃ) এর নামে অপবাদ রটানে হয় যে তিনি অন্যায়ভাবে উর্বর চারণভূমির লালসা করেছিলেন এবং তাঁর জাতি ইব্রাহীম (আঃ) এর সঙ্গে সর্বদা ঝগড়া-বিবাদ করতেন। এহেনভাবে উক্ত নবীগণ সম্পর্কে ধনসম্পদ এবং ক্ষমতা-লিঙ্গার অপবাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু মহাপবিত্র গ্রন্থ কুরআন এসব অভিযোগ মিথ্যা বলে ঘোষণা করে বলেছে, তাঁরা আল্লাহ তাআলার প্রেরিত বান্দা ছিলেন যাঁদেরকে তিনি গৌরবান্বিত করেছিলেন।

৮৭১। এ আয়াতের অর্থ এ নয় যে প্রত্যেক নবীকেই পৃথক পৃথক কিতাব দেয়া হয়েছিল। ‘কিতাব দেয়া’ কুরআনে ব্যবহৃত একটি প্রকাশ-তঙ্গী, যা সাধারণত শরীয়তবাহী নবীর মধ্যবর্তীতায় দেয়া অর্থে বুবায়। কুরআন করীমের অন্যত্র (৪৫:১৭) আয়াতে উল্লেখ আছে যে তিনটি বিষয়, যথা-কিতাব, সাম্রাজ্য এবং ন্বুওয়ত বনী ইসরাইলকে দেয়া হয়েছিল। ৫৪৫ আয়াতে দেখা যায়, বহু নবীর এক প্রবহমান ধারা হয়রত মুসা (আঃ) এর পরেও জারী ছিল। তাঁদেরকে নৃতন কোন বিধান বা শরীয়ত দেয়া হয়নি। তাঁরা তওরাত কিতাবের বিধান মানতেন এবং এর দ্বারাই ফয়সালা করতেন। প্রকৃতপক্ষে নবী প্রধানত দু' প্রকার হয়ে থাকেন : এক-শরীয়তওয়ালা নবী যাঁকে কিতাব (বিধান বা শরীয়ত) দেয়া হয় এবং দুই- যাঁদেরকে কোন কিতাব বা শরীয়ত দেয়া হয় না। তাঁরা শরীয়তধারী নবীদের অনুসরণ করেন। তাঁদের বেলায় -যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম- এ কথার অর্থ হলো তাঁদেরকে কিতাবের জ্ঞান দান করা হয়েছিল অথবা তাঁরা সে কিতাব উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিলেন অথবা তাঁদের পূর্ববর্তী শরীয়ত-বাহী নবীর বিধানের বা শরীয়তের অধিকারী হয়েছিলেন।

৮৭২। আয়াতের এ সম্বোধনের লক্ষ্য নবী করীম (সাঃ) বা প্রত্যেক মুসলমানও হতে পারে। কারণ সকল নবীর মৌলিক বা বুনিয়াদী শিক্ষা এক ও অভিন্ন। অথবা এর মর্ম এ হতে পারে, আঁ হয়রত (সাঃ) এর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব বা তাঁর প্রকৃতি এমন ছিল যে অন্যান্য

وَمِنْ أَبَاءِ رَبِّهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ
وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ^(৩)

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْمِيْرِيْ بِهِ مَنْ
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْأَشْرَكُوا الْحَيْطَ
عَنْهُمْ كَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^(৪)

أَوْلَئِكَ الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَ
الْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرُوا بِهَا
هُوَلَّا إِنْ قَدْرَهُ كَلَّنَا بِهَا قَوْمًا أَتَيْسُوا
بِهَا بِكُفْرِيْنَ^(৫)

أَوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيهِمْ لِمَمْ
أَنْتَشَهُهُ تُلَّا كَمَا أَشَكَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ
هُوَلَّا لِغُرْبَى لِلْعَلَمِيْنَ^(৬)

★ ৯২। আর ^٢তারা (সেই সময়) আল্লাহর যথোচিত কদর করেন নি যখন ^٣তারা বলেছিল, ‘আল্লাহ কোন মানুষের প্রতি কিছুই অবতীর্ণ করেননি^٤। তুমি বল, ‘মানুষের জন্য নূর ও হেদায়াতরপে মূসা যে কিতাব নিয়ে এসেছিল তা কে অবতীর্ণ করেছিল? তোমরা একে নিষ্ক কাগজ বানিয়ে বসেছ। এর কিছুটা তোমরা প্রকাশ করছ এবং বেশির ভাগ^٥ গোপন করছ। অথচ তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের যা জানত না তোমাদের তা শেখানো হয়েছিল। তুমি বল, ‘আল্লাহই (তা অবতীর্ণ করেছেন)’। তুমি তাদেরকে আজে বাজে কথায় মন্ত্র থাকতে ছেড়ে দাও।

৯৩। আর ^٦এ এক বরকতপূর্ণ কিতাব যা আমরা অবতীর্ণ করেছি। আর যে (বাণী) এর সামনে রয়েছে এটি তার সত্যায়নকারী যেন তুমি এ (কুরআন) দিয়ে ^٧জনপদের-জননী^٨ ও এর চারদিকে বসবাসকারীদের সতর্ক কর। আর যারা পরকালে ঈমান রাখে তারা এ (কুরআনের) প্রতি^٩ ঈমান আনে এবং ^{١০}তারা সর্বদা তাদের নামায়ের সুরক্ষা করে।

৯৪। আর ^{١১}তার চেয়ে বড় যালেম কে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলে, ‘আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে’, যদিও তার প্রতি কোন ওহীই করা হয়নি? আর (তার চেয়েও বড় যালেম আর কে) যে বলে, ‘আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন এর অনুরূপ (বাণী) আমিও অবশ্যই অবতীর্ণ করবো?’

দেখুন ৪ ক. ২১:৭৫; ৩৯:৬৮; খ. ৩৬:১৬; ৬৭:১০; গ. ৬:১৫৬; ২১:৫১; ৩৮:৩০; ঘ. ৪২:৮; ঙ. ২৩:১০; ৭০:২৪; চ. ৬:২২; ৭:৩৮; ১০:১৮; ১১:১৯; ৬১:৮।

নবীগণের বিভিন্ন মর্যাদাপূর্ণ গুণাবলী একত্র এবং সমষ্টিক্রপে তাঁর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। ‘এদের (সেই) হেদায়াতের অনুসরণ কর’ এ আদেশের মাঝে প্রকাশিত ভাবধারায় আধ্যাত্মিক পরিভাষাতে বলা হয়, ‘আমরে কাউনি’ বা ‘খাল্কি’ যার অর্থ— ইচ্ছা, কোন বস্তু বা ব্যক্তির সহজাত গুণাবলী। এরূপ আদেশের জন্য দেখুন ৩:৬০ এবং ২১:৭০ আয়াত।

৮:৭৩। ‘আল্লাহ কোন মানুষের প্রতি কিছুই অবতীর্ণ করেননি’ এ বাক্যাংশের দ্বারা জানতে চাওয়া হয়েছে যে তাহলে কে এর মাঝে এরূপ জ্ঞানপূর্ণ এবং ব্যাপক শিক্ষা অস্তিত্ব করলো যা তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষদেরও কখনো জানা ছিল না। এ এমন শিক্ষা যা প্রকাশ বা প্রদর্শন করা তোমাদের ক্ষমতার বহির্ভূত ছিল। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই এরূপ শিক্ষা প্রদান করতে পারেন।

৮:৭৪। তওরাত প্রস্তুরে এক অংশকে প্রকাশ করে অন্য অংশকে অর্থাত্ব যে অংশে হ্যরত মুহাম্মদ (সা:৮) এর আবির্ভাবের এবং নিদর্শনাবলীর তবিষ্যদ্বাণীসমূহ রয়েছে তা গোপন করার জন্য এখানে ইহুদীদের নিন্দা করা হয়েছে।

৮:৭৫। যে স্থানে আল্লাহর নবী আবির্ভূত হয়ে থাকেন তাকে ‘জনপদ জননী’ বলা হয়। কারণ সেই স্থান হতে মানুষ আধ্যাত্মিকতার দুঃখ পান করে থাকে, ঠিক যেমন শিশু মায়ের বক্ষ হতে দুঃখ পান করে থাকে। ‘এর চারদিকে বসবাসকারীরা’ এ কথাগুলোর দ্বারা সারা পৃথিবীকে বুঝাতে পারে। কেননা নবী করীম (সা:৮) এর বাণী সমগ্র বিশ্ব-মানবের জন্যই।

৮:৭৬। এ শব্দগুলো বুঝাচ্ছে যে পরকালে বিশ্বাসীকে অবশ্যই কুরআনেও বিশ্বাস রাখতে হবে। কুরআন এবং পরজীবনে বিশ্বাস অবিভাজ্য এবং একত্রে সম্পৃক্ত। একটি ছাড়া অপরাটি তাৎপর্যহীন।

وَمَا قَدْرُوا اللَّهُ حَقّ قَدْرِهِ إِذَا لَمْ يَأْتِ
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّمَا
أَنْزَلَ الْكِتَابَ لِلَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُوحًا
وَهُدًىٰ لِلنَّاسِ تَجَعَّلُونَهُ فَرَاطِينَ
تُبَدِّلُونَهَا وَتُخْفِونَ كَثِيرًا وَعِلْمَتُمْ مَا
لَمْ تَعْلَمُوا آتَيْتُمْ وَلَا أَبَدُوكُمْ فَإِنَّ
اللَّهَ هُوَ أَعْلَمُ ذَرْهُمْ فِي خَوْصِيهِمْ
يَلْعَبُونَ^{১১}

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَرَّكٌ مُصَدِّقٌ
الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنَذِّرَ أُمَّةً
الْقُرْبَىٰ وَمَنْ حَوَّلَهَا وَالَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ
هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافَظُونَ^{১২}

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
أَوْ قَالَ أُوهْ يَحِيَا لَكِيٰ وَلَمْ يُؤْمِنْ رَأْيِنِي شَيْءٌ
وَمَنْ قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

হায়! তুমি যদি (সেই ভয়াবহ দৃশ্য) দেখতে পেতে যখন যালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায়^{৮৭৭} কাতরাবে এবং ফিরিশ্তারা তাদের হাত বাড়িয়ে বলবে, 'তোমরা নিজেদের প্রাণ বের কর। তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে যেসব অন্যায় কথা বলতে এবং তাঁর আয়াতসমূহের ব্যাপারে দাঙ্কিকতা দেখাতে সেজন্য 'আজ তোমাদের কঠোর লাঞ্ছনাজনক আয়াব দেয়া হবে।'

১১
[৪]

৯৫। 'আর নিশ্চয় 'তোমরা (আজ) আমাদের কাছে একা একা উপস্থিত হয়েছ যেভাবে আমরা তোমাদের প্রথম বার সৃষ্টি করেছিলাম। আর আমরা তোমাদেরকে যা দান করেছিলাম তা তোমরা তোমাদের পিছনে^{৮৭৮} ফেলে এসেছ। আর (কী ব্যাপার) আমরা তোমাদের সঙ্গে তোমাদের সেইসব সুপারিশকারী দেখতে পাচ্ছি না যাদেরকে তোমরা তোমাদের (স্বার্থ রক্ষার) ব্যাপারে (আল্লাহর) শরীরক বলে মনে করতে! তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক (আজ) অবশ্যই ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমরা যাদেরকে (শরীরক) বলে দাবী করতে তারা তোমাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে।'

৯৬। নিশ্চয় আল্লাহ শস্যবীজ ও আঁচিসমূহের উদ্দেদকারী^{৮৭৯}। তিনি 'মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং (তিনিই) জীবিত থেকে মৃতকে বের করে আনেন। ইনি হলেন তোমাদের আল্লাহ। অতএব (বিপথে) তোমাদের কোথায় ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে?

দেখুন ৪ ক. ৪৬৪২১; খ. ১৮৪৪৯; গ. ৩৪২৮; ১০৪৩২; ৩০৪২০।

৮৭৭। এ অসহনীয় যন্ত্রণা সাধারণ মৃত্যু-যন্ত্রণার অনুরূপ নয়। মৃত্যু-যন্ত্রণাতে প্রাকৃতিক সাধারণ নিয়মের অধীনে ধার্মিক এবং অধার্মিক একইরূপ অংশীদার হয়। আর এ হচ্ছে সেই শাস্তি যা আল্লাহ তাআলার নবীগণকে প্রত্যাখ্যানকারীদের মৃত্যুর মুহূর্ত থেকেই আঁকড়ে ধরে।

৮৭৮। এর মর্ম হচ্ছে আমরা তোমাদেরকে অনেক কিছু দান করেছিলাম যা দিয়ে তোমরা তোমাদের আঁশিক অবস্থার উন্নতি করতে পারতে। কিন্তু তোমরা সেগুলোকে পক্ষাতে ফেলে এসেছ, অর্থাৎ তোমরা সেগুলোকে ব্যবহার করনি এবং এখন সে সবের ব্যবহার করার আর সময় নেই।

৮৭৯। এখানে শস্যবীজের প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যা থেকে চারা অঙ্কুরিত হয়ে থাকে। কত সামান্য এ বীজ, কিন্তু কীরুপে বৃক্ষ পেয়ে তা মহা মহীরূপে পরিণত হয়। এভাবে বীজকণার মতই মানুষ ক্রমোন্নতির ধারায় আল্লাহ তাআলার ঐশ্বীবাণী লাভ করবার যোগ্যতা অর্জন করে এবং আল্লাহর মহান গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটে তার সত্ত্বায়।

وَلَوْ تَرَى إِذ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ
الْمَوْتِ وَالْمَلِئَكَةُ بَايْسِطُوا أَيْدِيهِمْ
آخِرُجُوا أَنفُسَكُمْ وَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ
عَذَابَ الْهُوَنِ يَمَّا كُنْتُمْ تَفْلِيْلُونَ عَلَى
اللَّهِ عِيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنِ اِيْتَهِ
تَشْتَكِبُونَ^{৪৫}

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادِيْ كَمَا خَلَقْنَكُمْ
أَوْلَ مَرَّةٍ وَ تَرَكْتُمْ مَا حَوَلَنَكُمْ وَرَاءَ
ظَهُورِكُمْ وَ مَا نَرَى مَعْكُمْ شُفَعَاءِكُمْ
الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيْكُمْ شَرَكُوا
لَقَدْ تَقْطَعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ مَا
كُنْتُمْ تَرْغِيْلُونَ^{৪৬}

إِنَّ اللَّهَ فِيلْقُ الْحَقِّ وَ النَّوَّاِيْدُ يُخْرِجُ
الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ
الْحَيَّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَانِيْ تُؤْفِكُونَ^{৪৭}

৯৭। তিনি ڪ'উষার উন্নেষকারী। আর তিনি ڦ'রাতকে স্থির^{٨٧٠} করে বানিয়েছেন, অথচ সূর্য ও চন্দ্র এক হিসাবের অধীনে^{٨٧١} ঘূর্ণায়মান রয়েছে। ☆ এ হলো মহা পরাক্রমশালী (ও) সর্বজ্ঞ (আল্লাহর) ڦ'অমোଘ বিধান।

৯৮। আর তিনিই তোমাদের জন্য ڦ'তারকারাজি^{٨٧٢} সৃষ্টি করেছেন যেন এগুলোর মাধ্যমে তোমরা জল ও স্থলের ঘোর আঁধারে পথ খুঁজে পাও। নিশ্চয় আমরা জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি।

৯৯। আর তিনিই তোমাদেরকে একই ڦ'জীবসন্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি (তোমাদের জন্য) ڦ'এক অস্থায়ী আবাস ও স্থায়ী নিরাপত্তার স্থান (বানিয়েছেন)^{٨٧٣}। নিশ্চয় আমরা সেইসব লোকের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি যারা অনুধাবন করে।

১০০। আর তিনিই ڦ'আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এরপর আমরা এ দিয়ে সব ধরনের উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি। এরপর আমরা তা থেকে সবুজ তরঙ্গতা উৎপন্ন করেছি যা থেকে সুবিন্যস্ত শস্যদানা উৎপন্ন করে থাকি। আর (আমরা) থেজুর গাছের মাথি থেকে ফলভারে নত কাঁদিসমূহ উৎপন্ন করি এবং এভাবেই ڦ'আঙ্গুরের বাগান, জলপাই ও ডালিম (উৎপন্ন করি) যার (কোন কোনটি) পরম্পর সদৃশ

দেখুন : ক. ১১৩৪২; খ. ২৫৪৪৮; ৭৮৪১১; গ. ৩৬৪৩৯-৪০; ৫৫৪৬; ঘ. ১৬৪১৭; ঙ. ৪৪২; ৭৪১৯০; ৩৯৪৭; চ. ১১৪৭; ছ. ১৪৪৩৩; ১৬৪১১; ২২৪৬৪; ৩৫৪২৮; জ. ৬৪১৪২; ১৩৪৫।

৮৮০। দিবসে কাজ-কর্ম করে একজন মানুষ যেমন ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং রাত্রিতে ঘৃমাতে যায় যার ফলে সে অবসাদযুক্ত হয় তেমনি যে জনগোষ্ঠীর মাঝে নবী করীম (সা:) আবির্ভূত হয়েছিলেন তারা সুদীর্ঘ রাত্রির বিশ্রাম প্রাপ্ত হয়েছিল এবং তাদের মানসিক শক্তিসমূহ পুনঃ সজীবতা লাভ করে আধ্যাত্মিক শক্তিতে পুরীপূর্ণতা লাভ করেছিল এবং তাঁর (হ্যরত মুহাম্মদ-সা:) পরিচালনাধীনে আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চমার্গে আরোহণ করার জন্য বিশেষভাবে যোগ্যতা অর্জন করেছিল।

☆ [এখানে চন্দ্র ও সূর্যের ঘূর্ণায়মান হওয়ার বিপরীতে পৃথিবীর পরিবর্তে রাতের ক্ষেত্রে 'সাকানান' (অর্থাৎ স্থির) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা কুরআন অবর্তীণ হওয়ার প্রাথমিক কালে মানুষ পৃথিবীকে স্থির মনে করতো। 'সাকানান' শব্দটিতে এ অর্থও রয়েছে যে তা বিশ্রামের কারণ হয়ে থাকে। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:)) কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

৮৮১। বস্তু জগতে সময় নিরপেক্ষ করার জন্য এবং আলোর উৎসরূপে সূর্য এবং চন্দ্র যেরূপ অপরিহার্য, সেরূপ আধ্যাত্মিক জগতে আল্লাহ তাআলার নবীগণও অপরিহার্য।

৮৮২। রাত্রির অন্ধকারে নক্ষত্রার্জি যেমন পথিককে পথ প্রদর্শন করে, সেভাবে ঐশ্বী এবং আধ্যাত্মিক সাধকও আত্মিক-অন্ধকারে দিশেহারা বিভাস্ত মানবকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে থাকেন।

৮৮৩। 'মুস্তাকারর্ন' অর্থ অস্থায়ী আবাস এবং 'মুস্তাওদাউ' অর্থ স্থায়ী বাসস্থান, অথবা প্রথমোক্ত শব্দ দ্বারা মৃত্যু এবং পুনরুদ্ধার দিবসের মধ্যবর্তী সময়ের পরিসর বুঝায় এবং পরবর্তী শব্দ শেষ বিচারের দিন বা পুনরুদ্ধারের পরের জীবন বুঝায়। আয়াতের মর্যাদা হলো আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে এক স্থান থেকে সৃষ্টি করে বহু সংখ্যায় বর্ধিত করেছেন। এটা উদ্দেশ্যবিহীন হতে পারে না। যে মহান উদ্দেশ্যে তিনি মানব সৃষ্টি করে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছেন তাহলো তিনি কেবল এ পৃথিবীতেই তাদের আবাসকাল নির্ধারিত করেন নি, বরং মৃত্যুর পরে এক চিরস্থায়ী জীবনেরও ব্যবস্থা করেছেন। সেখানে ধার্মিক লোকেরা তাদের প্রভুর সঙ্গে মিলিত হবে। সত্যই কী মহিমাভিত্তি উদ্দেশ্য! সেখানে তারা একমাত্র আল্লাহ তাআলার প্রেরিত নবীগণের অনুসরণেই উন্নীত হতে পারে।

فَالْقُوَّةُ الْأَضْبَارِ ۚ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا ۚ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذِلْكَ تَقْدِيرٌ
الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ^⑭

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ التَّجْوِهَ
لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلْمِتِ الْبَرِّ وَ
الْبَحْرِ ۚ قَدْ فَصَلَنَا الْأَيْتَ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ^⑯

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأْتُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةً فَمُسْتَقْرٌ وَمُشْتَوْدَعٌ ۚ قَدْ
فَصَلَنَا الْأَيْتَ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ^⑰

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجَنَا بِهِ نَبَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجَنَا
مِنْهُ خَضْرًا تُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّاً مُتَرَكِّبًا
وَمِنَ التَّخْلِي مِنْ طَلْعَهَا قَنْوَانَ دَارِيَةَ
وَجَثَتِ مِنْ أَعْنَابٍ وَالرَّيْتُونَ^١

এবং (কোন কোনটি) বিসদৃশ । এগুলোর ফলের প্রতি তোমরা লক্ষ্য কর যখন এতে ফল ধরে এবং তা পাকে । নিশ্চয় এসবের মাঝে এমন লোকদের জন্য নির্দর্শন রয়েছে যারা ঈমান আনে^{৮৮} ।

الرَّهْمَانَ مُشْتَهِيًّا وَّ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ
أُنْظُرُوا إِلَى شَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَبَيْنَهُ
إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَا يَتَّقْوِيهِ بُوْمَنُونَ ⑩

- ১০১। আর ক্রতারা আল্লাহর সঙ্গে জিনকে^{৮৯} শরীক করে,
 ১২ অথচ তিনিই এদের সৃষ্টি করেছেন । আর তারা কোন জ্ঞান
 [৬] ছাড়াই তাঁর প্রতি পুত্র ও কন্যা আরোপ করে । তিনি পরম
 ১৮ পবিত্র । আর তারা যা বর্ণনা করে তিনি এ থেকে বহু উর্ধ্বে ।

وَجَعَلُوا إِلَيْهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلْقَهُمْ
وَخَرَقُوا لَهُ بَيْنَيْنَ وَبَيْنَتِ يَغْيِرِ
عِلْمٍ ۖ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَّ عَمَّا يَصْفُونَ ⑩

দেখুন ৪ ক. ২৪১১৭; ৯১৩১; ১০৪১৯ ।

৮৮৪। এখানে ঐশী-বাণীকে বৃষ্টিধারার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে । তবে ঐশী-বাণী যদি সত্যই আল্লাহ তাআলার কৃপা হয়ে থাকে তাহলে যখনই কোন নবীর আবির্ভাব হয়েছে তখনই কেন বিবাদ, শক্রতা, মতভেদ ও লড়াই হয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে এ আয়াতে । এতে বলা হয়েছে, বৃষ্টি হলে যেমন ভাল এবং মন্দ উভয় গাছ-পালাই মাটিতে সুষ্ঠ বা গুপ্ত বীজ অনুযায়ী বেড়ে ওঠে, ঠিক তেমনি আল্লাহর নবীর আবির্ভাবে মানুষ, যারা এতকাল পরম্পরার মিশ্রিত অবস্থায় ছিল, তারা ভাল এবং মন্দ দু'ভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে । ‘সদৃশ’ এবং ‘বিসদৃশ’ শব্দদ্বয়ের অস্তিনিহিত অর্থ হচ্ছে, কোন কোন ফল একে অন্যের অনুরূপ এবং কতগুলো একটি অন্যটি থেকে ভিন্ন ।

বিভিন্ন প্রকার ফলের জন্য এটা প্রযোজ্য হতে পারে । সেগুলো এক দিক দিয়ে একটি অন্যটির সদৃশ এবং অন্যদিক দিয়ে বিসদৃশ অথবা একই শ্রেণীর ফলের জন্য প্রযোজ্য যদিও সেগুলো মোটামুটি প্রায় একই রকম । তবে সামান্য বৈসাদৃশ্যও থাকে । কত গুলো অন্যগুলো থেকে বেশি মিষ্টি এবং কতগুলো আবার রং বা আকারে বিসদৃশ । অনুরূপভাবে মানুষের মাঝেও যারা আল্লাহ তাআলার প্রেরিত নবীকে গ্রহণ করে এবং ঐশী-নির্দেশ মেনে চলে তাদের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য । তারা একজন অন্য জনের সাথে এক বিষয়ে সাদৃশ্য বহন করে, আবার অন্য বিষয়ে বিসদৃশ হয়ে থাকে । কোন কোন ব্যক্তি অন্যান্যদের থেকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে অধিক অংগামী হয়ে থাকে । আবার কোন কোন ব্যক্তি আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে এক ধাপ বেশি অগ্রগতি লাভ করে । অন্যেরা ভিন্ন স্তরে অধিক আগে বেড়ে যায় । তারা আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতায় ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে সিদ্ধি লাভ করে এবং তাদের মাঝে নিজ নিজ প্রাকৃতিক যোগ্যতা ও স্বাভাবিক মেয়াদ অনুযায়ী ভিন্নভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণাদি প্রকাশ পায় । ‘তা পাকে’ শব্দদ্বয় ফল পেকে যাওয়ার উপর্যুক্ত দ্বারা বিভিন্ন বস্তু বা বিষয়ের মাঝে কোন কোন দিক দিয়ে সাদৃশ্যের কথা প্রকাশ করছে । ঠিক যেমন একটি অপৰ্ণ ফলের নমুনা দ্বারা সেই শ্রেণীর সমস্ত ফলের বিচার করা অসঙ্গত, তেমনি ঐশী-বাণীর ফলাফলের মাঝে ক্রটি খুঁজে বের করার প্রচেষ্টাও অন্যায় । কারণ বিশ্বাসীগণের মাঝে কোন কোন ব্যক্তি তখনো আধ্যাত্মিক উন্নতির পর্যায়ে অগ্রসরমান রয়েছে, কিন্তু পূর্ণতায় পৌছেনি ।

৮৮৫। ‘জিন’ এমন এক সত্তা যারা সাধারণ মানুষ থেকে গুপ্ত বা দূরে থাকে । আয়াতটির মর্ম হলো, মানুষ যখন হোঁচট থেঁয়ে পতনেন্মুখ বা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে তখন সে ঐশী-বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে নিজ বিচার-বুদ্ধির যুক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং জিন ও ফিরিশ্তাকে আল্লাহ তাআলার শরীক করে বসে এবং তাঁর প্রতি পুত্র এবং কন্যা আরোপ করে থাকে ।

১০২। ^۷তিনি অনঙ্গিত থেকে আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। কিভাবে তাঁর পুত্র^{৮৮৬} হতে পারে যেক্ষেত্রে তাঁর কোন স্ত্রী-ই নেই? তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। আর তিনিই সব কিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

১০৩। ^۸ইনিই তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। ^۹(তিনি) সব কিছুর স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর। আর তিনিই সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক।

১০৪। দৃষ্টি তাঁর নাগাল পায় না। কিন্তু তিনি নিজেই দৃষ্টিতে ধরা দেন^{৮৮৭}। আর ^{۱۰}তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম (ও) সব বিষয়ে অবগত।

১০৫। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দৃষ্টি উন্মোচনকারী ^{۱۱}প্রমাণাদি^{৮৮৮} অবশ্যই এসে গেছে। অতএব যে তা উপলব্ধি করে^{৮৮৯} সে তার নিজের কল্যাণের জন্যই করে। আর যে অঙ্গ থাকবে^{৮৯০} এর দায়ভার তার (নিজের) ওপর বর্তাবে। সেক্ষেত্রে আমি তোমাদের রক্ষাকারী^{৮৯১} নই।

দেখুন ৪ ক. ২৪১১৮; খ. ৪০৩৬৩; গ. ১৩৪১৭; ৩৯৪৬৩; ঘ. ২২৪৬৪; ৬৭৪১৫; ঙ. ৭৪২০৪।

৮৮৬। ‘ওয়ালদুন’, ‘উলদুন’ বা ‘ওয়ালদুন’ অর্থ এক শিশু, একপুত্র, এক কন্যা বা যেকোন শিশু, শিশুরা, পুত্র, কন্যারা, শিশুরা, বংশধরাও বুঝায় (লেইন)। এক ব্যক্তির পুত্র হতে পারে তখনই যখন তার স্ত্রী থাকে। আল্লাহর পাছী নেই। অতএব তাঁর পুত্র থাকতে পারে না। তদুপরি যেহেতু আল্লাহ তাআলা সবকিছুর স্রষ্টা এবং পূর্ণরূপে সর্বজ্ঞ, সেই কারণে তাঁকে সাহায্য করার জন্য পুত্রের প্রয়োজন নেই অথবা তাঁর উপরাধিকারী থাকারও প্রয়োজন নেই।

৮৮৭। ‘বাসারুন’ বহুবচনে ‘আবসারুন’ অর্থ দৃষ্টি অথবা বুদ্ধি বা মেধা এবং ‘লতীফ’ অর্থ-ধারণাতীত বা উপলব্ধির অসাধ্য অতিসূক্ষ্ম, অস্পষ্ট, ধরা-ছো�ঝার বাইরে (লেইন ও তাজ)। এ আয়াতের মর্মার্থ হলো, পবিত্র ঐশী-বাণীর সহায়তা ছাড়া শুধু মানবীয় বিচার-বুদ্ধির দ্বারা আল্লাহ তাআলাকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। মানুষের চর্ম-চক্ষু দ্বারা তাঁকে দেখা যায় না। কিন্তু তিনি মানুষের নিকট নিজেকে প্রকাশ করেন তাঁর নবীগণের মাধ্যমে অথবা তাঁর সিফত বা গুণাবলীর বিকাশের মাধ্যমে। আধ্যাত্মিক চক্ষু দিয়েই তাঁকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

৮৮৮। ‘বাসায়েরুন’ অর্থ-প্রমাণ, যুক্তি, নির্দর্শন, সাক্ষ্যসমূহ (লেইন)।

৮৮৯। সে যুক্তি প্রয়োগ করে।

৮৯০। যে সত্যের প্রতি চক্ষু বক্ষ করে চলে অর্থাৎ চক্ষু ফিরিয়ে নেয় সে যেন বস্তুত অঙ্কই হয়ে যায়।

৮৯১। প্রত্যেক নবীর কর্তব্য হলো আল্লাহ তাআলার বাণীসমূহ মানুষের নিকট পৌছানো। তা গ্রহণ করার জন্য মানুষকে বাধ্য করা তাঁর কাজ নয়। প্রসঙ্গক্রমে এ আয়াত এ অভিযোগ খন্দন করে যে ইসলাম এর শিক্ষা বা আদর্শ প্রচারে শক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করে বা সমর্থন করে।

بِدِيْنَهُ السَّمْوَتْ وَالْأَرْضَ أَنْ يَكُونُ لَهُ
وَلَذَّةً لَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ
شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهِمْ
^{۱۰}

ذِلِّكُمْ أَنَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ دَلِيلٌ هُوَ خَالِقُ كُلِّ
شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ كَفِيلٌ
^{۱۱}

لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يَدْرِكُ الْأَبْصَارَ
وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
^{۱۲}

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَارُهُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ
آبَصَرَ فِي نَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَ
مَا آتَاكُمْ رَبُّكُمْ بِحَقِيقَةٍ
^{۱۳}

১০৬। আর ^٤এভাবেই আমরা নির্দশনাবলী বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করি (যেন তাদের জন্য যুক্তি প্রমাণের উপস্থাপন শেষ হয়) এবং তারা যেন বলে, ‘তুমি পড়ে শুনিয়ে দিয়েছ (এবং চূড়ান্ত যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করেছ) এবং আমরা যেন তা জ্ঞানবান লোকদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেই।’

১০৭। ^٥তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা ওহী করা হয় তুমি এর অনুসরণ কর। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আর তুমি মুশ্রিকদের উপেক্ষা কর।

১০৮। আর আল্লাহ্ যদি চাইতেন^٦ তারা শিরুক করতো না। আর ^٧আমরা তোমাকে তাদের রক্ষাকর্তা নিযুক্ত করিনি। আর তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়কও^٨ নও।

১০৯। আর আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তারা যাদের (উপাস্যরূপে) ডাকে তোমরা তাদের গালমন্দ করো না^٩। নতুবা তারা শক্রতাবশত না জেনে আল্লাহ্‌কেই গালমন্দ করবে। ^٩এভাবেই আমরা প্রত্যেক জাতিকে তাদের কার্যকলাপ সুন্দর^{١০} করে দেখিয়েছি। এরপর তাদের প্রভু-প্রতিপালকের দিকেই তাদের ফিরে যেতে হবে এবং তারা যা করতো সে সম্বন্ধে তিনি (তখন) তাদের অবহিত করবেন।

দেখুন ৪ ক. ৭৪৫৯; খ. ১০৪১১০; ৩৩৪৩; গ. ৩৯৪২; ৪২৪৭; ৮৮৪২৩; ঘ. ৬৪১২৩; ৯৪৩৭; ১০৪১৩; ২৭৪৫; ৪০৪৩৮; ৪৯৪৮।

৮৯২। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অসীম প্রজ্ঞানযায়ী মানুষকে স্বাধীন প্রতিনিধিরূপে সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতই তিনি যদি চাইতেন তাহলে তিনি মানুষকে সত্য অনুসরণের জন্য নিশ্চয় বাধ্য করতে পারতেন। কিন্তু মানুষের স্বার্থেই আল্লাহ্ তাআলা অনুগ্রহ করে বাধ্য-বাধকতা প্রয়োগ করেননি।

৮৯৩। ‘তত্ত্বাবধায়ক’ ‘অভিভাবক’ ‘রক্ষক’ অথবা ‘কার্যনির্বাহক’ শব্দগুলে কুরআন করীমে রসূলে আকরম (সাঃ) এর জন্য এ কারণে ব্যবহার করা হয়েছে যে তিনি (সাঃ) অন্যান্য মানুষের কর্মের জন্য দায়ী নন।

৮৯৪। এ আয়াতে শুধু প্রতিমা পূজারীদের সংবেদনশীলতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ দান করা হয়নি, বরং সকল জাতি এবং সকল সম্প্রদায়ের মাঝে বস্তুত এবং সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্য উদ্বৃদ্ধ করাও হয়েছে।

৮৯৫। ‘যাইয়ান্না’-‘তাদের কার্যকলাপ সুন্দর করে দেখিয়েছি’-এর অর্থ এমন নয় যে আল্লাহ্ তাআলা নিজেই মানুষের খারাপ কর্মগুলোকে সুন্দর করে দেখান। এর একমাত্র তাৎপর্য হলো, আল্লাহ্ তাআলা মানব-প্রকৃতিকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন (এবং আল্লাহ্ তাআলার এ নিয়মে মানবের সর্বপ্রকার উন্নতির গোপন রহস্য নিহিত) যে মানুষ যখন কোন বিশেষ কাজে অধ্যবসায় চালায় তখন সেই কাজের প্রতি তার আস্ত্রি জন্মে এবং তার সেই কর্ম তার দৃষ্টিতে সুশোভিত মনে হতে থাকে। এ সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী মুশ্রিকরা তাদের প্রতিমার উপাসনা করতে পছন্দ করে এবং তা তাদের নিকট তাল এবং পুরস্কারযোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

وَكَذِلِكَ نُصَرِّفُ الْأَيَّالَ وَلِيَقُولُوا
دَرَسْتَ وَلِنَبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ^١

إِشْعَمْ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ جَلَّ رَبَّهُ
إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ^٢

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا آشَرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ
عَلَيْهِمْ حَفِظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
بُوَكِيلٌ^٣

وَلَا تَسْبِبُوا الَّذِينَ يَذْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ فَيَسْبِبُوا اللَّهَ كَذِلِكَ يَغْيِرُ عَلِيهِمْ
كَذِلِكَ زَيَّنَاهُ كُلُّ أَمَّةٍ عَمَلَهُمْ شَمَالِي
رَبِّهِمْ تَرْجِعُهُمْ فَيُنَزِّهُمْ بِمَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ^٤

১১০। আর তারা আল্লাহর দৃঢ় কসম খেয়ে বলে, তাদের কাছে যদি কোন একটি নিদর্শনও আসে তাহলে নিশ্চয় তারা এতে ঈমান আনবে। তুমি বল, ‘নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সব ধরনের নিদর্শন রয়েছে। আর তাদের কাছে এ (নিদর্শনাবলী) এলেও তারা যে ঈমান আনবে না একথা তোমাদের কিসে বুঝাবে^{৮৯৬}?’

- ★ ১১১। আর সূচনাতেই আমাদের নিদর্শনাবলীকে তাদের প্রত্যাখ্যান করার দরুণ আমরা তাদের অন্তর ও দৃষ্টিশক্তি আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিব এবং [‘]আমরা তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় দিশেহারা অবস্থায় ছেড়ে দিব^{৮৯৭}।

১৩
[১০]
১৯

১১২। আর আমরা যদি তাদের প্রতি ফিরিশ্তাদের অবতীর্ণ করতাম এবং [‘]মৃত্যু^{৮৯৮} তাদের সাথে কথা বলতো আর আমরা সব কিছু তাদের সামনে^{৮৯৯} একত্র করে দিতাম তবুও তারা ঈমান আনতো না। তবে আল্লাহ চাইলে সে কথা ভিন্ন। কিন্তু তাদের অধিকাংশই অজ্ঞের (ন্যায়) আচরণ করে।

১১৩। আর [‘]এভাবেই আমরা মানুষ ও জিনদের^{৯০০} মধ্য থেকে শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শক্তি বানিয়ে দিয়েছি। তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অন্যের অন্তরে চমকপ্রদ সাজানো কথার ইঙ্গিত দেয়। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক যদি চাইতেন তাহলে তারা এমনটি করতো না। অতএব তুমি তাদেরকে এবং তাদের মনগড়া কথাকেও পরিত্যাগ কর।

দেখুন : ক. ২৪১৬; খ. ১৩৪৩২; গ. ২৫৪৩২।

৮৯৬। উপরোক্ত অর্থ ছাড়াও এ অ্যায়াতের শেষাংশের অনুবাদ এভাবেও করা যেতে পারে : ‘নিশ্চয় নিদর্শনাবলী আল্লাহ তাআলার নিকট আছে এবং তা-ও আল্লাহর নিকট আছে যার মাধ্যমে তুমি জানতে পারবে, যখন নিদর্শন প্রকাশিত হবে তখন তারা বিশ্বাস করবে না।’

৮৯৭। কাফিরদের অতীতের অসংকরণগুলো যা আল্লাহ তাআলার নিকট সংরক্ষিত রয়েছে। নিদর্শন দেখা সত্ত্বেও সেগুলো তাদের সত্য এহেনে অস্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, যতক্ষণ না তারা প্রতিমা উপাসনার কুঅভ্যাস পরিত্যাগ করে।

৮৯৮। ফিরিশ্তাগণের কাজের মাঝে একটি হলো, মানুষের মনে শুভ চিন্তার সঞ্চার করা এবং সত্যের প্রতি আকর্ষণ করা (৪১৪৩২;৩৩)। কোন কোন সময় তারা এ কাজটি মানুষের স্বপ্ন এবং কাশ্ফ (দিব্যদর্শন) এর মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকেন। প্রেরিত নবীর দাবীর সত্যতার সাক্ষ্য দেয়ার জন্য কখনো পরলোকগত পুণ্যবান বা ধার্মিক ব্যক্তি স্বপ্নে মানুষের নিকট দেখা দেয়। অন্য এক পক্ষে রয়েছে যার মাধ্যমে যৃত ব্যক্তিগণ মানুষের সাথে কথা বলেন। যখন কোন মানব গোষ্ঠী বা জাতি আধ্যাত্মিকভাবে মরে যায় তখন সমসাময়িক নবীর শিক্ষার মাধ্যমে তাদেরকে নতুন করে আধ্যাত্মিকভাবে পুনর্জীবিত করা হয় এবং তাদের আধ্যাত্মিক পুনর্জীবন বা অভূত্থান ঠিক যেন অস্বীকারকারীদের কাছে কথা বলে এবং সমাগত নবীর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে।

৮৯৯ ও ৯০০ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَأَقْسَمُوا بِإِلَهٍ جَهَدَ أَيْمَانَهُمْ
لَئِنْ جَاءَ ثُمَّمَا يَرَى لَيُؤْمِنَنَّ بِهَا قُلْ
إِنَّمَا إِلَيْتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشَرِّكُهُ
أَنَّهَا لَا يَجِدُونَ لَيُؤْمِنُونَ^⑩

وَنَقَلِبَ أَفِيدَتْهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا
لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْلَ مَرَّةً وَنَذَرُهُمْ
فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَلُونَ^⑪

وَلَوْا نَّا نَزَّلْنَا لَيْهُمُ الْمَلِئَكَةَ وَبِ
كُلِّمَهُمُ الْمَوْقِعَ حَسْرَنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ
شَيْءٍ قُبْلًا مَا كَانُوا لَيُؤْمِنُوا إِلَّا
يَسْأَءُ اللَّهُ وَلِكَنْ أَكْثَرُهُمْ
يَجْهَلُونَ^⑫

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا
شَيْطَانَ الدُّنْسِ وَالْجِنِّ يُوَحِّي
بَعْضُهُمْ لَهُ بَعْضٌ رُّخْرُفُ القَوْلِ
غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْ
فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ^⑬

১১৪। আর (তাঁর উদ্দেশ্য হলো) পরকালের প্রতি যারা ঈমান আনে না (তাদের কৃতকর্মের ফলে) তাদের অন্তর যেন এ (প্রতারণার) দিকে ঝুঁকে এবং তারা যেন এ (প্রতারণা) পছন্দ করতে শুরু করে এবং তারা যেন তাদের কার্যকলাপের পরিণতি দেখে নেয়^{১০০-ক}।

১১৫। (তুমি বল) তবে কি আমি আল্লাহু ছাড়া অন্য কাউকে বিচারক (হিসেবে) চাইতে পারি, অথচ ক্ষতিনিঃ তোমাদের প্রতি বিশদভাবে বর্ণিত কিতাব অবতীর্ণ করেছেন? আর আমরা যাদেরকে ক্ষিতাব^{১০১} দিয়েছি তারা জানে, নিশ্চয় এ (কিতাব) তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যথাযথ প্রজ্ঞার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে। সুতরাং তুমি কখনো সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

১১৬। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কথা সত্যতা ও ন্যায়বিচারের^{১০১-ক} দিক থেকে পূর্ণ হবেই হবে। (কেননা) গ়-তাঁর কথা^{১০২} পরিবর্তন করার কেউ নেই। আর তিনি সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

দেখুন : ক. ৭৪৫৩; ১২৪১১২; ১৬৪৯০; খ. ২৪১৪৭; ৬৪২১; গ. ৬৪৩৫।

৮৯৯। এখানে প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনার সাক্ষ্য-প্রমাণের কথা বলা হয়েছে, যা নবীর সত্যতাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে যেমন ৪- ভূমিকশ্চ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ এবং অন্যান্য দৈবদুর্বিপাক। এভাবেই প্রকৃতি নিজেই কাফিরদের প্রতি রুদ্রজনপে আত্মপ্রকাশ করে, প্রতিটি প্রাকৃতিক উপকরণই তাদের বিরুদ্ধে তৎপর হয়ে ওঠে।

৯০০। ‘আল ইন্স’ ও ‘আল জিন, অর্থ-সাধারণ মানুষ এবং জিন। শব্দগ্রন্থ কুরআনের বহু আয়াতে পাওয়া যায়। এ দিয়ে আল্লাহু তাআলার সৃষ্টি প্রাণীর দু’টি ভিন্ন প্রজাতি বুঝায় না, বরং মুনষ্যজাতির দু’টি শ্রেণীকে বুঝায়। ‘মানুষ’ শব্দটি জনগণ বা সাধারণ লোক অর্থ ব্যক্ত করে এবং ‘জিন’ শব্দ দ্বারা বড়লোক বুঝায়, যারা সাধারণ জনগণ থেকে দূরে থাকে এবং তাদের সাথে মেলামেশা করে না, বাস্তবে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকে।

৯০০-ক। যাতে তারা তাদের অসংকর্মে লেগে থাকে। শব্দগুলির মর্মার্থ এও হতে পারে যে তারা যা অর্জন করে এর ফল তাদেরকে ভোগ করতে থাকে।

৯০১। এ ‘কিতাব’ কুরআন শরীফের দিকেও ইঙ্গিত হতে পারে। কারণ কেবল পূর্ববর্তী ঐশী-গ্রন্থসমূহই নয় বরং কুরআন নিজেও নবী করীম (সঃ) এর সত্যতার দৃঢ় সত্যায়নকারী। কুরআন এমন সব শিক্ষা বহন করে, যেগুলো প্রচলিত ধ্যান-ধারণা এবং বিশ্বাসের বিপরীত হলেও পক্ষপাতশূন্য লোকের কাছে আবৃত্তি করলে এবং ব্যাখ্য করে বুঝালে তারা সেগুলোর মৌক্ষিকতা মেনে নিতে বাধ্য হয়।

৯০১-ক। বর্ণিত আছে যে মক্কা বিজয়ের সময় যখন হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ) কাঁবা গৃহে প্রবেশ করেছিলেন তখন তা ছিল প্রতিমায় ভর্তি এবং তিনি একটার পর একটা মূর্তি তাঁর লাঠির আঘাতে ভেঙ্গে চূরমার করেছিলেন এবং ভবিষ্যত্বাণীর শ্র শব্দগুলোর আবৃত্তি করেছিলেন, ‘আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কথা সত্যতা ও ন্যায় বিচারের দিক দিয়ে পূর্ণ হবেই হবে’। এরপে পরোক্ষভাবে উল্লেখিত মক্কার কাফিরদের পতনের এ ঘটনার সঙ্গে আল্লাহু তাআলার বাণী অবশ্যই পূর্ণ হয়েছিল (মনসূর)।

৯০২। ঐশী-ভবিষ্যত্বাণীসমূহ বা পন্থা এবং পদ্ধতি যার মাধ্যমে আল্লাহর কানুন বা বিধান তাঁর প্রেরিত নবীদের সাহায্যার্থে কাজ করে থাকে।

وَ لِتَصْنَعَ رَأْيَهُ أَفْئَدَةُ الْذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ لِيَزِّفُوهُ وَ
لِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ^(১)

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغَى حَكْمًا وَ هُوَ
الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَبَ
مُفَصَّلًا وَ الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَبَ
يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِّنْ رَّبِّكَ
بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
الْمُمْتَرِينَ^(২)

وَ تَمَثُّلَ كَلْمَاتُ رَبِّكَ صَدَقًا وَ عَدْلًا
لَا مُبِيلَ لِكَلْمِيْتِهِ وَ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ^(৩)

★ ১১৭। আর তুমি পৃথিবীবাসীর অধিকাংশের আনুগত্য করলে
তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে।^৪ তারা
শুধু (অলীক) ধারণার বশবর্তী হয়ে চলে এবং তারা কেবল
আঁধারে চিল ছেঁড়ে।

১১৮। যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে নিশ্চয় ^৫ তোমার
প্রভু-প্রতিপালক তার বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞাত। আর তিনি
হেদায়াতপ্রাপ্তদের^{১০০} সম্বন্ধেও সর্বাধিক জ্ঞাত।

১১৯। অতএব তোমরা যদি তাঁর আয়াতসমূহে বিশ্বাসী হয়ে
থাক^{১০৪} তাহলে শুধু তা-ই ^৬ খাও যেগুলোতে আল্লাহর নাম
নেয়া হয়েছে।

১২০। আর তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কেন তা খাবে না
যেগুলোতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে? অথচ তিনি তোমাদের
জন্য যা হারাম করেছেন ^৭ তা তিনি তোমাদের জন্য
বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। তবে যে ক্ষেত্রে তোমরা
নিরূপায় হয়ে (খেতে) বাধ্য হও সেটা ভিন্ন কথা। আর নিশ্চয়
অনেকে না জেনেই নিজেদের খেয়ালখুশির বশে (লোকদের)
বিপথগামী করে। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকই
সীমালংঘনকারীদের সম্বন্ধে সর্বাধিক জ্ঞাত।

★ ১২১। আর ^৮ পাপ প্রকাশ্য হোক বা গোপন হোক তোমরা তা
বর্জন কর। যারা পাপ করে যা অর্জন করে অবশ্যই তাদেরকে
এর প্রতিফল দেয়া হবে।

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضْلُّوكَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنْ يَتَّبِعُونَ رَلَّا
الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ لَا يَخْرُصُونَ^{১১}

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضْلُّ عَنْ
سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ^{১১}

فَكُلُّوا مِمَّا دُكَرَ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ
كُنْتُمْ بِإِيمَانِهِ مُؤْمِنِينَ

وَمَا لَكُمْ أَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا دُكَرَ أَسْمُ
اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّتْ مُلَيْنِيْهِ وَإِنَّ
كَثِيرًا لَيُضْلُّونَ بِإِهْوَانِهِمْ بِغَيْرِ
عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ^{১২}

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنْ
الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيْجَرُونَ
بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ^{১৩}

দেখুন : ক. ১০৪৩; ৫৩৪২; খ. ১৬৪১২৬; গ. ৫৪৫; ঘ. ২৪১৭৪; ৫৪৪-৫; ৬৪১৪৬; ১৬৪১১৬; ঙ. ৬৪১৫২; ৭৪৩৪।

১০৩। ঈমানের ক্ষেত্রে কোনটি সত্য বা মিথ্যা এর বিচারকরূপে সংখ্যাগরিষ্ঠতা গ্রহণযোগ্য নয়। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই অভ্রান্ত
বিচারক। তিনি তাঁর বিচারের রায় বা সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন ঐশ্বী-নির্দর্শন প্রকাশ করার মাধ্যমে এবং সত্য-সন্ধানীদের সাহায্য করার
মাধ্যমে।

১০৪। আয়াত ২৪১৭৩ এবং ২৩৪৫২ ব্যক্ত করে যে ভাল এবং বিশুদ্ধ অর্থাত পাক-পবিত্র খাদ্য গ্রহণের সরাসরি প্রভাব রয়েছে মানবের
ক্রিয়াকর্মের উপরে। সুতরাং মুমিনদেরকে এখানে আদেশ দেয়া হয়েছে তারা যেন স্বাস্থ্যকর বা হিতকর ও বিশুদ্ধ এবং পবিত্র খাদ্য
গ্রহণ করে যাতে তাদের ঈমান দৃঢ় হয় এবং অস্তরের কল্যাণতা দূরীভূত হয়।

১২২। আর যেগুলোতে আল্লাহর নাম দেয়া হয়নি ক্ষেত্রে তোমরা তা খেয়ো না^{১০৫}। নিশ্চয় এ (কাজ হলো) অবাধ্যতা। আর নিশ্চয় শয়তানরা তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের অস্তরে ওহী করে (অর্থাৎ কুপ্রোচনা দেয়) যেন তারা তোমাদের সাথে বিবাদ করে। আর তোমরা তাদের আনুগত্য করলে নিশ্চয় তোমরা
১৪
[১১] ১ মুশ্রিক হয়ে যাবে।

১২৩। যে ব্যক্তি মৃত ছিল এবং আমরা যাকে জীবিত করলাম এবং যার জন্য এমন আলো সৃষ্টি করলাম যার সাহায্যে সে লোকদের মাঝে চলাফেরা করে, সে কি সেই ব্যক্তির মত হতে পারে, যে এমন ঘোর অঙ্ককারে (ডুবে) আছে যা থেকে সে কখনো বের হবার নয়^{১০৬}? এভাবেই কাফিরদের কৃতকর্ম তাদের কাছে সুন্দর করে দেখানো হয়েছে।

★ ১২৪। আর এভাবে আমরা প্রত্যেক জনপদে এর অপরাধীদের নেতাদেরকে (সত্যের বিরুদ্ধে) ষড়যন্ত্র করতে সেখানে সুযোগ দিয়েছিলাম। আর তারা কেবল নিজেদের বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না।

১২৫। আর তাদের কাছে যখন কোন নির্দর্শন আসে তখন তারা বলে, ‘আল্লাহর রসূলদের যেরূপ (নির্দর্শন) দেয়া হয়েছিল তেমনটি আমাদের না দেয়া পর্যন্ত আমরা কখনো ঈমান আনবো না’। আল্লাহ সবচেয়ে ভাল জানেন তিনি তাঁর রিসালত^{১০৬-ক} কোথায় অর্পণ করবেন। যারা অপরাধ করেছে তাদের ষড়যন্ত্রের দরক্ষ তাদের ওপর নিশ্চয় আল্লাহর পক্ষ থেকে লাঞ্ছনা ও কঠোর আয়াব নেমে আসবে।

দেখুন : ক. ৫:৪; ৬:১৪৬; খ. ৮:২৫; গ. ৬:১০৯; ১০:১৩; ২৭:৫; ঘ. ১৭:১৭; ঙ. ২৮:৪৯।

১০৫। এ আয়াত ব্যাখ্যা করেছে, কেন মৃত প্রাণী যার ওপর আল্লাহ তাআলার নাম বিনয়ের সাথে দেয়া হয়নি অর্থাৎ সঠিক নিয়মে জবাই করা হয়নি, তা ভক্ষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যথাবিধি আল্লাহ তাআলার নাম উচ্চারণ মানুষের অস্তরে পবিত্রকরণ ক্রিয়ার উৎপত্তি করে, ফলে প্রাণী জবাই করার কারণে মনের মাঝে যে কাঠিন্য সৃষ্টি হয় তা দূর হয়।

১০৬। পূর্বেকার আয়াতসমূহে ইঙ্গিত করা হয়েছিল, মানব রচিত বিধান সর্বদাই ক্রটিপূর্ণ। বর্তমান আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, মানুষের প্রবর্তিত শিক্ষা গ্রন্থি-শিক্ষার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না। কেবলমাত্র মানবীয় বিদ্যা-বুদ্ধির সহায়তায় যারা নিয়ম-কানুন বা বিধান প্রণয়ন করে থাকে তারা সেই ব্যক্তির মত, যে অঙ্ককারে পথ হাতড়ায় যেখান থেকে সে কখনো বাইরে আসতে পারে না।

১০৬-ক। আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে ভাল জানেন কে তাঁর নবী হবার উপযুক্ত এবং কে নয়। [‘হায়সু’ শব্দে ‘যরফে যামান’ (কখন) আর ‘যরফে মকান’ (কোথায়) উভয়ই অস্তর্ভুক্ত (মুনজিদ দেখুন)]

وَكَلَّا لَيْلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ امْلُو
عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ
كَيْوُحُونَ إِلَى آذِلِيَّتِهِمْ لِيُجَادِلُهُمْ
وَإِنَّ أَطْعَثْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشَرِّكُونَ^{১০৭}

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ
نُورًا يَئْمِنُهُ بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَنَّ
فِي الظُّلْمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا
كَذَلِكَ زُيْنَ لِلْكُفَّارِ يَقَوْنَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ^{১০৮}

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي حُلْ قَرِيْبَةَ
أَكْبَرَ مُجْرِمِيهِمْ لِيَمْكُرُونَ فِيْهِمَا وَمَا
يَمْكُرُونَ إِلَّا بِإِنْفِسِهِمْ وَمَا
يَشْعُرُونَ^{১০৯}

وَلَدَا جَاءَتْهُمْ أَيْتَهُ قَالُوا لَنْ
نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتِي مِثْلَ مَا أُوتِيَ
رُسُلُ اللَّهِ وَآتَنَا اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ
رِسْلَتَهُ سَيِّصِينِبِ الْأَذْيَنَ أَجْرَ مُؤْمِنِ
صَغَارِ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابَ شَرِيكِيْمَا
كَانُوا يَمْكُرُونَ^{১১০}

★ ১২৬। আর আল্লাহ্ যাকে হেদয়াত দিতে চান তার অন্তরকে তিনি ইসলাম (গ্রহণের) জন্য প্রসারিত করে দেন এবং যাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করতে চান তার অন্তরকে★ তিনি এমন সংকীর্ণ (ও) সংকুচিত করে দেন যেন সে খাড়া উচ্ছতায় চড়ছে^{১০৭}। যারা ঈমান আনে না ক'আল্লাহ্ এভাবেই তাদের শান্তি দেন।

১২৭। আর ^{এ-ই} হলো তোমার প্রভু-প্রতিপালকের সরলসুদৃঢ় পথ। নিশ্চয় আমরা উপদেশগ্রহণকারী লোকদের জন্য নির্দর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি।

১২৮। তাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্য রয়েছে^গ শান্তির আবাস। আর তারা যে (সৎ) কর্ম করতো এর দরুন তিনি তাদের অভিভাবক হয়ে গেছেন।

১২৯। আর (স্মরণ কর) ^{যেদিন} তিনি তাদের সবাইকে একত্র করবেন (এবং বলবেন), 'হে জিনের দল!^{১০৮} তোমরা জনগণের অনেককে (নিজেদের) অনুগামী করে নিয়েছিলে^{১০৯}। আর জনগণের মাঝ থেকে তাদের বন্ধুরা বলবে, 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের একদল আরেক দলকে দিয়ে স্বার্থ উদ্ধার করেছে এবং আমরা আমাদের সেই সময়সীমায় উপনীত হয়েছি যা তুমি আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছিলে।' তিনি বলবেন, 'আগুন হলো তোমাদের ঠাঁই। এতে (তোমরা) দীর্ঘকাল থাকবে। তবে আল্লাহ্ (অন্য কিছু) চাইলে সে কথা ভিন্ন।' নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক পরম প্রজ্ঞাময় (ও) সর্বজ্ঞ^{১১০}।

فَمَنْ يُرِدَ اللَّهُ أَنْ يَهْرِيَهُ يَسْرِخْ
صَدْرَةَ لِلَّادِ سَلَامٌ وَمَنْ يُرِدَ أَنْ يُضْلِلَ
يَجْعَلُ صَدْرَةَ ضَيْقًا حَرَجًا كَانَمَا
يَصَدِّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ
الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ^{১১}

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا فَإِنَّ
فَصَلَنَا إِلَيْتِ لِقَوْمٍ يَدَ كَرُونَ^{১১}

لَهُمْ دَارُ السَّلَمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ
وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ^{১২}

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشِرَ
الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرُتْهُمْ مِنَ الْأَنْوَافِ
وَقَالَ أَوْلَيُوهُمْ مَنْ الْأَنْوَافِ رَبَّنَا
اَسْتَمْتَعَ بِغُصْنَانِ بَعْضٍ وَبَلَغْنَا
آجَلَنَا الَّذِي آجَلْنَا لَنَا فَقَالَ الشَّاءُ
مَتْوَكِّمٌ خَلِدَ بَيْنَ فِيهِمَا لَا يَعْلَمُ
شَاءَ اللَّهُ طَرَقَ رَبِّكَ حَكِيمٌ عَلَيْهِمْ^{১৩}

দেখুন ৪ ক. ১০৪১০১; খ. ৬৪১৫৪; গ. ১০৪২৬; ঘ. ৭৪৩৯-৮০; ১০৪২৯; ৩৪৪৩২।

★ [‘সদর’ শব্দটির অর্থ ‘অন্তর’ ও হয়ে থাকে—আল মুনজিদ। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যারত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তৃক প্রদত্ত টিকা দ্রষ্টব্য)]

৯০৭। যে ব্যক্তি পৰিত্র আদেশসমূহকে বোঝাস্বরূপ মনে করে এবং তা পালন করাকে শারীরিক ক্লেশ এবং মানসিক বিরক্তি ও ঝাঙ্গাটপূর্ণ মনে করে তার বক্ষ সংকীর্ণ হয়ে যায়, ঠিক সেই ব্যক্তির মত যে খাড়াভাবে ওপরে উঠতে চেষ্টা করে।

৯০৮। ‘মা’শার’ শব্দের অর্থঃ মানুষের দল যারা সবাই একই কাজে জড়িত (লেইন)। এ আয়াতে ‘আল জিন’ দ্ব্যুরহিনভাবে মানুষের মাঝেই ক্ষমতাবান ও মর্যাদাপূর্ণ মানব গোষ্ঠীকে বুঝাচ্ছে, যা ‘আল ইনস’ এর বিপরীতার্থক, অর্থাৎ দুর্বল ও দরিদ্র মানব সম্প্রদায় বা শ্রেণী হলো ইনস।

৯০৯। এ আরবী শব্দগুলোর অর্থঃ- (১) তুমি তোমার পক্ষে জনসাধারণ থেকে অনেকে লোকের সমর্থন লাভ করেছ এবং তোমার অনুগামী করেছ, (২) জনগণের উপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেছ, অর্থাৎ সাধারণ লোকেরা পাছে তোমার সমর্থন বা অনুগমন থেকে বিরত থাকে সে ভয়ে তুমি সত্য গ্রহণ করনি। ঠিক যেমন দুর্বল গণমানুষ শক্তিশালী লোকদের ভয়ে সত্য গ্রহণ করে না, একইরূপে ক্ষমতাবান লোকেরাও কোন কোন সময় তাদের অনুসারীর ভয়ে তীত হয় এবং সত্য গ্রহণ করে না পাছে তারা (অনুসারীরা) তাদেরকে পরিত্যাগ করে।

৯১০। আয়াতটি এ তথ্য সমর্থনে আরো একটি প্রমাণ রেখেছে যে ‘জিন’ শব্দ দ্বারা এখানে কেবল মানব জাতির এক শ্রেণী বা দল বুঝায় অর্থাৎ প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর এবং মানুষের একদল যারা অন্য শ্রেণীকে শোষণ করে। মানুষ ছাড়া ভিন্ন কোনও শ্রেণীর ‘জিন’ মানবকুলকে শোষণ করেছে বলে জানা যায় না। তা ছাড়া ঐশ্বী-সংবাদ-বাহক বা আল্লাহ্ তাআলার নবীগণ তাদের মাঝে কখনো আবির্ভূত হয়েছে বলেও জানা যায় না।

[৮] ১৩০। আর এভাবেই আমরা যালেমদেরকে তাদের কৃতকর্মের
২ দরুন পরম্পরের বন্ধু^{৯১০-ক} করে দেই।

১৩১। ^ক‘হে জিন ও মানুষের দল! তোমাদের কাছে কি
তোমাদেরই মাঝ থেকে এমন সব রসূল আসেনি যারা
তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করতো এবং
তোমাদেরকে এ দিনের মুখোমুখী হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক
করতো?’ তারা বলবে, ‘আমরা আমাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে
সাক্ষ্য দিচ্ছি।’ আর পার্থিব জীবন তাদের প্রতারিত করেছিল।
আর ^খ‘তারা নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেরাই এ কথার সাক্ষ্য দিবে,
তারা নিশ্চয় কাফির ছিল।

১৩২। এ (সব রসূল পাঠানোর) কারণ হলো, ^গতোমার প্রভু-
প্রতিপালক জনপদগুলোকে কখনো^{১১} সেগুলোর অধিবাসীদের
অসতর্ক থাকা অবস্থায় অন্যায়ভাবে ধ্বংস করেন না।

১৩৩। আর প্রত্যেকের জন্য তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী
পদমর্যাদা রয়েছে। আর তারা যা করছে তোমার প্রভু-
প্রতিপালক সে সম্বন্ধে অমনোযোগী নন।

১৩৪। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক পরম ঐশ্বর্যশালী (ও)
^ঘকৃপার অধিকারী। ^ঝতিনি চাইলে তোমাদের বিলুপ্ত করে
দিতে পারেন। আর তোমাদের পর তিনি যাকে চান
স্থলাভিষিক্ত করে দিবেন যেভাবে তিনি তোমাদেরকেও অন্য
এক জাতির বংশধর থেকে উত্থান ঘটিয়েছিলেন।

১৩৫। ^ঞনিশ্চয় তোমাদেরকে যে (আয়াব) সম্পর্কে ভয়^{১২}
দেখানো হচ্ছে তা আসবেই আসবে। আর তোমরা কিছুতেই
(আমাদের) ব্যর্থ করতে পারবে না।

وَكَذِلِكَ نُؤْلِي بَعْضَ الظَّلِيمِينَ^{১৩}
بَغْضًا إِمَّا كَانُوا يَحْسِبُونَ^{১৪}

يَمْعَشَرَ الْجِنِّ وَالْأَنْجَنِ أَكْمَيَ أَتَكُمْ
رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ أَيْتِيَ وَ
يُنَذِّرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمٍ مُّكَفَّهٍ هَذَا، فَإِنَّا
شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ
الْدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ
كَانُوا كُفَّارِينَ^{১৫}

ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ (َبِلَكَ مُهْلِكَ
الْقُرَى بِظُلْمٍ وَآهَلُهَا غَفَلُونَ^{১৬}

وَلِكُلِّ دَرْجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَ مَا
ذَلِكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَحْمِلُونَ^{১৭}

وَرَبِّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ رَانِ يَشَا^{১৮}
يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمْ
مَا يَشَاءُ كَمَا آتَشَاءَ كُمْ مِنْ ذِرَّةٍ
قَوْمٌ أَخَرِينَ^{১৯}

إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَا تُتْ^{২০} وَ مَا آتَتُمْ
بِمُعْجِزِينَ^{২১}

দেখুন ৪ ক. ৩৯৪৭২; ৪০৪১; ৬৭৪৯-১০; খ. ৭৪৩৮; গ. ১১৪১১৮; ২০৪১৩৫; ২৬৪২০৯; ২৮৪৬০; ঘ. ৬৪১৪৮; ১৮৪৫৯; ঙ. ৪৪১৩৮; ১৪৪২০;
৩৫৪১৭ ; চ. ১১৪৩৮; ৪২৪৩২।

৯১০-ক। এর অর্থ এরপও হতে পারে, ‘এবং এভাবে আমরা কিছু অসৎ লোককে অন্যদের ওপরে চাপিয়ে দিয়ে থাকি’।

৯১১। হযরত নবী করীম (সা) সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। অতএব ‘আল কুরা’ শব্দটি তাঁর ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য।

৯১২। আসন্ন দৈবদুর্বিপাক সম্বন্ধে সতর্ককারী না পাঠিয়ে আল্লাহ্ তাআলা কখনো সাধারণের জন্য শান্তি প্রেরণ করেন না। এখানে
উল্লেখিত বিপদ-আপদ দ্বারা সাধারণভাবে আপত্তি দৈব-দুর্বিপাক বুবায় যথা- ভূমিকম্প, বিধ্বংসী যুদ্ধ, মহামারী ইত্যাদি যা গোটা
জনগোষ্ঠীকেই আঘাত করে থাকে।

১৩৬। তুমি বল, ‘হে আমার জাতি! তোমরা তোমাদের পদ্ধতিতে কাজ করে^{১৩} যাও। নিশ্চয় আমিও (আমার পদ্ধতিতে) কাজ করে যাব। ইহকালের (সর্বোত্তম) পরিণাম কার, অচিরেই তোমরা (তা) জানতে পারবে। নিশ্চয় যালিমরা কখনো সফল হয় না।

- ★ ১৩৭। আর তারা আল্লাহর জন্য তাঁরই সৃষ্টি শস্যক্ষেত ও গবাদি পশুর এক অংশ নির্দিষ্ট করে থাকে। আর তারা নিজেদের কল্পনা অনুযায়ী বলে, ‘এ হলো আল্লাহর জন্য এবং এ হলো আমাদের শরীকদের জন্য’। কিন্তু যা তাদের শরীকদের জন্য তা আল্লাহর কাছে পৌছে না, অথচ যা আল্লাহর জন্য তা তাদের শরীকরা পেয়ে যায়। তারা যে সিদ্ধান্ত^{১৪} করছে তা কত মন্দ!

- ★ ১৩৮। আর এভাবেই মুশরিকদের অনেককে তাদের (কল্পিত) শরীকরা^{১৫} তাদেরকে ধ্রংস করতে এবং তাদের ধর্মকে তাদের জন্য সন্দেহযুক্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের নিজেদের সন্তানসন্ততিকে^{১৬} হত্যা করাকে সুন্দর করে দেখিয়েছে। আর আল্লাহ যদি চাইতেন তারা এমনটি করতো না। অতএব তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও এবং তাদের মনগড়া কথাও (উপেক্ষা কর)।

দেখুন : ক. ১১৯৮; ১১২; ৩৯৪০-৪১; খ. ১৬৪৭।

৯১৩। এ শব্দগুলোর অর্থ : (১) তোমরা তোমাদের মত কাজ করতে থাক, (২) তোমরা নিকৃষ্টতম ব্যবহার কর। এ আয়াতে মকার পৌত্রিকদেরকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা হয়েছে যে ইসলামকে সম্পূর্ণ নির্মূল করার জন্য ও মুসলমানদের ক্ষুদ্র সম্প্রদায়কে ধ্রংস করার জন্য তারা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করার চেষ্টা করে দেখুক। কিন্তু তারা তাদের দুরত্বসন্ধিপূর্ণ পরিকল্পনা এবং প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।

৯১৪। আরববাসীর এক পৌত্রিক প্রথা সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা ভূমির উৎপাদিত দ্রব্যাদি খোদা ও প্রতিমার জন্য ভাগ করতো। প্রতিমার জন্য রক্ষিত অংশ যদি অন্য কোন উপলক্ষ্যে খরচ হয়ে যেত তাহলে খোদার জন্য রাখা অংশ থেকে তাদের দেবমূর্তির নামে দান খয়রাত করতো। কিন্তু খোদার নামে রক্ষিত অংশ অন্য কোন উদ্দেশ্যে যদি খরচ হয়ে যেত তা হলে দেবতার জন্য সংরক্ষিত অংশ থেকে খোদার নামে দান করা হতো না।

৯১৫। এখানে শরীক বলতে তথাকথিত ধর্মীয় ব্যক্তিত্বগণ, জোতির্বিদ প্রভৃতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৯১৬। কোন কোন আরব উপজাতির মাঝে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অপসারিত করার জন্য কন্যা-সন্তানকে হত্যা করা বা জীবিত কবরস্থ করা অথবা দেব-দেবীর বেদীতে বলিনৱপে অর্পণ করার যে নৃশংস প্রথা ছিল এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথবা এটা তাদের সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্রত বা শপথের প্রতি ও ইঙ্গিত হতে পারে যে তাদের এক বিশেষ সংখ্যক সন্তান যদি থাকতো তা হলে তাদের একজনকে বলির জন্য উৎসর্গ করতে হতো।

قُلْ يَقُولُهُ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي
عَامِلٌ بِقَسْوَفَ تَعْلَمُونَ «مَنْ تَكُونُ لَهُ
عَاقِبَةُ الدَّارِدِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

وَجَعَلُوا إِلَهًٰ مِقَادِرًا مِنَ الْحَرِثِ وَ
الْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا يَلْكُو
بِرَغْمِهِمْ وَهَذَا يُشْرِكَاهُمْ فَمَا كَانَ
يُشْرِكَاهُمْ فَلَا يَصْلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ
يَلْكُمُوهُ فَهُوَ يَصْلُ إِلَى شَرَكَاهُمْ سَاءَ مَا
يَحْكُمُونَ

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
قَتْلَ أَوْلَادٍ هُمْ شُرَكَاهُمْ هُمْ لَيْزِدُونَ
وَلِيَلِيْسُونَ اعْلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْشَاءَ
اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَهَمْ وَمَا
يَفْتَرُونَ

১৩৯। আর তারা তাদের ধারণা অনুযায়ী বলে, এ (সব) গবাদি পশু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ^{১৭}। (তবে) আমরা যার জন্য চাইবো কেবল সে-ই এ থেকে খাবে। আর (তারা বলে) কিছু সংখ্যক গবাদি পশুর পিঠ (চড়ার জন্য) নিষিদ্ধ^{১৮} করে দেয়া হয়েছে। আর কিছু সংখ্যক গবাদি^{১৯} পশু (জবাই করার) ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর নাম নেয় না। তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করেই (এসব) করা হয়। তাদের এসব মিথ্যারোপের জন্য তিনি অবশ্যই তাদের শাস্তি দিবেন।

★ ১৪০। আর তারা বলে, ‘এসব গবাদি পশুর গর্ভে যা আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্ধারিত এবং আমাদের স্ত্রীদের জন্য নিষিদ্ধ^{২০}। কিন্তু এটি মৃত হলে তারা (সবাই) এতে অংশীদার হবে। তিনি তাদের (এসব) কথার জন্য তাদেরকে অবশ্যই শাস্তি দিবেন। নিশ্চয় তিনি পরম প্রজ্ঞাময় (ও) সর্বজ্ঞ।

১৪১। যারা বোকামী করে অঙ্গতাবশত নিজেদের সন্তানদের হত্যা করেছে এবং আল্লাহ যে রিয়ক তাদের দান করেছেন আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে তা (নিজেদের জন্য) হারাম করেছে নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত এবং পথভ্রষ্ট হয়েছে। আর তারা হেদয়াতপ্রাপ্ত হয়নি।

১৪২। আর ^{২১} তিনিই মাচার ওপর চড়ানো এবং মাচার ওপর চড়ানো নয় এমন নানা ধরনের বাগান সৃষ্টি করেছেন। আর (তিনি) খেজুর ও শস্যাদি যেগুলোর স্বাদ ভিন্ন এবং জলপাই ও ডালিমও (সৃষ্টি করেছেন)। এদের কিছু সদৃশ এবং কিছু বিসদৃশ। এতে ফল ধরলে তোমরা এ থেকে খেয়ো এবং এর ফসল তোলার দিন তাঁর ন্যায্য পাওনা আদায় করো^{২২}। আর তোমরা অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।

وَقَالُوا هَذِهِ آنِعَامٌ وَّحَرَثٌ حِجْرٌ لَا
يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمَهُمْ وَ
آنِعَامٌ حُرْمَثٌ ظُهُورُهَا وَ آنِعَامٌ لَا
يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَيَرْتَأِ
عَلَيْهِ وَ سَيَجْزِيْهُمْ بِمَا كَانُوا
يَفْتَرُونَ^(১)

وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ أَنِعَامٌ
خَارِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَ مُحَرَّمٌ عَلَى
آذُوا إِنَّا وَ إِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ
فِيهِ شُرٌّ كَاءِهِ سَيَجْزِيْهُمْ وَ ضَفَّهُمْ
إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلَيْهِ^(২)

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَذْلَادَهُمْ
سَقَهُمَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ حَرَمُوا مَا رَزَقَهُمْ
اللَّهُ أَفِتَرَهُمْ عَلَى اللَّهِ وَ قَدْ ضَلُّوا مَا
كَانُوا مُهْتَدِينَ^(৩)

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّتٍ مَعْرُوفَ شَرِيفَ
وَغَيْرَ مَعْرُوفَ شَرِيفَ وَالنَّخْلَ وَالرِّزْعَةَ
مُخْتَلِفًا كُلُّهُ وَ الرَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، كُلُّهُ مِنْ
ثَمَرَةٍ إِذَا أَثْمَرَهُ أَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ^(৪)

দেখুন : ক. ৬৯১০০; ১৩৯৫; ১৬১২; ৩৫৯২৮; ৩৬৯৩৫-৩৬।

৯১৭। ‘নিষিদ্ধ শস্য’ দ্বারা এমন আবাদী শস্যক্ষেত্র বুবায়, যা দেব-দেবীর জন্য উৎসর্গীকৃত। এগুলো কেবল মাত্র পূজার পুরোহিতরাই তোগ করতে পারতো।

৯১৮। ৫৯১০৪ আয়াতে উল্লেখিত ‘গবাদি পশু’ সওয়ারি বা ভারবাহী পশুরূপে ব্যবহৃত হতো না।

৯১৯। ‘গবাদি পশু’ অর্থে মক্কার পৌত্রলিঙ্গদের ছেট খাটো দেব-দেবীর প্রতি উৎসর্গীকৃত পশু। জবাই করার সময় আল্লাহ তাআলার নাম নেয়ার উল্লেখ সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত এখানে নেই।

৯২০। এটা আরবদের আরো একটি উন্দৰ প্রথা।

৯২১ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

১৪৩। আর তিনি গবাদি পশুর মাঝে কিছু ভারবাহী ও কিছু চড়ার উপযোগী করে (সৃষ্টি করেছেন)। আল্লাহ তোমাদের যে রিয়ক দিয়েছেন তোমরা তা থেকে খেয়ো এবং ^কশয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ শক্তি^{১২২}।

- ★ ১৪৪। (আল্লাহ ^كগবাদি পশুর মাঝে সৃষ্টি করেছেন) সর্বমোট আটজোড়া। মেষ (প্রজাতির) দু'টি ও ছাগল (প্রজাতির) দু'টি। তুমি বল, ‘তিনি কি দু'টি মর্দা নাকি দু'টি মাদী, নাকি দু'টি মাদীর গর্ভ যা ধারণ করেছে তা হারাম করেছেন? তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে জ্ঞানের ভিত্তিতে আমাকে জানাও’।

- ১৭ [৪] ১৪৫। আর (তিনি সৃষ্টি করেছেন) উট (প্রজাতিরও) দু'টি এবং গরু (প্রজাতিরও) দু'টি। তুমি বল, ‘তিনি কি দু'টি মর্দাকে নাকি দু'টি মাদীকে অথবা দু'টি মাদীর গর্ভ যা ধারণ করেছে তা হারাম^{১২৩} করেছেন?’ আল্লাহ যখন তোমাদের (এ) তাগিদপূর্ণ আদেশ দিয়েছিলেন তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? অতএব যে অজ্ঞতা সত্ত্বে লোকদের বিপথগামী করতে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে ^كতার চেয়ে বড় যালিম ৮ আর কে? আল্লাহ নিশ্চয় যালিম লোকদের হেদায়াত দেন না।

- ★ ১৪৬। তুমি বল, ^ك‘আমার প্রতি যা ওহী করা হয়েছে তাতে একজন আহারকারী যা খায় তার মধ্যে এমন কোন জিনিষ তো হারাম দেখছি না। তবে মরা জীব, গড়িয়ে পড়া রক্ত অথবা শুকরের মাংস (হারাম)। কেননা ^كএগুলো অবশ্যই অপবিত্র। অথবা (যা) অবৈধ (অর্থাৎ) এমন খাদ্য খাওয়া যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত (তাও হারাম)^{১২৪}। কিন্তু যে

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَ فَرَّشَاهُ كُلُّوا
مِمَّا رَزَقْنَاكُمُ اللَّهُ وَ لَا تَتَبَيَّعُوا خُطُوطُ
الشَّيْطَنِ مِنَّهُ لَكُمْ عَذَابٌ وَ مُنِيبَنٌ^{১২৫}

ثَمَنِيَّةَ أَرْوَاحِ - مِنَ الصَّانِينَ اثْنَيْنِ
وَمِنَ الْمَغْرِبِ اثْنَيْنِ - قُلْ إِنَّ الدَّكَرَيْنِ
حَرَمٌ أَمْ أَنْثَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ
عَلَيْهِ أَذْحَامُ الْأَنْثَيْنِ - بَسْعُونِ
يَعْلَمُ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِيْنَ^{১২৬}

وَمِنَ الْأَرْبَلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ
اثْنَيْنِ - قُلْ إِنَّ الدَّكَرَيْنِ حَرَمٌ أَمْ
الْأَنْثَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ
الْأَنْثَيْنِ - أَمْ كُنْتُمْ شَهِدَاءَ إِذَا دَوَّصْكُمْ
اللَّهُ يُهْدِيْهَا - فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى
عَلَى اللَّهِ كَذَبًا بِإِيْضَالِ النَّاسِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلُومِينَ^{১২৭}

قُلْ لَا إِلَهُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمٌ عَلَى
طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنَزِيرٍ فَإِنَّهُ
رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُ هِلْ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ^{১২৮}

দেখুন : ক. ২৪২০৯; খ. ৩৯৪৭; গ. ৬৪২২; ৭৪৩৮; ১১৪১৯; ঘ. ২৪১৭৪; ৫৪৪; ১৬৪১১৬ ; শ. ৬৪১২২।

৯২১। পূর্ববর্তী আয়তসমূহে প্রতিমা উপাসনার প্রথা বা অর্থহীন পদ্ধতি এবং নিয়মের কতগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে যা পৌত্রিক আরবেরা নিজেরাই উদ্ভাবন করে নিয়েছিল। তফসীরাদীন আয়াত দ্বারা এ ‘সূরা’ কিছু কিছু ঐশ্বী-বিধান উথাপন করতে শুরু করেছে।

৯২২। প্রাথমিক অর্থ ছাড়াও এ আয়াত ইঙ্গিত করে যে হালাল খাদ্য-দ্রব্য খাওয়া শয়তানের উপদ্রব বা আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেকে নিরাপদ রাখার একটি উপায়।

৯২৩। পৌত্রিকদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তারা কি উপস্থিত ছিল যখন আল্লাহ তাআলা ফাড় বা উটের মাংস খেতে নিষেধ করেছিলেন? তাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে, তারা পারলে ঐশ্বী-প্রমাণ পেশ করব্বক যে গরু বা উট খাওয়া প্রকৃতই নিষেধ করা হয়েছিল। এ প্রশ্নের কারণ হলো গরু এবং উটের মাংস খাওয়া কোন কোন জাতির লোকের বিবেচনায় শাস্ত্র সম্মত নয়। গরু হিন্দুদের মতে এবং উট কিছু ইহুদীর মতে বর্জনীয়।

৯২৪। এ আয়াত নির্দেশ করেছে, হালাল ও হারাম খাদ্যের সম্পর্কে আরবের পৌত্রিকদের প্রবর্তিত নিয়ম-কানুন ছিল ব্রেছাচারী ও জ্ঞান বিবর্জিত অর্থ ইসলামের প্রবর্তিত খাদ্য-বিধান যুক্তি এবং জ্ঞান-ভিত্তিক। মূলত বলতে গেলে ইসলাম চারটি বস্তু নিষেধ করেছে।

ক্ষুধায় অসহায়★ হয়ে (খেতে) বাধ্য হয় অথচ সে তা (খেতে) চায় না এবং সীমালজ্ঞনও করে না, সেক্ষেত্রে নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

১৪৭। আর যারা ইহুদী হয়েছে তাদের জন্য আমরা নথবিশিষ্ট সব পশু হারাম করেছিলাম। আর গরু ও ছাগলের পিঠে ও নাড়ী ভুঁড়িতে জমে থাকা অথবা হাড়ের সাথে লেগে থাকা চর্বি ছাড়া এ দুটোর অন্য সব চর্বি আমরা তাদের জন্য হারাম করেছিলাম^{১২৫}। এভাবেই আমরা তাদেরকে তাদের বিদ্রোহের^{১২৬} প্রতিফল দিয়েছিলাম। আর নিশ্চয় আমরাই সত্যবাদী।

১৪৮। কিন্তু তারা যদি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে তুমি বলে দাও, ‘তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক সর্বব্যাপী কৃপার অধিকারী। আর অপরাধী লোকদের ওপর থেকে তার শাস্তি টলানো যায় না’।

★ ১৪৯। যারা (আল্লাহর সাথে) শিরক করেছে তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ যদি চাইতেন আমরা ও আমাদের পূর্বপুরুষরা শিরক করতাম না এবং আমরা কোন কিছু হারামও সাব্যস্ত করতাম না।’ একইভাবে তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও (মিথ্যাবাদী আখ্য দিয়ে নবীদেরকে) প্রত্যাখ্যান করেছিল। পরিশেষে তারা আমাদের শাস্তি ভোগ করেছিল। তুমি বল, ‘তোমাদের কাছে কি কোন জ্ঞান আছে? তাহলে তোমরা তা আমাদের সামনে নিয়ে আস। তোমরা কেবল অনুমানের অনুসরণ করছ এবং কেবল আঁধারেই ঢিল ছুঁড়ছ।

দেখুন : ক. ১৬৪১১৯; খ. ৬৪১৩৪; ৭৪১৫৭; গ. ১৬৪৩৬; ৪৩৪২।

তিনটির ভিত্তি হলো ‘রিজ্সুন’ অর্থাৎ দুষ্পুর ও নিকষ্ট হওয়া এবং একটির ‘ফিসকুন’ অর্থাৎ অপবিত্র এবং ধর্মবিরোধী হওয়া। প্রথমোক্ত তিনটি বস্তু হলো মৃত জীব-জন্মুর মাংস, জখমকৃত বা বধকৃত বা জবাই করা প্রাণীর দেহ থেকে নির্গত রক্ত এবং শুকরের মাংস। এগুলোই আয়তে উল্লেখিত ‘রিজ্সুন’ (দুষ্পুর এবং নিকষ্ট) অর্থাৎ মানুষের নৈতিক এবং দৈহিক উভয় ক্ষেত্রে অনিষ্টকর। ঘরণ রাখতে হবে, ‘রিজ্সুন’ শব্দ প্রথমোক্ত তিনটি নিষিদ্ধ বস্তুর প্রত্যেকটির সঙ্গে পাঠ করতে হবে। চতুর্থ হারাম বস্তু হলো, যার ওপর আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নাম নেয়া হয়। তাহলো ‘ফিসকুন’ (নাপাক বা অপবিত্র), অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা অথবা বিরক্তাচরণের উৎস। এরপ খাদ্য-দ্রব্য ভক্ষণ মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষতি সাধন করে এবং আল্লাহর জন্য ভালবাসা ও মর্যাদাবোধের অনুভূতি নষ্ট করে।

★ [এখানে ‘ইয়তুর্রা’ শব্দটির অর্থ হলো ক্ষুধায় বাধ্য হওয়া এবং ক্ষুধার জুলা সহ্য করা তার ক্ষমতার বাইরে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যারত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]।

৯২৫। লেবীয় ৩৪১৭ এবং ৭৪২৩ দ্রষ্টব্য। তালমূদে পাঁজরের হাড়ের সঙ্গে লেগে থাকা চর্বিকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে।

৯২৬। এসব বস্তু ইহুদী জাতির সীমালজ্ঞন করার বা অপরাধের শাস্তি হিসেবে হারাম করা হয়েছিল।

৯২৭। আল্লাহ তাআলা যদি মানবকে জোরপূর্বক তাঁর ইচ্ছা পালন করাতে চাইতেন তাহলে নিশ্চয় তিনি তাদেরকে সৎকাজ বা ন্যায় কাজ

فَمَنِ اضطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادِ قَاتَنَ
رَبِّكَ غَفُورٌ حَيْمٌ^{১২৭}

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمَتِكُلَّ ذِي
ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنِمَ حَرَّمَتِكُلَّ
شُحُونَهُمْ مَا إِلَّا مَا حَمَلْتُمْ
أَوِ الْحَوَابِيَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظِيمٍ ذَلِكَ
جَزِئِنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَرَانَ الصِّدْقُونَ^{১২৮}

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ
وَّاسِعَةٍ وَلَا يُرِدُّ بِأَسْمَهُ عَنِ الْقَوْمِ
الْمُجْرِمِينَ^{১২৯}

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ
مَا أَشْرَكْنَا وَلَا أَبْأَوْنَا وَلَا حَرَّمَنَا
مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بِأَسْنَاطِ قُلْ هَلْ
عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا مِنَ
تَتَبَعِّهُونَ رَلَّا الظَّنَّ وَرَانَ آثُمَ لَا
تَخْرُصُونَ^{১৩০}

★ ১৫০। তুমি বল, ‘চূড়ান্ত যুক্তিপ্রমাণতো একমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে। অতএব তিনি যদি চাইতেন তোমাদের সবাইকে অবশ্যই হেদয়াত দিতেন^{১২৭}।’

১৫১। তুমি বল, “তোমরা তোমাদের সেইসব সাক্ষীকে ডাক যারা এ সাক্ষ্য দিবে, ‘আল্লাহই এসব হারাম করেছেন’। অতএব তারা সাক্ষ্য দিলে তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দিও না। আর যারা আমাদের আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে, যারা পরকালে ঈমান রাখে না এবং যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করিয়েছে তুমি তাদের কামনা
১৮
৫ বাসনার অনুসরণ করো না।”

★ ১৫২। তুমি বল, ‘তোমরা আস, তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা হারাম^{১২৮} করেছেন আমি তা পড়ে শুনাই। (তা হলো,) তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, পিতামাতার সাথে সম্বন্ধবহার করবে এবং দারিদ্র্যের আশংকায় তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না। আমরাই তোমাদেরকে এবং তাদেরকে রিয়্ক দিয়ে থাকি। আর অশ্লীলতা প্রকাশ হোক বা গোপন হোক তোমরা এর ধারে কাছেও যেয়ো না। আর আল্লাহ যে প্রাণকে (হত্যা করা) নিষেধ করেছেন তোমরা (শরীয়ত বা আইনসঙ্গত) কারণ ছাড়া তা হত্যা করবে না। তিনি তোমাদেরকে এরই তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা বিবেকবুদ্ধি খাটাও।

দেখুন ৪ ক. ৫৪৫৯; ১১৪১১৯; ১৩৪৩২; ১৬৪১০; খ. ৬৪২; ২৭৪৬১; গ. ৫৪৪৯; ৮৫৪১৯; ঘ. ৪৪৩৭; ১৭৪২৪; ঙ. ১৭৪৩২; চ. ৬৪১২১; ৭৪৩৪।

করতে বাধ্য করতেন, কিন্তু অন্যায় কাজে নয়। কিন্তু তাঁর অসীম প্রজ্ঞা দ্বারা তিনি মানুষকে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন, মানবের নিকট বিশ্বদত্তবে বলে দিয়েছেন যে কোন্টি সঠিক এবং কোন্টি ভ্রান্ত, এবং তারপর তাকে পূর্ণ স্বাধীন করে ছেড়ে দিয়েছেন যাতে সে তার পছন্দ মাফিক যে কোন পথ বা পথা বেছে নিতে পারে।

১২৮। ‘হারাম’ শব্দের পরবর্তীতে যে নির্দেশসমূহ দেয়া হয়েছে তা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পালন করতে আদেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশগুলো প্রকাশ্যভাবে দেয়া হয়েছে, কিন্তু যা বিপরীত অর্থাৎ নিষিদ্ধ বা হারাম তা এগুলোর মাঝেই নিহিত। এরপে একদিকে, ‘হারাম’ শব্দ ব্যবহার দ্বারা, অন্যদিকে এর পরেই প্রত্যক্ষ নির্দেশ দানের দ্বারা এ আয়াতে প্রত্যক্ষ নির্দেশাবলী এবং সেগুলোর বিপরীত বিষয়গুলো বিবৃত করা হয়েছে। এ আয়াতের ব্যাখ্যা অন্যভাবেও করা যেতে পারে। ধরে নেওয়া যায়, প্রথম বাক্য ‘তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের জন্য হারাম করেছেন’, এ শব্দগুলো দ্বারা শেষ হয়েছে, এবং পরবর্তী বাক্য ‘আলায়কুম’ দিয়ে শুরু হয়েছে যার তাগিদপূর্ণ নির্দেশ তিনি ‘তোমাদেরকে দিচ্ছেন’ শব্দের সাথে আরম্ভ হয়েছে। এখন আয়াতটি দাঁড়ায় ‘তোমরা আস, আমি তা পড়ে শোনাই যা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের জন্য হারাম করেছেন’। এতে তোমাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ‘তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না।’

فُلْ فِيلِيِّ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ شَاءَ
لَهُذَا كُمْ أَجْمَعِينَ^{১২৯}

فُلْ هَلْمَ شَهَدَ أَكْمَ الْذِينَ
يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَمَ هَذَا ۚ إِنَّ
شَهِدُوا فَلَا تَشَهَّدُ مَعَهُمْ ۖ وَلَا تَتَقْتِيمُ
أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِإِيمَانِنَا وَالَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ ۖ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ
يَغْدِلُونَ^{১৩০}

فُلْ تَعَالَوْا أَثْلَ مَا حَرَمَ رَبِّكُمْ
عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَ
إِنَّ الَّذِينَ لِإِحْسَانٍ ۖ وَلَا تَقْتُلُوْا
أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ
إِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا النَّفَوْا جِنْشَ مَاظَهَرَ
مِنْهَا ۖ وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوْا النَّفَسَ
الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۖ ذَلِكُمْ وَضْكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ^{১৩১}

১৫৩। আর এতীম প্রাণবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত যথাযথ পদ্ধা অবলম্বন করা ছাড়া (তার) ধনসম্পদের কাছেও ক্ষেয়ে না। আর তোমরা ^১ন্যায়সঙ্গতভাবে^২ মাপ এবং ওজন পূর্ণ মাত্রায় দাও। ^৩আমরা কারো ওপর তার সাধ্যাতীত দায়দায়িত্ব চাপাই না। আর (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি) তোমাদের নিকটাত্মীয় হলেও কথা বলার সময় তোমরা ন্যায়নীতি অবলম্বন করো। ^৪আর আল্লাহর (সাথে কৃত) অঙ্গীকার তোমরা পূর্ণ করো^৫। তিনি তোমাদের এরই তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

১৫৪। আর ^৬এই হলো আমার সরলসুদ্ধ পথ। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর এবং বিভিন্ন পথের অনুসরণ করো না। নতুবা তা তাঁর পথ থেকে তোমাদের দূরে সরিয়ে দিবে। তিনি তোমাদের এরই তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।

★ ১৫৫। আর ^৭আমরা মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম যা প্রত্যেক ১৯
[৪] সদাচারীর চাহিদা পূরণ করতো এবং ^৮সবকিছুর^৯ খুঁটিনাটি ৬
বর্ণনা করতো। আর তা ছিল এক পথনির্দেশনা ও আশিস যাতে করে তারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভে বিশ্বাসী হয়।

১৫৬। আর ^{১০}এ (কুরআন) অতি কল্যাণময় কিতাব যা আমরা অবর্তীণ করেছি। অতএব তোমরা এর অনুসরণ কর^{১১} এবং তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমাদের প্রতি কৃপা করা হয়।

দেখুন ৪: ক. ৪৪১১; ১৭৪৩৫; খ. ১৭৪৩৬; ২৬:১৮২-১৮৩; ৫৫:১০; গ. ২৪২৮৭; ৭৪৪৩; ঘ. ৫৪২; ১৬৯৯২; ১৭৪৩৫; ঙ. ৬৪১২৭; চ. ২৪৫৪; ৫৪৪৫; ছ. ৭৪১৪৬; জ. ৬৪৯৩, ২১: ৫১।

১২৯। জীবন রক্ষার নির্দেশের পরেই সম্পত্তি রক্ষা করার হৃকুম দেয়া হয়েছে।

১৩০। জিহ্বাকে সংযত বা সতর্ক করার আদেশের পরেই 'আল্লাহর (সাথে কৃত) অঙ্গীকার তোমরা পূর্ণ করো' এ শব্দগুলোর মাঝে অন্তর্নিহিত আদেশ এসেছে যা অন্তঃকরণের সতর্কীকরণ সম্পর্কিত। এ কারণে পূর্ববর্তী নির্দেশ মানুষের সাথে প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত। পক্ষান্তরে বর্তমান আদেশ আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার সম্পর্কিত।

১৩১। 'সবকিছু' শব্দের মর্মার্থ, সেই সব বস্তু যা ইহুদী জাতির নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাতো। তওরাত সেই সব প্রয়োজন পূর্ণ করেছিল।

১৩২। এ আয়াত ব্যক্ত করেছে যে 'কুরআন' এরপ ঐশ্বী-গ্রন্থ যা চিরস্থায়ী শিক্ষা বহন করে এবং সেইসব শাশ্঵ত সত্যও বহন করে যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহ নিয়ে এসেছিল। এটাই 'মুবারক' শব্দের মর্মার্থ (লেইন)। তাই কুরআনের অনুসরণের মাধ্যমে মুসলমান জাতি সেই সব গ্রন্থ থেকে পথ-নির্দেশ সন্ধান করার প্রয়োজনীয়তা থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে।

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتَيِّمِ إِلَّا بِإِيمَانٍ
هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشْدَدَهُ ۚ وَأَوْفُوا
الْعَهْدَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا
نُكَلِّفُ نَفْسًا لَا وُسْعَهَا ۚ وَلَا دَأْفُلُّمُ
فَاغْمُلُوهُ ۚ وَلَوْكَانَ ذَاقَ زُبْرَبَ ۚ وَبِعَهْدِ
اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذِلْكُمْ صِكْمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ^{১১}

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِنِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ^{১২}
وَلَا تَنْتَبِعُوا الشُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنِ
سَبِيلِهِ ۖ ذِلْكُمْ وَصِكْمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَنَتَّقُونَ^{১৩}

ثُمَّ أَتَيْنَا مُؤْسَى الْكِتَبَ تَمَامًا عَلَىٰ
الَّذِي أَخْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ^{১৪} وَ
هُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَلْقَاءُ رَبِّهِمْ
يُؤْمِنُونَ^{১৫}

وَهَذَا كِتَبٌ آتَرَّلَهُ مُبَرَّكٌ
فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ^{১৬}

১৫৭। (সুতরাং এখন) যেন তোমরা এ (কথা) বলে না বস, 'আমাদের পূর্বে শুধু (বড়) দু'টি সম্প্রদায়ের^{১০৪} প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং আমরা তাদের (কিতাবের) পাঠ ও পঠন সম্বন্ধে অনবহিত ছিলাম',

১৫৮। 'অথবা তোমরা যেন এ (কথা) বলে না বস, 'আমাদের প্রতি কোন কিতাব যদি অবতীর্ণ করা হতো তাহলে নিশ্চয় আমরা তাদের চেয়ে অধিক হেদায়াতপ্রাপ্ত হতাম।' অতএব (এখনতো) তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ, হেদায়াত ও রহমত এসেছে। কাজেই 'তার চেয়ে বড় যালেম আর কে, যে আল্লাহর আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং তা উপেক্ষা করে? আমাদের আয়াতসমূহ থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে রাখে তাদের মুখ ফিরিয়ে রাখার দরজন আমরা নিশ্চয় তাদেরকে কষ্টদায়ক আয়াব দিব।

১৫৯। 'তারা কেবল তাদের কাছে ফিরিশ্তাদের আসার^{১০৫} অথবা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের আগমনের^{১০৬} অথবা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কিছু নির্দশন আসারই^{১০৭} অপেক্ষা করছে। (কিন্তু) যেদিন তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কিছু নির্দশন এসে যাবে সেদিন যে ব্যক্তি (এর) আগে ঈমান আনে নি অথবা ঈমান আনা অবস্থায় কোন পুণ্য অর্জন করেনি তার ঈমান তার কোন কাজে আসবে না। তুমি বল, 'তোমরা অপেক্ষা কর। নিশ্চয় আমরাও অপেক্ষমান।'

১৬০। নিশ্চয় যারা নিজেদের ধর্মকে বিভক্ত করেছে^{১০৮} এবং দলে উপদলে পরিণত হয়েছে তাদের সাথে তোমার কোন সম্পর্কই নেই। তাদের বিষয় একমাত্র আল্লাহর হাতে। এরপর তারা যা করতো সে সম্বন্ধে তিনি তাদের অবহিত করবেন।

দেখুন : ক. ৩৫৪৪৩; খ. ৬৪২২; ৭৪৩৮; ১০৪১৮; গ. ২৪২১১; ১৬৪৩৪; ঘ. ৩০৪৩৩।

৯৩৩। আয়াতে উল্লেখিত দু সম্প্রদায় বুঝাতে পারে : (১) ইহুদীজাতি, যাদের প্রতি তওরাত অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যাদের ধর্মের সূচনা হয়েছিল আরবের উত্তরাঞ্চলের ভূখণ্ডে, (২) 'জরাথুস্ত্র'র ধর্মবলসী জাতি যাদের প্রতি যেন্দাবেষ্টা অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তারা আরবের পূর্বাঞ্চলে বাস করতো। অথবা এ শব্দের উদ্দেশ্য ইহুদী এবং খৃষ্টান জাতিও হতে পারে। এ দু' সম্প্রদায় আরব ভূখণ্ডে বসবাস করতো এবং আরব জাতির লোকেরা তাদের সংস্পর্শে এসেছিল।

৯৩৪। 'ফিরিশ্তাদের আসা' বাক্যাংশ যুদ্ধ-বিহুরে মাধ্যমে জাতির উপর নেমে-আসা আয়াবের প্রতি নির্দেশ করেছে। কারণ 'ফিরিশ্তার আগমন' উল্লেখিত হয়েছে সেই সকল যুদ্ধ প্রসঙ্গে, যা মুসলমান এবং তাদের বিরুদ্ধবাদী শক্তদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল (৩৪১২৫, ১২৬ এবং ৮৪১০)।

৯৩৫। 'প্রভু-প্রতিপালকের আগমনের' দ্বারা সত্যের শক্তদের সম্পূর্ণ ধর্মস বুঝায় (২৪২১১)।

৯৩৬। 'কিছু নির্দশন আসার' দ্বারা বাস্তব জগতের আয়াবসমূহের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যেমন- দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দৈব-দুর্যোগ ইত্যাদি।

أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَبَ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِيلِينَ^(১)

أَوْ تَقُولُوا لَوْا إِنَّا أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْكِتَبَ كَعْنَاً أَهْذِي مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيْتَةً مِنْ رَّيْكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةً فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِإِيمَانِ اللَّهِ وَصَدَّقَ فَعَنْهَا سَنْجِزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ أَيْمَانِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَضْرِبُونَ^(২)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهِمُ الْمَلِئَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبِّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ أَيْتَ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِيَ بَعْضُ أَيْتَ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمْنَثَ مِنْ قَبْلِ أَوْ كَسَبَتِ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ أَنْتَظُرُوا إِلَّا مُشْتَظِرُونَ^(৩)

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعَانِ لَشَتَّ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ أَنَّمَا أَمْرُهُمْ لِأَنَّ اللَّهَ ثُمَّ يُنْتَهِمُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ^(৪)

১৬১। ^{যে} সৎকাজ করে তার জন্য রয়েছে এর দশগুণ প্রতিদান^{১০৮}। আর যে মন্দকাজ করে তাকে কেবল এর সমানই প্রতিফল দেয়া হবে। আর তাদের ওপর কোন অবিচার করা হবে না।

★ ১৬২। তুমি বল, ‘আমার প্রভু-প্রতিপালক নিশ্চয় আমাকে সরলসুদৃঢ় পথে (অর্থাৎ) [‘]সদা বিনত^{*} ইব্রাহীমের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত চিরস্থায়ী ধর্মে পরিচালিত করেছেন। আর সে কখনো মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।’

১৬৩। তুমি বল, ‘নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার বাঁচা ও মরা সব বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য^{১০৯}।

১৬৪। ^গতাঁর কোন শরীক নেই এবং আমাকে এ (ঘোষণা দেয়ারই) আদেশ দেয়া হয়েছে। আর আমি আত্মসমর্পণকারীদের (মাঝে) সর্বপ্রথম’।

★ ১৬৫। তুমি বল, ^ষ‘আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে প্রভু-প্রতিপালক হিসেবে চাইবো? অথচ তিনিই সবকিছুর প্রভু-প্রতিপালক।’ আর যে-ই (পাপ) করবে তার ওপরই এর প্রতিফল বর্তাবে। আর ^ঝকোন বোৰা বহনকারী অন্যের বোৰা বহন করবে না^{১১০}। এরপর তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের দিকেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তখন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে তিনি সে বিষয় তোমাদের জানাবেন।

দেখুন : ক. ৪৪৪১; ২৭৯০; ২৮৯৫; খ. ৩৯৯৬; ১৬৪১২৪; গ. ৬৪ ১৫; ৩৯৪১২-১৩; ঘ. ৭৪১৪১; ঙ. ১৭৪১৬; ৩৫৪১৯; ৫৩৪৩৯।

১৩৭। ‘ধর্মকে বিভক্ত করেছে’ বাক্যাংশের মর্মার্থ হলো, লোকেরা যখন নিজ নিজ শখ এবং খোশ-খেয়ালের অনুগমন করতে আরঞ্জ করে তখন তাদের মাঝে মতের ঐক্য লোপ পায় এবং মত বিরোধ দেখা দেয়।

* ('হানীফ' শব্দের এ অর্থটি মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের ১৬২ আয়াতে দ্রষ্টব্য)।

১৩৮। সৎকর্ম এক উৎকৃষ্ট শস্য বীজের ন্যায়, ‘যা দশগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এমন কি আরও অধিক’ (২৪২৬২, ৪৪৪১, ১০৪২৭-২৮ এবং তিরমিয়ীর হাদীসে ‘সিয়াম’ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কিন্তু একটি অসৎকর্মকে একটিই গণ্য করা হয়।

১৩৯। নামায, কুরবানী, জীবন এবং মরণ মানবকর্মের সবটা ক্ষেত্র ঘিরে রয়েছে এবং আঁ হ্যারত (সাঃ)কে ঘোষণা করতে বলা হয়েছে যে জীবনের এ সকল স্তর একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই উৎসর্গীকৃত। তাঁর সকল প্রার্থনা নিরবিদিত ছিল আল্লাহ তাআলার প্রতি। তাঁর সকল কুরবানী আল্লাহরই উদ্দেশ্যে, তাঁর সমস্ত জীবন আল্লাহরই কাজে নিয়োজিত এবং যদি ধর্মের জন্য তিনি মৃত্যু কামনা করতেন তাও আল্লাহরই সম্মতি লাভের জন্যই করতেন।

১৪০। এখানেও ১৭৪১৬, ৫৩৪০-৪১ আয়াতসমূহের মতই ‘প্রায়শিত্বাদ’কে খুব প্রবলভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং এ বিষয়ের প্রতি খুব জোরের সাথে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আপন পাপের বোৰা বহন করতে হবে এবং নিজ কর্মের জবাব নিজেকেই দিতে হবে। খৃষ্টিয় প্রায়শিত্বে কারো কোন মঙ্গল হবে না।

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرًا مِثْلَهَا
وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا
مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ^(১)

قُلْ إِنَّنِي هَذِهِ رَبِّي إِلَى صَرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مَلَةً إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ^(২)

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَ
مَمَاتِي يَنْهَا رِبُّ الْعَلَمِينَ^(৩)

لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوْلَى^(৪)
الْمُسْلِمِينَ

قُلْ أَعْيُّدُ اللَّهَ أَبْغِيَ رَبِّيَا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ
شَيْءٍ وَلَا تَكُسِبْ كُلُّ نَفْسٍ لِأَلَّا عَلَيْهَا
وَلَا تَزِرُ دَارِزَةٌ وَذَرَ أُخْرَىٰ ۝ ثُمَّ إِلَى
رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَزِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَحْتَلِفُونَ^(৫)

- ★ ১৬৬। আর তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী
করেছেন এবং ^কতোমাদের একদলকে অন্যদলের তুলনায়
মর্যাদায় উন্নীত করেছেন যাতে তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন
তা দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন^{১৪১}। নিচয় তোমার
প্রভু-প্রতিপালক শাস্তি প্রদানে দ্রুত। আর নিচয় তিনি অতি
ক্ষমাশীল (ও) বার বার ক্ষেপাকারী।

২০
[১১]
৭

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ
وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ
لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا أَنْتُمْ مِنَ رَبِّكُمْ
سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ^{১৪১}

দেখুন : ক. ৫৪৯; ১১৪৮; ৬৭৩।

১৪১। এ আয়াত মুসলমানদের মনে প্রেরণা দানের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে সাবধানও করে দেয়। তাদেরকে বলা হয়েছে, ক্ষমতা এবং
কর্তৃত্বের অধিকারী তাদেরকে করা হচ্ছে এবং জাতিসমূহের ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব তাদের ওপর শীঘ্ৰই বৰ্তানো হচ্ছে। তাই তাদের
কর্তব্য হবে, ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে দায়িত্ব পালন করা। কারণ তাদেরকে সৃষ্টিকর্তাৰ নিকট তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বের হিসাব
দিতে হবে।